শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) এম্.এ.

প্রণীত।

1922.

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন।

"উৎসব" মাসিক পত্র—১৩১৩ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমি ১৩১৬ সালে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হই ও প্রায় ঐ সময় হইতেই "উৎসব" কার্য্যালয় পরিচালনার কার্য্যে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আরম্ভ করি ও অদ্যাপিও যৎকিঞ্চিৎ করিতেছি। আমি দেখি যে, যাঁহারা পরে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, পূর্ব্ব প্রকাশিত "উৎসব" পত্রগুলি, পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন এবং উহা নিঃশেষিত হওয়ায়, বিশেষ দুঃখিত হইয়া পুরাতন উৎসব কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় কিনা তাহাও জানিতে চাহেন। একারণ আমরা উৎসবে "পুরাতন উৎসব" ক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিই ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দুই চারি খণ্ড যাহা পাই তাই—পত্র লেখকদিগকে দিয়া সন্তুষ্ট করি। পরে আর না পাওয়ায়, এবং আমার নিজেরও অভাব থাকায়, আমি পূজনীয় সম্পাদক মহাশয়কে প্রথম ৩।৪ বৎসরের উৎসব প্রবন্ধাবলী—পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করি। তাঁহার নিকটে পুরাতন উৎসব না থাকায়, অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতে দেরী হইল। আর যখন পুস্তক ছাপানই হইল, তখন মাত্র পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলি না ছাপাইয়া, আরও কয়েকটী পরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধও, উহার সহিত ছাপাইয়া "মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী" নাম দিয়া প্রকাশ করা গেল। সকল শ্রেণীর পাঠকের এমন কি স্ত্রীলোক-দিগেরও পড়িবার উপযোগী করিয়া প্রবন্ধগুলি সাজান হইয়াছে। ইহাতে আমার গুণপনা কিছুই নাই কারণ সমস্তই পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয় আপনি গুছাইয়া সাজাইয়া প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া, শুদ্ধ ছাপানর ভার লইয়া, ইহা জনসাধারণের

নিকট উপস্থিত করিলাম। ইহা পাঠে, যে অনেকেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন ও উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নাই। আর আমি নিজে যে ঐ প্রবন্ধগুলি সকল সময়ে পাঠ করিবার সুযোগ পাইলাম, ইহাতেই আমি পরিতৃপ্ত।

এক্ষণে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী ছাপান গেল। গ্রাহকগণের আগ্রহ দেখিলে দ্বিতীয় ভাগ ছাপানর ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে আমরা স্কন্দ পুরাণ হইতে সর্ব্বজনীন কয়েকটি ধর্ম্মোপদেশের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের নিবেদন শেষ করিলাম।

"বিত্ত অসার, যদি তাহার সার দান তাহাতে না থাকে। বাক্য অসার, যদি তাহাতে সত্যরূপ সার না থাকে। আয়ু অসার, যদি তাহাতে কীর্ত্তিরূপ সার না থাকে। আর কলেবর অসার, যদি তাহা দিয়া পরোপকার রূপ সার উদ্ধার না করা হয়।"

স্কন্দ পুরাণ।

সন ১৩২৯ সাল,
তাং বৈশাখ সংক্রান্তি রবিবার।

১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব অফিস হইতে
বিনীত প্রকাশক—শ্রীতুলসীচরণ মিত্র

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

উৎসব পত্রে "মনোনিবৃত্তি" ১০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই "মনোনিবৃত্তি"ই সম্পূর্ণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্যসঙ্গী নামক নূতন পুস্তক হইল। নূতন সংস্করণ বলা হইল এই জন্য।

১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৮ সালের কতক পর্য্যন্ত, মনোনিবৃত্তির উপযোগী প্রবন্ধ সমূহ এই পুস্তকে সাজাইয়া প্রকাশ করা গেল। ১৩১৩ সাল হইতে যাঁহারা "উৎসব" পান নাই এই সমস্ত পুস্তকে তাঁহাদের অভাব মিটিবে। "যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং" ইহা ১৩০৭ সালে সাহিত্য-সংহিতাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ভাবে কিছু সাধনার কথা দিয়া ইহা মনোনিবৃত্তির অঙ্গীভূত করা হইল।

অধিকাংশ প্রবন্ধের পরে ভাবপুষ্টির জন্য উৎসব হইতে কবিতা ও গান এবং অন্য স্থান হইতেও দুই চারিটি কবিতা পুনঃ মুদ্রিত করা হইল।

কর্ম্মার্পণের জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা হইতেছে "ভগবান্ প্রসন্ন হও"। তুমি প্রসন্ন হইলে এবং তোমার প্রসন্নতার অনুভব করিতে পারিলে আমাদের সব হইল তজ্জন্য কৃপা প্রার্থনা করা গেল।

যদি এই কার্য্যে তোমার কার্য্য কিছু হয় তবে এই শ্রেণীর পুস্তক আরও বাহির করিবার সুবিধা তুমি করিয়া দিও। নতুবা এই অবধিই অবধি হউক।

শেষ কথা—শাস্ত্রের ক্রম অবলম্বনেই প্রবন্ধাবলী রচনার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। প্রায় প্রবন্ধেই করিবার কথা আছে। কাজেই গল্পের পুস্তকের

মত একবার পড়িলেই পড়া শেষ হইবেনা। যতদিন না করিবার কার্য্য গুলি অভ্যস্ত হইয়া যায় ততদিন এইরূপ পুস্তকের আলোচনা পুনঃ পুনঃ আবশ্যক। অন্ততঃ গ্রন্থকারের নিজের জন্য ইহা আবশ্যক। অলমিতি প্রপঞ্চেন।

সন ১৩২৯ সাল। গ্রন্থকার।

তারিখ বৈশাখ সংক্রান্তি রবিবার।

প্রাপ্তি স্থান।

ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

উৎসব আফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তুলসীচরণ মিত্র, ১০০।১০১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর পোষ্ট, হাবড়া।

এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাইবেন।

সূচী পত্র।

প্রথম স্তবক।

মঙ্গলাচরণ।

দ্বিতীয় স্তবক।

শুদ্ধি পত্র

ভুল					শুদ্ধ
হয়মা আজ ?	...	...	২৮ পৃঃ	১ পং	হয়মা ? আজ
গুরু	...	...	২৯ পৃঃ	১৫ পং	গুরুর
আমারা	...	...	৩০ পৃঃ	৮ পং	আমরা
কোন	...	...	৩৩ পৃঃ	১২ পং	কেন
জ্ঞানমর	...	...	৩৮ পৃঃ	১১ পং	জ্ঞানময়
সৃষ্টি	...	...	৪২ পৃঃ	১ পং	দৃষ্টি
দুরন্ত	...	...	৪৫ পৃঃ	১৯ পং	দুরন্ত
মোহত্যানিশং	...	...	৪৬ পৃঃ	২ পং	মোহয়ত্যানিশং
কিনা।	...	...	৪৭ পৃঃ	১৬ পং	কিনা ?
তখন	...	...	৪৮ পৃঃ	৪ পং	তখন সে
সদানন্দ	...	...	৫১ পৃঃ	১৯ পং	সদাহনঘ
পশ্য	...	...	৫৫ পৃঃ	৯ পং	পশ্যন্
পশ্য	...	...	৯৪ পৃঃ	২৬ পং	পশ্যন্
আমরা	...	...	৯৫ পৃঃ	৯ পং	আমি
বায়	...	...	১১২ পৃঃ	৬ পং	বায়
যুক্ত	...	...	১৬৫ পৃঃ	৮ পং	মুক্ত
স্ত্রী	...	...	১৮৫ পৃঃ	৮ পং	স্ত্রী
কথা কহা মানুষের		...	১৯৫ পৃঃ	১৯ পং	কথা কহা যদি মানুষের

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ ॥

মঙ্গলাচরণ।

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচপচ সহসা ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তী শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসিশিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাসবানাং যমমহিষমহা শৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা ॥

যোঃ নিঃ উঃ ৮১।১০২

বদ্ধাখড়গাঙ্গশৃঙ্গে কপিলমুরুজটামণ্ডলং পদ্মযোনেঃ
কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসিশিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
যা দেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমাজ্যং
সা দেবী নিষ্কলঙ্কা কলিততনুলতা পাতু নঃ পালনীয়ান্।

যোঃ নিঃ উঃ ১৩৩।৩০

অবিদ্যাবৃতা চিৎস্বরূপা, নিখিল সংসারচিত্রে দেদীপ্যমানা, বিদ্যাবলে অবিদ্যামালিন্য দূর হইলে নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশস্বরূপিণী, বিশাল শরীরা ভৈরবী দেবী অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অতি ভৈরবরূপী কল্পান্তরুদ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন। আর কল্পান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে নিখিলসংসার বনভূমি দগ্ধ হইয়া স্থাণুমাত্রাবশেষ হইয়া গেল। অতি দ্রুত নৃত্যাবেশে দেবী প্রবল প্রলয়বাত্যাবিধূনিত অরণ্যশ্রেণীর ন্যায় দুলিতেছেন আর নৃত্য করিতে করিতে আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ কল্পান্তরুদ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে কল্পান্তরুদ্র দেবও দেবীর ন্যায় বিশাল শরীর ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

হে শ্রোতৃবর্গ! যে দেবী রক্ত ও মাদকদ্রব্যে পূর্ণ যমমহিষের মহাশৃঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া ডিম্ব ডিম্ব সুডিম্ব পচপচ ঝম্য ঝম্য প্রঝম্য ইত্যাদি তালব্যঞ্জক শব্দ বাদ্যে নৃত্যপরায়ণা, যে দেবী গলদেশে মুণ্ডমালার মালা পরিয়া শোভমানা, যে দেবী গরুড়ের পক্ষ দ্বারা শিরোভূষণ করিয়াছেন, প্রলয়ে জগদ্ভক্ষণ করিয়া কালরাত্রিস্বরূপিণী যে দেবী প্রলয়—আনন্দ বিহ্বলা, সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে যে মহাভৈরবকে অর্চ্চনা করিতেছেন—কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র—হে শ্রোতৃবর্গ! তিনি তোমাদিগের জ্ঞান-প্রতিবন্ধক দোষ নির্ম্মূল করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে ভৈরব! হে কালরুদ্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ডিম্বকে—অনর্থভোগের উপাধি স্বরূপ এই স্থূল শরীরাদি প্রপঞ্চকে ভক্ষণ করিয়া থাক [আঝম্য-ঝম্ অদনে] পরে ডিম্বকে—সূক্ষ্ম শরীরাদি প্রপঞ্চকেও ভক্ষণ কর [ঝম্যং] পুনরায় সুডিম্বকে—মূলোপাধিভূত কারণ শরীরকেও চরম সাক্ষাৎকারে তত্ত্বত আবির্ভূত করিয়া প্রঝম্য—সম্যগ্‌রূপে ভক্ষণ করিয়া থাক। ভক্ষণ করিয়া পঞ্চমাদি যোগভূমিকা রোপণ করিয়া, সহসা অতি শীঘ্র পচ পচ—সপ্তমভূমিকা পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিপাক করিয়া থাক। কালরাত্রি

কর্ত্তৃক বিদেহ কৈবল্য দ্বারা তুমি স্তূয়মান্। আহা! এই নৃত্যপরায়ণা কালরাত্রির সহিত আমরাও তোমাকে নমঃ করি। তুমি আমাদিগের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ সকল নিরাস করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

সর্ব্বশরণ্যা কালরাত্রি স্বরূপিণী ময়ূরী মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডকোটি বিষধর সমূহকে গ্রাস করিয়া যখন নৃত্য করেন তখন উঁহার রূপ কি ভীষণ! যে দেবী মহাকল্পান্তে সংহৃত পদ্মযোনির কপিল উরু জটামণ্ডল খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে বন্ধন করেন, যে দেবী দৈত্যগণের মস্তক দ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া গলদেশে ঝুলাইয়া রাখেন, যে দেবী সংহৃত গরুড়ের পক্ষ দ্বারা শিরোভূষণ করেন, যে দেবী বিশ্বের প্রাণিজাত ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত ও ভূপীঠের সহিত এই জগৎ পান করেন—এইরূপে সর্ব্বনাশকারিণী হইয়াও যিনি নিষ্কলঙ্কা—দোষ-লেশশূন্যা, শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাবা, যে দেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কলিততনুলতা—শরীর স্বীকার করেন, আহা! হরিহরব্রহ্মাদি বন্দিতা সেই দেবী অবশ্য পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রথম স্তবক

নিত্যসঙ্গী

বা

মনোনিবৃত্তি।

আরম্ভে মনোনিবৃত্তি।

মরণ—দেহের মরণ ত আছেই। তবে শৃগাল কুকুরের মত মরিব না শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতেই মরিব—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রথমেই কর। সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে স্মরণ করিব—ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন স্মরণ কর, একবারও বিস্মৃত হইও না।

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ আপনার দেহকে নশ্বর ভাবিয়া ভাবনায় এই পঞ্চভূতের নশ্বর-দেহটাকে পঞ্চভূতকে ভাগ করিয়া দাও, ভাবনায় দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ কর, করিয়া নূতন পবিত্র পঞ্চ-তন্মাত্রার দেহ লইয়া, পশুভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম কর; পুরুষোচিত কর্ম্ম কর।

তাঁহার সেবা ভিন্ন অন্য কোন আকাঙ্খা রাখিও না। কর্ম্মে সেবা, বাক্যে সেবা, ভাবনায় সেবা, স্বরূপ স্থিতিতে সেবার অবসান,

দৃঢ়ভাবে মনে রাখ। মনে রাখিয়া "যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনঃ" যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও।

আলস্য, অনিচ্ছা, মন্দ ইচ্ছার প্রশ্রয় দিও না। তথাপি উঠিলে ভাবিও অশুভ প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ-কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে, আমাকে অসম্বন্ধ প্রলাপে ফেলিতেছে—অশুভ মুহূর্ত্ত আসিলেই প্রণাম করিতে করিতে, প্রার্থনা করিতে করিতে পুরুষকারের বল বাড়াও।

তমোভাবে আলস্য অনিচ্ছা আবরণ, আর রজোভাবে ঈশ্বর শূন্য ভাবনা বাক্য ও কর্ম্ম বা বুদ্ধির চাপল্য। ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে মনে রাখিও।

কাহারও সহিত কথা কহিতে গেলে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মনে মনে শ্রীভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস কর। করিয়াই প্রথমে মনে মনে প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা কর ঠাকুর কথা কহিতে যাইতেছি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে চালিত কর—নতুবা তোমায় ভুলিয়া যাইব। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া কথা কহা অভ্যাস কর। অভ্যাস কর নতুবা শুধু শুনায় লাভ নাই, বলাতেও লাভ নাই।

প্রতিদিন নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমেই আপনার হিত-চিন্তা কর। পুরুষার্থরূপী শ্রীভগবানের নিকট, প্রণাম করিতে করিতে শক্তি প্রার্থনা করিয়া গন্তব্য স্থানটি স্মরণ কর, কি উপায়ে তথায় যাওয়া যায়, তথায় স্থিতিলাভ করা যায়, সেই উপায় গুলি মনে মনে আলোচনা কর। উদ্দেশ্য ও উপায় চিন্তা করিয়া মনের

বলাধান করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। পুরুষকার কর। সম্বিৎ—স্পন্দ, মনঃ স্পন্দ ও ইন্দ্রিয়স্পন্দ ইহাই পুরুষকারের মূর্ত্তি। চিত্তে যখন যাহা কিছু আসিবে, চিত্ত যখন যাহা কিছু গ্রহণ করিতে চাহিবে তাহারই বিচার করিবে; করিয়া যাহা অনাত্মা তাহাই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে ইহাই পুরুষকারের প্রয়োগ। ইন্দ্রজাল যাহা, তাহার বিস্মৃতিই যে শুধু পুরুষকার তাহাই নহে, ইন্দ্রজাল মিথ্যা ইহা জানা চাই, অভ্যাস করা চাই। ইহাই সম্যক্ দর্শন। দৃশ্য প্রপঞ্চকে চৈতন্যরূপে দর্শন করাই সম্যক্ দর্শন।

অশুভ-পথে প্রধাবিত চিত্তকে শুভ-পথে লইয়া যাইতে হইবে ইহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

আজকাল কত নরনারীর সাগ্রহ প্রশ্ন—বলিতে পার "কোথায় শান্তি পাই"? শাস্ত্র উত্তর করেন ধনে শান্তি নাই, জনে শান্তি নাই, লোক বলে নাই, বাহুবলে নাই, যশে নাই, রূপে নাই—ক্ষণিক তৃপ্তি ভিন্ন সংসার জীবকে কিছুই দিতে পারে না, কিছুতেই জুড়াইতে দেয় না। ইহাই সংসারের ধর্ম্ম।

তবে কি জগতে শান্তি নাই? এমন কথা হইতে পারে না। ঐ যে প্রৌঢ়! সংসার কোলাহলে থাকিয়াও—শত শত বিরক্তির কারণ সত্ত্বেও—সমকালে বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া যাইতেছেন—বিপদে সম্পদে সমভাবেই লোকের সহিত ব্যবহার করিতেছেন, বালকের মত সরল প্রাণে হাসিতে পারিতেছেন—ইঁহাকে দেখিয়া তুমি কি বুঝিতে পার না ইনি শান্তি পাইয়াছেন?

কিরূপে শান্তি আইসে ? অশান্ত কে হয় অগ্রে তাহা লক্ষ্য কর। অশান্ত হয় মন। মনকে শান্ত কর, তুমি শান্তি পাইবে। ভগবান্ শঙ্কর বলেন "মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ"। কথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রবৃত্তির সুখ ক্ষণস্থায়ী, নিবৃত্তির আনন্দ চির স্থায়ী। কিন্তু নিবৃত্তিরও ক্রম আছে।

মন বিষয় লইয়াও স্পন্দিত হয়, ভগবান লইয়াও খেলা করে, আবার ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া নিস্পন্দ স্বভাবে স্থিতিলাভও করে।

বিষয় লইয়া যে মন স্পন্দিত হইতে ভালবাসে তাহাকে ধীরে ধীরে কিরূপে শুদ্ধ করিতে হয় তাহাই মনোনিবৃত্তির প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে মন ভগবান লইয়া সর্ব্বদা আনন্দ করে আর তৃতীয় স্তরে মনের স্বরূপ বিশ্রান্তি ঘটে।

মনোনিবৃত্তির প্রথম স্তরে নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের ভজন, তৃতীয় স্তরে ব্রাহ্মী-স্থিতি।

মনোনিবৃত্তি গ্রন্থে এই তিন বিষয়েরই আলোচনা আছে। সহজ কথায় বলিতে হইলে বলা যায় মনকে জয় করিতে হইলে, মনকে সুস্থ করিতে হইলে, মনকে শান্ত করিতে হইলে, যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ প্রার্থনা উপাসনা ভজন এবং যেরূপ বিচার আবশ্যক এই পুস্তকে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

ঠাকুর দেখা

ঘুরে ফিরে তোমায়, দেখিবারে আসি
এসে এসে যাই ফিরিয়া।
সেই এক ভাবে, সেই চেয়ে আছ
নাহি পাই হৃদে খুঁজিয়া॥
আকাশের পানে, চেয়ে চেয়ে থাকি
আকাশ যে দেখে দেখি না।
সাগরের সনে, কত কথা কই
সাগর যে শোনে বুঝি না॥
আমি যারে দেখি, দেখিতাম যদি
সে আমার পানে চেয়েচে।
আমি যারে ডাকি, বুঝিতাম যদি
সে আমারে পুনঃ ডেকেচে॥
তবে, তবে বল, হইত কেমন
কেমন দর্শন হইত।
তবে, তবে কিরে, হৃদয় লইয়া
আর ঘরে ফিরা যাইত॥
জগতের নাথ, দেখেচে আমারে
আমাকেও সে যে দেখে।
এ অধম জনে, ডাকিলে তাহারে
সেও যে এজনে ডাকে॥

হাহা প্রভু! তবে, দু'হাত তুলিয়া
এই অভাগিয়া জন।
নাচিত গাহিত, সবারে বলিত
দশনে করিয়া তৃণ ॥
যে যেথায় আছ, ওরে! পাপী তাপী
আর কারো নাহি ভয়।
এ হেন অধমে, ঠাকুর চেয়েছে
জয় জয় দয়াময় ॥
এ ভাবে যাহারা, শ্রীনাথে দেখেচে
তাদেরি ত দেখা হ'য়েচে।
এ ভাবে অভাগা, দেখিতে পারেনি
তাই—তাই সাধ রয়েচে ॥
আবার দেখিব চেয়ে চেয়ে রব
তার দেখা দেখিবারে।
রয়েচে বিশ্বাস, মিটিবে কি সাধ
অকিঞ্চন যাবে ত'রে?

(১৩১৭ চৈত্র)

আবাহন।

এস এস—যদি কেহ মর্ম্মপীড়িত থাক, যদি কেহ শোক তাপ পাইয়া থাক, যদি কেহ রোগ জর্জ্জরিত থাক, যদি কেহ বিয়োগী থাক, যদি কেহ সংসারক্লিষ্ট থাক, এস—যদি কেহ অনভিলষিত-কর্ম্ম উত্যক্ত থাক, যদি কেহ অনভিলষিত-সঙ্গ পরিশ্রান্ত থাক, এস এস—যদি কেহ নিরন্তর ভাবনা ব্যথিত থাক, এস এই দীর্ঘ সংসার-পথ—পরিশ্রান্ত আমরা সবাই একটু বিশ্রাম করি।

দেহের বিশ্রামকে বিশ্রাম বলে না, মনের বিশ্রামই যথার্থ বিশ্রাম। এস আমরা একটু মনের বিশ্রাম লাভ করি; মনকে বিশ্রাম পদে রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায় সে কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে হইয়া যায়।

শোন! কোথায় সেই বিশ্রান্তি! মনের বিশ্রান্তি আর কোথাও নাই সেই পরমপদ ভিন্ন। সেই—পরমপদ বড় শান্ত, বড় উদ্বেগশূন্য। সেখানে সংসারের জ্বালা নাই; সেখানে কাহারও জন্য ভাবিতে হয়না, সেখানে কেহ মর্ম্মব্যথা দিতে নাই, সেখানে কঠিন কথা নাই; সেখানে রুক্ষ দৃষ্টি নাই, সেখানে এক বলিলে আর এক বুঝা নাই।

সেখানে অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না, সেখানে প্রাণ চাপা দিয়া কথা কহিতে হয় না, সেখানে মনে ও কথায়

অমিল নাই, সেখানে ভিতরে কৌশল, বাহিরে হাসি নাই, সেখানে জুলুম নাই, পীড়ন নাই, সেখানে দোষযুক্ত দৃষ্টি নাই, সেখানে দুঃখদাহব্যাপ্ত দিঙ্মণ্ডল নাই; সেখানে ছলপূর্ণ লৌকিক কার্য্য নাই, সেখানে সব সরল, সব শান্ত, সব সুখময়, মনের বিশ্রাম স্থান একমাত্র সেই পরমপদ।

মন কিরূপে সেখানে যাইবে? কে ইহারে লইয়া যাইবে? সে ভাবনা করিও না। মন একটু সরল হইলেই, মন একটু ব্যাকুল হইলেই, সেখানকার লোকের আশ্বাস শুনিতে পায়। সেখানকার লোক বড় ভাল, তাঁহাদের বড় দয়ার শরীর।

এস এস একবার বিশ্বাস কর, সেখানে অনেক লোক আছে, সেখানে সবই পরম শান্ত অবস্থায় আছে, সেখানকার লোক তোমার সাহায্য করে, সেখানকার লোক তোমার মনকে উপদেশ করে, তোমার মনকে সেই পরমপদ দেখাইয়া দেয়, তুমি তোমার মনকে একটু খাটাইয়া লও, তুমি তোমার মনকে একটু প্রলুব্ধ কর; তাহাকে দেখিতে হইবে এই বাসনা জাগাও, দেখিবার জন্য তার কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া তার কথা ভাবিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে তারে ধ্যান করিতে হইবে; ধ্যান করিতে করিতে তবে তার দর্শন মিলিবে, একবার বিশ্বাস কর, সেখানকার মানুষ তোমায় সাহায্য করে, তুমি ভাল হও এই তাঁদের উল্লাস, ইহাতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই।

শুধু নিজের দুঃখের কথা কহিয়া লাভ নাই, শুধু অসুবিধার কথা ভাবিয়া কোন ফল নাই। প্রতিকার করিতে চেষ্টা

কর। ক্ষণকালের জন্য তুমি তোমার "যাহা তাহা" ভাবনা একবার সরাইয়া দাও, ক্ষণকালের জন্য তুমি তাহার দিকে একবার চাও, একবার বল আমি বড় ব্যথিত, একবার বল, আমি বড় জ্বালা পাইয়াছি, আমি বড় পোড়ায় পুড়িতেছি, আমি বড় দাগা পাইয়াছি, ক্ষণকালের জন্য বল, আমি ভাবনা ছাড়িতে চাই, মন এই বৃথা ভাবনা ছাড়িতে পারে না, আমার চিত্ত আমার কথা শুনে না, গ্রাম্য কুকুরের ন্যায় মন আমার ব্যাকুল হইয়া, নিতান্ত দীন ভাবে, কিসের সন্ধানে যেন দূর দূরান্তরে ছুটাছুটি করিতেছে। আমার চিত্ত কি শুনিয়া—কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বৃথা অভিমানে, আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলিয়া মরিতেছে, আমি এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম পাই না, বসিলে শান্তি নাই, শুইলে আরাম নাই, আমি বড় দুর্ব্বল, আমি বড় ভ্রান্ত, আমি কি করি কিছুই ঠিক নাই, আমি কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিনা। আমি কিছুতেই পুরাতন কথা ভুলিতে পারি না, আমি পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যাই—পুনঃ পুনঃ ভ্রমে পড়ি—পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাই—কি হইবে আমার? বল বল, তোমরা তাহার কথা জান, আমি বড় ব্যথিত, আমি বড় পরিতপ্ত, আমি বড় পরিশ্রান্ত, তোমরা তাঁহাকে দেখিতেছ—তোমরা তাঁহার পরমপদে শান্তিলাভ করিয়াছ—তোমরা জুড়াইয়া গিয়াছ—এস একবার আমাকে সাহায্য কর—এস একবার আমায় তোমাদের সেই শীতল শান্ত বস্তুর চরণতলে লইয়া চল—আমি বড় মলিন—আমি আপনি পারি না, আমার বল নাই—আমার বুদ্ধি নাই—এস আমায় একটু কৃপা কর, এস একবার আমার

কথা একটু তার কাছে বল, একবার আমায় সেস্থানে বিশ্রাম দাও। আমি স্বজনের জন্য, ভারতের জন্য, মানব জাতির জন্য, পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ নাহি, আমি সমস্তই পারি, আমায় পরম পদের সংবাদ বলিয়া দাও—একবারটি মাত্র দেখাইয়া দাও, একবার মাত্র বুঝাইয়া দাও আমি সেই পথে চলিতেছি, আমি সকল কর্ম্ম বড় উৎসাহে করিতে পারিব।

এস এস আমরা সবাই একবার বলি হে অগ্নি! হে সূর্য্য! তোমরা আমার কর্ম্ম ও জ্ঞানকে তোমাদের অন্তবর্ত্তী সেই পরম দেবতায় পৌঁছাইয়া দাও, তোমরা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই পরমপুরুষকে একবার দেখাও। হে জল! তুমি আমায় শুদ্ধ করিয়া দাও আমি একবার তাহাকে দেখি। দেখিয়া একবার বিশ্রান্তি লাভ করি। সে আমার আপনার, সে আমারই আত্মা তবু আমি তারে দেখিতে পাইনা। তোমরা তাহাকে দেখিতেছ, তোমরা তাহার বলে বলীয়ান্ হইয়াছ, তোমরা তাহার নিকটে থাকিয়া তাহার কথামত কার্য্য করিতেছ, তোমরা সর্ব্বদুঃখশূন্য—এস আমি বড় দুর্ব্বল, আমি যাইতে পারিনা, তোমরা আমায় তাহার কাছে লইয়া চল।

হে দেবতাগণ! হে ঋষিগণ! তোমরা তাহার প্রিয় নাম জান, তোমরা তাহার মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াছ।

তোমরা তাহার শীতল বাক্য শুনিয়াছ তোমরা আমার তাপিত শ্রবণে একবার তাহার কথা শুনাও, তোমরা আমার, অহার—অদর্শজনিত জ্বালাময় নয়নে একবার তাঁহার রূপ দেখাও,

তোমরা আমার দগ্ধ প্রাণে তাহার শীতল পদছায়া একবার আনিয়া দাও।

শুন ঋষিদিগের পরামর্শ কি? তাঁহারাও যে জীবের জন্য ভাবিয়া থাকেন। তুমি আশ্বস্থ হও, বিশ্বাস কর, তাঁহারা তোমায় সাহায্য করিবেন। ব্রহ্মা আছেন, বশিষ্ঠ আছেন, নারদ আছেন, ব্যাস আছেন, দেবাদিদেব আছেন, পার্ব্বতী আছেন, নারায়ণ আছেন, নারায়ণী আছেন, বাল্মীকি আছেন, শঙ্কর আছেন, তাঁহারা কোথাও যান নাই, তাঁহারা তোমার জন্য আছেন। ঐ শুন একজন আর এক জনকে বলিতেছেন—"হে সাধো! এক্ষণে তুমি জনগণের অনুগ্রহার্থ মহীপৃষ্ঠে গমন কর, হে পুত্র! তুমি মহাধীশক্তি-সম্পন্ন! তুমি তথায় গিয়া ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমে উপদেশ দাও। হে সাধো! তুমি আনন্দদায়ী জ্ঞান দ্বারা বিচারশীল বিরক্তচিত্ত মহাপ্রাজ্ঞগণকে উপদেশ দিবে।" পুত্র পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া বলিতেছেন "যাবৎ কাল অধিকারী জনগণ থাকিবে আমিও তাবৎকাল এই পৃথিবীতে থাকিব।"

হতাশ হইবার কথা নাই—আশ্বস্ত হও—বিশ্বাস রাখ—অগ্নি বায়ু সূর্য্য বরুণ বৃহস্পতি বিশ্বদেব—ইহাদিগকে প্রাণহীন-ভাবে সাহায্যার্থ ডাকিও না—জীবন্তভাবে ডাক—মানুষের কাছে দুঃখের কথা আর বলিও না—তাঁহার সহিত কথা কহিতে অভ্যাস কর, তাঁহার সহিত যাঁহারা আছেন তাহাদিগকে জানাও—তাঁহারা তোমার পথ দেখাইয়া দিবেন।

এসেছি দেখনা চাহিয়া।

প্রভাতের মেঘ বিচিত্র বরণ
হেতা হোতা গায়ে মাখিয়া।
বিচিত্র আকাশে বিচিত্র প্রকাশে
খণ্ডে খণ্ড যাই ভাসিয়া॥
পলকে ছাড়িনু অরুণ বসন
পুনঃ জ্যোতি গায়ে মাখিয়া
সুন্দর হইয়া আসিনু সাজিয়া
তোমায় দেখাব বলিয়া॥
পাখীর কূজনে ধীর পবনে
সুন্দর প্রভাতি গাহিয়া।
তুমি দেখিবে বলিয়া এসেছি সাজিয়া
উঠিয়া দেখনা চাহিয়া॥
ফুলে ফুলে খেলি মাখিয়া সৌরভ
বারে বারে আসি ছুঁইয়া।
তুমি বুঝিয়াও কেন, পারনা বুঝিতে
কেন যাও সব ভুলিয়া॥
চিরদিন তরে নিস্তার পেয়েছি
মরণ গিয়াছে ছুটিয়া।
স্থূল দেহে ইহা ছিল অসম্ভব
এবে তাতে থাকি মিশিয়া॥

এক দেহে ছিনু হয়েছি অনেক
আসিয়া দেখনা চাহিয়া।
সেই আমি আছি হয়েছি সুন্দর
মলিনতা সব ছাড়িয়া ॥
কেন বৃথা শোক ? তোমারি রয়েছি
সুন্দর সুন্দরে মিশিয়া।
যেখানে যা কিছু আছে মনোহর
(তুমি) আমারে হৃদয়ে ভরিয়া ॥
দেখিও চাহিয়া, দেখিবে আমারে,
যাই নাই কোল ছাড়িয়া।
তোমার আমার মোহের বাঁধন
এসেছি কেবল ছিঁড়িয়া ॥
অনন্ত জীবনে অনন্ত বাঁধনে
উভয়ে থাকিব মিলিয়া।
তোমার বৈরাগ আমার উচিত
তাই আসিয়াছি সাধিয়া ॥
(তুমি) সাধন জানিয়া আমারে স্মরিয়া
আসিতে পারিবে চলিয়া।
আর যেন তুমি শোক নাহি ছাড়
(আমি) আশায় রহিনু চাহিয়া ॥
(তুমি) দেবতার স্থানে সদাই যাইও
পুষ্প পত্র জল লইয়া।

দেখিও তথায় দেখিবে আমায়
পূজিব তোমায় লইয়া ॥
বল কি রহিল শোকের কারণ
শোক গেল সুখে মিলিয়া।
আমি সুখে আছি তুমি তাই ভেবে
এস ত্বরা করে চলিয়া ॥
সাধন ভজন সুবিধা এখন
দেখ ভাল করে বুঝিয়া।
এরি তরে আমি, ছাড়িয়া এসেছি
তুমি এস পূজা সারিয়া ॥

বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা ?

বুঝিলাম, নানা প্রকার ক্লেশ আসিয়াছে, বুঝিলাম, নানা প্রকার উৎপীড়ন হইতেছে। শত বাধা, শত প্রকারের বাধা কর্ত্তব্য পথে যাইতে দিতেছে না, নিয়ম কিছুতেই রাখিতে দিতেছে না, বড় হাহাকার পড়িয়াছে, ভিতরে বাহিরে হাহাকার। এই যে জল-প্লাবনে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, কত জীব অনাথের মত বিলাপ করিতেছে কোন আশ্রয় নাই, কোন আশা নাই, সম্মুখে মৃত্যুর করাল মুখ-ব্যাদান! এই যে বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ,

এই যে আজ কোটি কোটি মানুষের এক বেলার অন্ন ও জুটিতেছে না, এই যে মানুষ পশুর খাদ্য খাইতেছে, তাহাও জুটিতেছে না, শেষে আপনার স্ত্রী পুত্র আপন হস্তে বিনাশ করিয়া আপনার অতি প্রিয় প্রাণ আপনি বাহির করিতেছে—এই যে বৎসর বৎসর প্লেগ, ম্যালেরিয়া, মড়ক, এই যে বর্ষার বারিধারার মত, দুঃখধারা, বিপদ্-ধারা বর্ষিত হইতেছে, পেটের দায়ে, এক মুষ্টি অন্নের দায়ে, ইজ্জত, মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম মানুষ বিসর্জ্জন দিতেছে, এই যে আজ দুঃখপূর্ণ-জীবের শোচনীয় অবস্থা—এই অবস্থা, এই ভিতরের বাহিরের অবস্থা চিন্তা করিলে, এই ভিতরের বাহিরের হাহাকার দেখিলে কি মনে হয়? বলিব কি বড় উন্নত হইতেছি? চক্ষের উপরে দেখিতেছি সরল ব্যবহার কোথাও নাই, চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, সুখের ভাণ করিয়া দুঃখের উন্মত্ত ক্রীড়া সর্ব্বত্র, পুণ্যের ভাণ করিয়া পাপের উলঙ্গিত ব্যভিচার চারিদিকে, বলিব কি বড় সুখে আছি? দেখিতেছি সত্যের প্রলেপ দিয়া মিথ্যার দাম্ভিকতা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, দেখিতেছি পাণ্ডিত্যের আচ্ছাদন দিয়া মূর্খতার উৎকট চীৎকার চারিধারে—চারি দিকে ব্যভিচার! এক কথায় অজ্ঞানীর আত্মরক্ষার চেষ্টায় আজ আত্ম--বধ নাটকের অভিনয় জগৎ ভরিয়া দেখিতেছি—ভগবান্ দূর করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা ও জগৎ রক্ষা কর, ধর্ম্ম বাদ দিয়া উন্নতি কর এই শিক্ষা এই চেষ্টা! ইহা কি? বলিব না কি চারিদিকেই বড় বিপদ! এই যে সেদিন কাঙ্গাড়ায় লোকক্ষয় দেখিলাম, এই যে এখনও বরিশালের উৎপীড়ন দেখিতেছি, এই যে সেদিন শ্রীনগরে

সিন্ধুবক্ষস্থ পোতাবলীতে টুরনাডো, আর নগরে ভয়ানক অগ্নির ক্রীড়া—এই যে আজ দৈব ও মানুষের উৎপাত, মানুষকে বড়ই পীড়া দিতেছে—এ অবস্থায় মানুষ কি কেবল হাহাকারই করিবে? বিপদে হাহাকার আপনি আইসে সত্য—কিন্তু বিপদে চীৎকার করিয়া ফল কি যদি প্রতীকার চেষ্টা করা না যায়?

একটু আশা না পাইলে মানুষ ত বাঁচিতে পারে না। ঐ শুন কে আশা দিতেছে—কে বলিতেছে "বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা?" বড় আশা হয় যখন দুঃখের সময় কেহ বলিয়া দেয় "বাতুল! তুমি কি ভাব কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই—কেহ তোমার বিপদকালে রক্ষা করে না? কাজেও উপকার হয়, কথায়ও উপকার হয়। দৃঢ় ভাবনা-প্রসূত কথা বড় জীবন্ত—বড় উপকার করে।

"বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা?" বড় আশার কথা; ভগবান্ শঙ্কর শোকাতুর জীবকে নিয়ন্তার উপর বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন। এই উপদেশের মূলে ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত আশ্বাস-বাণী আছে।

ভগবান্ বলিতেছেন, আমি সকল জীবের হৃদয়ে আছি। যে আমায় যে কার্য্যে নিযুক্ত করে আমি তাহার সেই কার্য্য করিয়া দিই! জীব! দুঃখী জীব! তোমার আর ভয় কি? জীব, তুমি কি চাও—একবার ঠিক কর। ঠিক করিয়া ভগবানকে তোমার কার্য্যে প্রেরণ কর—তোমার কার্য্য তিনি করিয়া দিবেন—তোমার কার্য্য তোমার দ্বারাই তিনি করাইয়া লইবেন। তুমি প্রবলভাবে,

নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত সেই একটি বিষয়ই তাঁহার নিকট চাহিতে থাক।

"যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ" যে দিকে চিত্ত দৃঢ় করিবে, যাহা দৃঢ় ভাবনা করিবে, যাহা লাভ জন্য চিত্ত একাগ্র করিবে, তাহাই তোমার লাভ হইবে। তুমি যে ক্ষণে ক্ষণে আকাঙ্খার বস্তু পরিবর্ত্তন কর—এই মুহূর্ত্তে যাহা চাও পর মুহূর্ত্তে তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কিছু চাহিয়া ফেল। তোমার চাহিবার বস্তু যে বহু। তোমার প্রার্থনার বস্তু না পাইতে পাইতেই যে অন্য একটা চাহিয়া বসিতেছ? ভগবানের দোষ কি? তিনি কোন্‌টা তোমায় দিবেন? তোমার যে মতির স্থিরতা নাই। একটাই চাহিতে থাক, যতদিন না পাও—আর নূতন কিছু বাসনা করিও না, দেখ দেখি—তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করেন কিনা? "এক সাধে সব সাধে সব্‌ সাধে সব্‌ যায়" একটা সাধনা কর, একটার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, ঐ যে একটা আকাঙ্খা তুলিয়া দুই দিন তুমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলে না, একটা কার্য্যে নামিয়া দুই দিনেই তাহা ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে নাচিলে, কার্য্যের প্রথমে যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, দুই দিনেই তোমার প্রতিজ্ঞা গেল, তুমি মুখে বলিলে "ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ" সজ্জনদিগের বাক্য কখন স্খলিত হয় না। তুমি কোন্‌ সজ্জন যে এক বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার অন্য লোভ দেখিয়া ছুটিয়া যাও? ছি ছি! যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় ভাবনা কর, তখনই জানিও তুমি হৃদয়স্থিত ভগবান্‌কে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ; সেই কার্য্য সিদ্ধি না

হওয়া পর্য্যন্ত নিরন্তর ঐ কার্য্যই ভাবনা কর, ভগবান্‌কে যে কার্য্যে প্রেরণা করিয়াছ তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে, অপেক্ষা করিতে শিক্ষা কর—সহ্য করিতে শিক্ষা কর, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাই দৃঢ় ভাবনা কর, দেখিবে ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবেন। জগতের ইতিহাস দেখ, যে মনুষ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যে মনুষ্য একটি বিষয় না সফল হওয়া পর্য্যন্ত অন্য বিষয় চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব ভাবনা শ্লথ করে না, সেই ব্যক্তি মহাত্মা। কি সাংসারিক, কি আধ্যাত্মিক, যে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে, যে বিষয়ে চিত্ত একাগ্র করিবে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহা তোমার না হয়, ততদিন তুমি দৃঢ় ভাবনাই করিতে থাক; পাইবেই। এ সাধনাত সহজ, শুধু দৃঢ় ভাবনা বৈ ত নয়—এক ভাবনায় ভার কি? শুন, জ্ঞানময়ী পরম দেবতা কি বলিতেছেন।

জ্ঞপ্তিরন্তর্গতা সংবিদেতাং মাং যো যদা যথা।
প্রেরয়ত্যাশু তং তস্য তদা সম্পাদয়াম্যহম্॥
যো যথা প্রেরয়তি মাং তস্য তিষ্ঠামি তৎফলা।
নঃস্বভাবোঽন্যতাং ধত্তে বহ্নেরৌষ্ণ্যমিবৈষ মে॥

আমি সকল প্রাণীর অন্তর্গত সংবিদরূপা। যখন যে আমাকে যেরূপে কর্ম্মে প্রেরণ করে আমি তখন তাহার সেই কার্য্য সম্পাদন করি—তাহাকে আকাঙ্খিত ফল প্রদান করি। এই আমার স্বভাব। বহ্নির যেমন উষ্ণতা স্বভাব, এই স্বভাবের যেমন পরিবর্ত্তন হয় না আমার স্বভাবেরও অন্যথা হয় না।

হায়! অবিশ্বাসী জীব—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের কথাতেও বিশ্বাস স্থাপন কর না? না করিয়া থাক, ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিজের প্রার্থনার বস্তুটি ঠিক করিয়া লইয়া তাহাই ভগবানের নিকট চাও—প্রতিদিন সেইটিই চাহিতে থাক—অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই—অন্য কিছু দিলেও আমি গ্রহণ করি না—এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আকাঙ্খিত বস্তু জন্য দৃঢ় ভাবনা কর, নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মূলেই সেই বস্তু জন্য একটা দৃঢ় ভাবনা আছেই।

ইহাতেও বিশ্বাস না কর শুন সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় ভগবান্ কি বলিতেছেন আমাকে যে যে প্রকারে যে বস্তুর জন্য ভজনা করে আমি তাহাকে তাই দিয়াই ভজনা করি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এ উক্তি জান স্বীকার করি। "ও! গীতার এই কথা? ইহাত জানিই"—ইহা বলিয়া উড়াইয়া দিও না—জানিলেও আবার চিন্তা কর—ভাল করিয়া মনন কর, দেখিবে—যোগবাশিষ্ঠের যে কথা, গীতারও সেই কথা। উভয় পুস্তকেই ভগবান্ বলিতেছেন যে আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করে, আমি তাহার সেই কার্য্যই করিয়া দিই! বল ইহা অপেক্ষা আর কি চাও! যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, তিনিই তোমার হৃদয়ে। তিনিই তোমার হৃদয়ে থাকিয়া বলিতেছেন—আমি তোমার আছি—তুমি যাহা চাও আমার কাছে চাও, তোমার কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত কর; আমি করিয়া দিতেছি। তোমার যদি দুষ্কৃত থাকে তবে ফল দানে

আমার বিলম্ব হইবে। কিন্তু তুমি হতাশ হইও না, অন্য আশায় লুব্ধ হইওনা, যাহা চাহিয়াছ তাহা লইয়াই থাক, যত দিন না পাও ততদিন অপর বাসনা তুলিও না—ততদিন ঐ একটি বিষয়ই ধরিয়া থাক—দৃঢ় ভাবনা কর নিশ্চয়ই আমি দিব, আমি কখনই আমার স্বভাব অতিক্রম করি না।

কখন কি ভাবিয়াছ ভগবানের কাছে কি চাহিবে? ভগবান্ যদি এই মুহূর্ত্তে তোমার সম্মুখে আগমন করিয়া তোমায় কিছু দিতে চাহেন, বল দেখি কি চাহিবে? দেখ দেখি কত শত শত বাসনায় তোমার হৃদয় দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছ—"ছাড় অন্য অভিলাষ" একটি বস্তুই তাঁহাকে চাও—চাহিবার বস্তু তোমার কি তাহা বেশ করিয়া নিশ্চয় করিয়া লও—একটিই চাও, পাইবেই।

ঋষিরা তাঁহার শক্তির ধ্যান করিতেন—ধ্যান করিয়া তাঁহার স্বভাবটি ধারণা করিতেন। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার দিকে প্রেরণ করেন। তাঁহার দিকে ধীশক্তি প্রেরিত হউক তবেই জনন মরণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় "চিত্ত নাম নদী উভয়তো বাহিনী—বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ" চিত্ত নামক নদী উভয় পথেই প্রবাহিত হয়। কল্যাণপথেও প্রবাহিত হয়, পাপপথেও প্রধাবিত হয়, চিত্তকে বিষয়পথে প্রবাহিত করাই পাপ—আর নিত্য আনন্দস্বরূপ ভগবৎপথে প্রেরণ করাই পুণ্য। অধিক বলার প্রয়োজন কি? হৃদয়গুহাশায়ী ভগবানকে তোমার ইষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত কর—যাহা ধরিয়াছ কিছুতেই ছাড়িও না। মৃত্যুকেও ভয় করিও না। হয় নিজের উদ্দেশ্য সাধন কর, নতুবা

শরীর পাত কর ক্ষতি কি? আত্মা অমর, তোমার মৃত্যু নাই—সৎকর্ম্মের জন্য প্রাণপণ করিলে—কিন্তু তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি অধিক আছে সেই জন্য এই জীবনে কর্ম্ম সফল হইল না তাহাতেই বা ভয় কি? তুমি ত অমর, আবার জন্মিয়া শত গুণ উৎসাহে ঐ কর্ম্মে ভগবান্‌কে নিয়োগ করিবে। তোমার দুষ্কৃতি খণ্ডন পর্য্যন্ত তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে। তারপর তোমার আর মৃত্যু হইবে না। যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই তোমার কাছে নিত্য হইয়া নিরন্তর থাকিবে, নিত্য আনন্দ তোমায় প্রদান করিবে। প্রার্থনার বস্তু সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তি—পরমানন্দপ্রাপ্তি—নিত্য ভগবানের নিকটে অবস্থিতি—নিত্য তাঁহার কার্য্যে লাগিয়া থাকা। যখন যখন তিনি তাঁহার জগৎ লইয়া খেলা করিবেন—তখন তুমিও তাঁহার সহিত খেলা করিবে—কখন আর তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিবে না। তোমার সকল সাধ তাঁহাকে লইয়াই পূর্ণ হইবে। তাই বলি দৃঢ় ভাবনা কর—যাহার জন্য দৃঢ় ভাবনা করিবে—যে কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবে তিনি তাহাই তোমার জন্য করিয়া দিবেন। ঐ শুন পাপিয়া পিউ পিউ করিয়া ডাকিয়া গেল। "পাপিয়া যেঁও পিউ পিউ করে, কর্‌রে মিলেঙ্গি রাম।"

১৩১৩

মানব।

(১)

"এই যে অনন্তাকীর্ণ আকাশ মণ্ডল
এই যে অনন্তাকীর্ণ বিটপী শ্যামল
এই যে ব্রহ্মাণ্ডবেষ্টি জলধির জল
ক্ষুদ্র কি অনন্ত মাঝে মানব(ই) কেবল ?

(২)

এমনই কি অনিপুণ সেই বিশ্বদেব ?
অসীমের বোধ হেতু সসীমে সৃজন ?
অনন্তের মাঝে ভাসে সঙ্কীর্ণ মানব,
খরতর স্রোতে পড়ি' তৃণখণ্ড সম ?

(৩)

জীব আত্মা অতি ক্ষুদ্র, মনে নাহি ধরে ;
সন্দেহ-প্লাবিত হৃদি—তৃপ্ত নাহি হয়"—
নির্জ্জনে, সন্দেহ যুবা বিমোচন তরে
কবির বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হয়—

(৪)

যতদূর চলে দৃষ্টি বিশাল প্রান্তর
মানবের তুচ্ছ—তবু অবস্থিতি করে,
একটি অশ্বত্থ শুধু দেখিছে প্রান্তরে
যোগী যথা, স্থির নেত্রে, হেরে আপনারে

(৫)

জগৎ-প্রদীপ এবে হয় অস্তমিত
লুক্কায়িত স্থান হ'তে দেখিল আঁধার,
ধীরে ধীরে নিজ দেহ করিয়া বর্দ্ধিত
আক্রমিল ধরা এবে, হইয়া সত্বর।

(৬)

আহ্লাদে কোটর ত্যজি' পেচক ডাকিল,
ক্ষীণ-চক্ষু বিহঙ্গম উড়িল বিমানে,
সুদূরে শৃগালকুল একত্রে ঘোষিল
প্রথম প্রহর নিশা, গ্রামবাসী জনে।

(৭)

ক্রমে ধীরে কোলাহল হ'ল মন্দীভূত
গভীর নিস্তব্ধে ধরা হয় নিমজ্জিত,
নির্ব্বাকে দাঁড়া'য়ে যুবা হইয়া স্তম্ভিত
না বুঝিল কেন তার চিত্ত প্রশমিত॥

(৮)

সংরুদ্ধ আবেগ, যুবা পাষাণ মূরতি,
নিশ্চল প্রকৃতি সনে নিস্তব্ধ প্রান্তরে
ধীরে আসি' পরশিল সোহাগে প্রকৃতি।
মিটিল সন্দেহ, যুবা হাসিল অন্তরে।

(৯)

প্রকৃতি ফুটা'ল হৃদি—দেখিল যুবক,
দেখিল আছয়ে যেই হৃদয় ভরিয়া,
সেই আছে বিশ্বরূপে জগতে ছাইয়া ;
বাহিরে যা' দেখা যায় ভিতরে সকল।

(১০)

পিতৃ-আত্মা পুত্ররূপে জনমে যেমন
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিরূপে হইল তেমন,
মূঢ়-বুদ্ধি, ভিন্ন দেখে—ভিন্ন, কিছু নয় ;
নাম রূপে, ভিন্ন—কিন্তু স্বরূপে, তা' নয়

শোকের সময়।

তুমি "মা" এরূপ ভাবে আর আত্মহত্যা করিওনা। কদিন না খাইয়া আর থাকিবে বল ?

"বাবা" আমি যে আর খেতে পারিনা। জানি আত্মহত্যা পাপ। কিন্তু কিছু মুখে তুলিতে গেলেই মনে হয় "বাছারা" আমার চ'খের সামনে না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতবার যে বলিল "মা" ক্ষুধায় প্রাণ যায়—হায়! আমি যে কোথাও কিছু

পাইলাম না! সেই চড়ার মধ্যে শুধু কাদা মাখা জল! হায়! বাছারা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কতবার তাহাই খাইল! "বাবা" সে কথা স্মরণ করিলে আমি যে আর প্রাণ ধরিতে পারিনা! সমস্ত রাত্রি চরের মধ্যে জল ও ঝড় ভোগ করিয়া প্রভাতে যখন দূরে একখানা ষ্টীমার দেখিলাম হায়! তখন কত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সারেঙ্গকে ডাকিতে লাগিলাম। কত অর্থ দিতে চাহিলাম! কত ইঙ্গিত করিলাম! আপনার আদ্র বস্ত্র সঞ্চালনে কতই ডাকিলাম। হায়! নিষ্ঠুর সারেঙ্গ আমার কথা শুনিলনা। পূর্ব্ব রাত্রে ঝড়ের সময় আমাদের নৌকা যখন চড়ায় লাগে আর ঝড় যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন আমি আমার আট বৎসরের একটি শিশু ও দুই বৎসরের একটি শিশু এবং আমার স্বামী আমরা চরে নামিলাম। ডাকাত মাঝিগণ আমাদের অলঙ্কার বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া সেই ঝড়ের সময় আমাদিগকে আশ্রয় শূন্য করিয়া পলাইল। হায়! মানুষ কতই নিষ্ঠুর! অর্থ লালসা কি জীবকে এতই জঘন্য করে?

"বাবা" আমরা পূজার সময় বাড়ী যাইতেছিলাম। কত কি সঙ্গে লইয়া ছিলাম কিন্তু মা দুর্গা! আমার একি করিলেন? আহা! আমার ত কিছুরই অভাব ছিলনা। আমার শিশু সন্তান দুটি না খাইতে পাইয়া প্রাণ হারাইল। আমি যে কিছু মুখে তুলিতে গেলে তাহাদের যাতনাক্লিষ্ট মুখ, তাহাদের কাতর বাক্য, তাহাদের শত বৃশ্চিকদংশনের যাতনা স্মরণ করিয়া অস্থির হই। আমি যে সর্ব্বদা সেই মুখ চক্ষে চক্ষে দেখিতেছি।

বাবা! কেন তাহারা আমায় ছাড়িয়া গেল? যখন তাহারা খেলা করিতে যাইত আমি পথপানে চাহিয়া থাকিতাম; তাহাদের পায়ের শব্দ কখন শুনিতে পাইব—তাহার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম! কাহারও ছেলের শব্দ শুনিলে চমকিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিতাম তাহারা আসিল কিনা! হায়! আপনি বলুন আমি কি করিয়া শান্ত হই, কি করিয়া প্রাণ ধারণ করি, কেমন করিয়া আহার করি!

মা! তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য। এই শোক যাইবার নহে। তথাপি তোমায় শান্ত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। শাস্ত্র এখানে আমাদের সহায়। আমি তোমার জন্য মা! কেন যে এত কাতর হইয়াছি বলিতে পারি না। আমার মনে হইতেছে আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার বক্ষের প্রস্তরখানা সরাইয়া দিই। আমার চক্ষের জলে তোমার দুঃখ ধুইয়া দিই। আমার মনে হয় তোমার জন্য আমি ভগবানের কাছে কাঁদি—কাঁদিয়া বলি ঠাকুর! দুঃখ দূর কর। ঠাকুর! দুঃখিতকে শান্ত করিয়া দাও। মনে হয় তোমার জন্য একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিলে আমার ভগবানের যে পূজা হইবে বুঝি পুষ্প-চন্দনের পূজা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারিবে না। শোন মা। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ কর।

তোমার পুত্র দুটি দেহত্যাগ করিয়া প্রেতত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি তাহাদের জন্য চক্ষের জল যাহা ফেলিবে—সেই লবণাক্ত অশ্রুবারি তাহাদিগকে পান করিতে হইবে। ইহা তাহাদের

যাতনা আরও বাড়াইবে। মা! এই শাস্ত্রবাক্য মনে করিয়া তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর।

আর একটি কথা বলি। মা! তোমরা সংসার করিতেছ কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ত সংসার কর না। আজ তুমি যে পুত্ররত্ন হারা হইয়া প্রাণধারণ করিতে চাহিতেছে না—তোমার মত কত জননী আজ এইরূপ বিলাপ করিতেছে। এ ব্যাপার ত আজকাল নিত্য-ক্রিয়া। এ সমস্ত যে হইতেছে এ কেবল তোমাদের নিজ অদৃষ্টদোষে। তোমাদের ধর্ম্মভাব আছে। কিন্তু পুরুষেরা আজ যেন ঈশ্বর ছাড়িয়া নিজের অহং লইয়াই সংসার করে. তোমাদিগকে ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর করা যে কর্ত্তব্য—তোমাদিগকে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে শিক্ষা দেওয়া যে স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য, আজ তোমাদের ভাগ্যদোষে তোমাদের স্বামিগণ একথা ভুলিয়াছেন। তাই আজ ঘরে ঘরে পাপ ভীষণ-মূর্ত্তি ধরিয়া জীব সংহার করিতেছে। মা! তোমার নিজের বা স্বামীর বা পুত্রের আহারের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত কর কিন্তু জান না—যে আপন উদর সেবার জন্য আহার প্রস্তুত করে করিয়া আহার করে. সে পাপ ভোজন করে। "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ—ভগবানকে নিবেদন না করিয়া যাহা আহার করা যায় তাহাই পাপ। যে এরূপ আহার করে, "স্তেন এব সঃ"—সে ভগবানের রাজ্যে চোর। যাহারা নিজের ইন্দ্রিয়—আরামের জন্য বস্তু সংগ্রহ করে তাহারাও পাপ আয়ু, তাহাদের জীবন বৃথা। হায়! ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া তোমরা তোমাদের

সন্তানসন্ততি রক্ষা করিবে ইহা কি হয় মা আজ? তুমি যে প্রাণে সারেঙ্গকে ডাকিতেছিলে সেই প্রাণে যদি মধুসূদনকে ডাকিতে তবে নিশ্চয়ই তিনি ঐ চরের মধ্যে তোমার সন্তানের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন। মা—এ অবিশ্বাস তোমার কেন আসিয়াছে? তিনি ভিন্ন জীবের যে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। হায়! অবিশ্বাসী জীব! ভগবানকে বিশ্বাস করিতে পার না—অথচ সুখের আশা কর? কি ভ্রম তোমার? ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। মরুভূমিতেও তিনি খাদ্য যোগাইয়াছেন এখনও যোগাইতেছেন। অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটী ক্ষুদ্র পক্ষীর গমন পথ দেখাইয়া দিতেছেন। মা! তোমরাই এখনও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ; আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় নিয়ম করিয়া তাঁহাকে ডাক। তাঁহার নাম না লইয়া কোন কার্য্য করিও না। তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া কোন খাদ্য আর সন্তানদিগকে আহার করিতে দিও না। পুত্র কন্যাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ কর। আপনি আচরণ করিয়া বালক বালিকাকে ঈশ্বর-পরায়ণ কর। এই তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইতে প্রাণপণ কর। সহধর্ম্মিণী হও। স্বামীর নিকট শত তিরস্কার পাইয়াও যাহাতে স্বামী জপপূজা করেন, নিত্য করেন সেজন্য প্রাণপণ কর—নতুবা তোমার সংসারের কল্যাণ কখন হইবে না। আপনি ধর্ম্মাচরণ কর, পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দাও—স্বামীকে করাইবার জন্য যোড়হাতে নিত্যপ্রার্থনা কর—এ ভিন্ন ভারতের

কল্যাণ আর কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাই ভারতের ভারতত্ব।

শোন নাই কি, যেকালে মানুষ সকল কর্ম্মে ভগবানকে স্মরণ করিত তখন স্ত্রীলোক বৈধব্য-যাতনা পাইত না। পিতা মাতা পুত্র কন্যার অকাল-মৃত্যুতে ব্যথিত হইত না। তুমি মা! যদি আজ ঐ ভয়ানক চরে, ঐ দুঃসময়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে তবে কি আজ তোমার পুত্ররত্ন হারাইতে হয়? যাহা হইয়াছে তাহাত আর ফিরাইতে পারিবে না। তবে আজ হইতে তাঁহার শরণাপন্ন আবার হও। সর্ব্বদা তাঁহার নাম জপ করিতে করিতে সংসার কর। একান্তে তাঁহার নিকট নিজের দুঃখের কথা বল। শাস্ত্র বলেন যদি তুমি সর্ব্বদা এইরূপ অনুষ্ঠান কর তবে ঐ পুত্র আবার পাইবে। শ্রুতি বলেন যাঁহারা শাস্ত্রমত ভজনা করিতে পারেন— তাঁহাদের ইহলোকে যাহা কিছু নষ্ট হয়, পুত্রাদি যে কোন প্রিয়-জনের বিয়োগ হয়—মৃত্যুর পরে তাঁহারা সেই সমুদায় প্রাপ্ত হয়েন। গুরু নিকটে মন্ত্রগ্রহণ কর। গুরুবিচার করিও না। প্রথম গুরু কুল-গুরু, দ্বিতীয় গুরু মন্ত্র, তৃতীয় গুরু ইষ্ট-দেবতা। যাহা আয়ত্বে আছে তাহার সাধনায় প্রাণপণ কর—মন্ত্রকে নামকে গুরু করিয়া ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বদা ডাক।

যাহা চাও তাহা পাইবেই। গুরুর নিকটে ভ্রম জানিয়া লইয়া, সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য তপস্যা কর। তপস্যাই ভারতের বিশেষত্ব। এই তপস্যা হারাইয়া অন্য যেদিকে চেষ্টা করিবে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। আমার যতটুকু সামর্থ্য—

আমি তোমাদের জন্য ভগবানের কাছে কাঁদিব আর বলিব ঠাকুর বড় হাহাকার চারিধারে দেখিতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে আর রক্ষা করিবার কেহ নাই। প্রভু! আমাদের বহু দোষ হইয়া গিয়াছে—তুমি আমাদের ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া তোমার চরণ তলে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। আমরা তোমাকে ডাকিতে যাহা চেষ্টা করিব তুমি প্রভু! আজ আমাদের মত দুঃখী-জনকে শক্তি দিয়া তোমার ডাকা সার্থক করিয়া দাও। জীবের দুঃখ স্মরণ করাও সাধনার অঙ্গ। আমারা যত লোকের দুঃখ দেখিয়াছি—যত হাহাকার কল্পনায় আনিতে পারি, তাহা স্মরণ করিয়া যদি একবিন্দু অশ্রু, তাঁহার দিকে চাহিয়া ফেলিতে পারি, তবে আমাদের সেই অশ্রুবিন্দু আমাদিগকে শ্রীভগবানের নিকটে লইয়া যায়।

এস এস না! মূর্খতা ত্যাগ করিয়া, অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সকলে মিলিয়া আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই এস। বিশ্বাস রাখ তিনি আমাদিগকে কৃপা করিবেন। তিনিই বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি।"

১৩১৬ পৌষ, মাঘ।

ডাকা।

যদি জানিতাম মনে নারায়ণে,
কভু কি তাঁরে ভুলিতাম।
ভুলিয়া তাঁহারে, এই হাহাকারে,
কভু কি তবে মজিতাম !।
সর্ব্বকালে সখা, না দিলেও দেখা,
ফের পাছে পাছে বুঝা যায়।
সে যাহা করুক, ডুবিয়া মরুক,
ডাকিলেই সদা ডাকা যায় ॥
মহাপাপী-জনে, ডাকিবে কেমনে,
এটা মাত্র মনের ছলনা।
মরি ত মরিব, তবু ডেকে যাব,
এই জোর ক'রে দেখ না ॥
জোরে জোর পাবে, ক'রে দেখ সবে,
সত্য সত্য আছে ঘোষণা।
বন্ধন যে করে, জোরে ধর তারে,
সেই খুলে দেবে দেখ না ॥
উপরে চন্দ্রমা, নীচে জলাশয়,
জল নাচে, ছায়া নাচিছে।
প্রণবের ছায়া, বীজেতে ভাসিয়া,
নামরূপে জেগে উঠিছে ॥

জল শুকাইল, ছায়া মিশে গেল,
প্রতিবিম্ব বিম্বে কল্পনা।
জপিতে জপিতে, মন ম'রে গেলে,
কি হয় করিয়া দেখ না॥
নাম নামী ভাই, কিছু ভেদ নাই
ডাকিলেই ডাকা আসিবে।
উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে,
ডাক সদা, প্রেম জাগিবে॥

প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে।

বিজলী—ক্ষণকালের জন্য আকাশে চমকাইয়া আকাশেই মিলাইয়া গেল, বড় জমকাল বাদলা বাতাসে উড়িয়া গেল। দিক ফরসা হইল আর কেন? এখন উৎসবে যোগ দাও।

কিন্তু এ কিসের উৎসব? যে উৎসবে কেনা বেচা হয়—একটু বিশেষ পরিশ্রম করিলে স্ত্রী পুত্রের জন্য অর্থ হয়—মনিবের কাছে প্রতিপত্তি হয়, সংসারীর কাছে বাহবা হয় এ সে উৎসব নহে। যে উৎসবে বহু লোক জুটে, যে উৎসবে দোকান পাট বসে, যে উৎসবে পসার পাতিয়া বসিতে হয়, এ সে উৎসব নহে।

এ উৎসব একটি একটি মানুষের জন্য। এ উৎসব একটি বারের জন্য। সকলেরই ইহা হইবে। প্রথম হইতেই যদি ইহার জন্য প্রস্তুত না হও—যদি প্রতিদিন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে অভ্যাস না কর তবে তোমায় বড় কাঁদিতে হইবে—তুমি বড় সাজা পাইয়া যাইবে, তুমি বড় সাজা দিয়া যাইবে।

ঐ শোন কি সকরুণ বিলাপধ্বনি। ঐ শোন কি হৃদয়-বিদারক কাতরোক্তি! সম্প্রতি ঐ গৃহস্থের বাটীতে উপর্য্যুপরি দুইটি শোক পড়িল।

কন্যার নাম যশোমতি, পুত্রের নাম সনৎকুমার। বড় আকস্মিক এই ঘটনা। গৃহস্থ প্রস্তুত ছিল না। গৃহস্থ সহ্য করিতে পারিতেছে না। কত লোকের ইহা হইতেছে, এ যেন নিত্যক্রিয়া। তবুও কোন মানুষ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হয় না? কখন এই প্রাণ-প্রয়াণ ব্যাপার ঘটিবে তাহার ত কিছুই নিশ্চয়তা নাই।

কত লোকের পুত্র কন্যা এইরূপ মেধাবী, এইরূপ সুবর্ণ প্রতিমা।

রঙ্গমঞ্চে বালক নয় বৎসর সাত মাস অভিনয় করিল, বালিকার ১৬ বৎসর ধরিয়া অভিনয়; অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে ইহারা অপসারিত হইল। তুমি আমিও কখন যাইব স্থিরতা নাই।

বালকের অভিনয় বড় সুন্দর। অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্র। পতিতপাবনী মা জাহ্নবী এখানে উত্তরবাহিনী। দেবাদিদেব মহাদেব এখানে সর্ব্বদা বিহার করেন তাই ইহা শ্মশান।

দক্ষিণে অসী উত্তরে বরুণা—এই দুই নদী পশ্চিম দিক হইতে কাশীপ্রান্তবিহারিণী ত্রিলোকতারিণীর সহিত মিলিয়াছে। দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান, উত্তরে মণিকর্ণিকা শ্মশান। যখন রাত্রি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়—একা গঙ্গাতীরে কোন একস্থানে উপবেশন কর। ৺কাশীর অন্য কিছুই লক্ষ্য হয় না, মা গঙ্গা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলেন। কেবল দক্ষিণে বামে হৃদয়ের দুই পার্শ্বে মার আমার দুই শ্মশান-বহ্নি জ্বালামালা বিস্তার করিয়া তাপিত জীবকে রোগ-শোক জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া গঙ্গাজলে সমর্পণ করেন। দীর্ঘসংসার পথে পরিশ্রান্ত পথিক পাপরাশিমুক্ত হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবান্ মানব ৺কাশীতে শিবত্ব লাভ করেন, আর ৺কাশীর পাপী পিশাচ হয়, বিষ্ঠা মূত্রের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া বহুদুষ্কৃতি ভোগ করিয়া—বহু দাগা পাইয়া ৺কাশীপ্রাপ্ত হয়।

আমরা বালক বালিকার অভিনয়ের কথা এক্ষেত্রে বলিতে পারিলাম না, প্রাণপ্রয়াণের কথাও বলিলাম না; আমরা প্রাণপ্রয়াণ যে উৎসব তাহাই বলিব।

প্রাণপ্রয়াণ আবার উৎসব কি? মরায় কি উৎসব আছে? আছে বৈ কি! যিনি মরিতে জানেন প্রাণপ্রয়াণোৎসব তাঁহার কাছে ভারি উৎসব—আর যিনি মরিতে জানেন না তাঁহারও কর্ত্তব্য মরিতে জানিয়া—উৎসব বুঝিয়া প্রাণপ্রয়াণ ব্যাপার সম্পাদন করা।

জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া মনেরমত নূতন বস্ত্র যিনি প্রাপ্ত

হয়েন তাঁহার উৎসব হয় বৈ কি? যে ব্যক্তি দরিদ্র, এই শতগ্রন্থি জর্জ্জর দেহ বস্ত্রও ছাড়িতে যে পারে না—বলপূর্ব্বক ইহা যে জনকে ত্যাগ করাইতে হয়, প্রহারপূর্ব্বক যাহা হইতে এই বস্ত্র ছাড়াইয়া লওয়া হয় তাহার ক্লেশ অব্যর্থ। প্রাণ যখন উৎক্রমণ করিতে থাকে তখন মুমূর্ষুর ক্লেশ নিতান্ত ভীষণ। প্রাণে কত যাতনা হয় মুখে বলিতে পারে না, জিহ্বা রসশূন্য হইয়া বিকৃতভাবে আড়ষ্ট হইয়া যায়, কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না—সকল যাতনা বুঝিতে পারে, হস্তাদি সঞ্চালন করিতে পারে না—কিছুই বলিয়াও জানাইতে পারে না, যাতনায় অস্থির হইয়া মস্তক ঠিক রাখিতে পারে না—শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ। যখন কথা আইসে তখন বলে আমাকে ঐ গৃহে লইয়া যাও—কখন বহু প্রকার প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করে, হরি হরি এ দৃশ্য ত দেখা যায় না! হায়! তথাপি মানব শেষের যাতনা চিন্তা করিয়া সংসার হইতে—জরা মরণ হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না।

পাপীর প্রাণ-উৎক্রমণের শেষ সময়ে যাহা হয় পুণ্যবানেরও তাহাই হয়। সকল মনুষ্যেরই শেষ সময়ে একটা ভাবনাময় দেহ প্রস্তুত হয়। যাঁহারা সাধক—যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আছে তাঁহারা, শেষ মুহূর্ত্তে যখন শতজন্মের কর্ম্ম, ভাবনায় উদয় হয়—যখন জ্ঞানস্বরূপ আত্মা শেষ মুহূর্ত্তে একবার আলোক প্রদান করেন তখন পুণ্যবান্ পূর্ব্বভাবনাবশতঃ সম্মুখে হাস্যময়ী বরাভয়প্রদায়িনী আত্মহৃদয়বাসিনীকে দেখিতে পান—হাসিতে

হাসিতে তিনি শতজন্মের অন্য সমস্তই উপেক্ষা করিয়া যাহাকে পাইবার জন্য দৃঢ় ভাবনা রূপ সাধনা করিয়াছিলেন তাহারই ক্রোড়ে গমন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহার এই দৃঢ় ভাবনা করা ছিল ইহজন্মে তিনি কিছু না করিলেও ভোগক্ষয়মাত্র করিয়া সুখের ইষ্ট মূর্ত্তির নিকটে গমন করেন। ইঁহাদের প্রাণউৎক্রমণ উপরের ব্রহ্মরন্ধ্র, চক্ষু কর্ণ নাসিকা বা মুখ—পুণ্যের তারতম্য অনুসারে এই সপ্তদ্বারের কোন এক দ্বার দিয়া হয়। শেষ মুহূর্ত্তে যে আত্মসূর্য্য প্রকাশিত হয় তাহার আলোকে সাধু জীব ঊর্দ্ধপথে গমন করেন।

কিন্তু পাপীর গতি অধোদ্বার দিয়া হয়। নির্ব্বাণকালে দীপশিখার মত যখন শেষ আলোক জ্বলিয়া উঠে পাপী তখন বড় আকুলিত হইয়া একবার চারিদিকে, অবলোকন করে—নিজের শতজন্মের দুষ্কৃতি সমূহ মূর্ত্তি ধরিয়া, বিকট আকারে ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান—উপরে যাইবার পথ না পাইয়া পাপী জীব, তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিঃশব্দে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, চোরের মত নিম্নপথ দিয়া বাহির হয়। ইহারা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভয়ে মূত্র পূরিষ ত্যাগ করিয়া ফেলে। তোমার যে ইহা হইবে না, জীবিতকালে তাহার পরীক্ষা করিয়া লও। হায়! চিত্ত এখনও দিন থাকিতে একবার এই বিষয় বিশেষরূপ আলোচনা কর। শেষ সময়ে কেহই সঙ্গে যাইবে না। যদি দৃঢ়ভাবনা বলে জীবন থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদা ভাবনাময় দেহে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অভ্যাস কর, যদি সমস্ত জীবিতকাল ধরিয়া

এই তপস্যা কর তবেই তাঁহার কৃপায় শেষ সময়ে প্রাণপ্রয়াণ-উৎসব, উৎসব বলিয়া বুঝিবে।

১৩১৩ ফাল্গুন, চৈত্র।

ঘুমাইয়া পড়া

তোমার শরণে আসি—যদি হে
যদি হে আমার অকালে সকলে যায়।
(আমি) শরণাগত শতবার বলি—যদি হে
(কাঁদিয়াও যদি) অভিলাষ না পুরায় ॥
(ইথে) মঙ্গল অমঙ্গল কেমনে বুঝিব
(কেমনে বুঝিব) কোথায় চলেছি আমি
(ইথে) তোমার উপরে উঠে অভিমান
(কিছুই) না শুনিলে বলি তুমি ॥
শুনিলে কি হ'ত   যাতনা বাড়িত
সেথা থাকা শুধু যাতনা।
এখানে থাকিবে   যাতনা না পাবে
একালে ইহাত হবে না ॥
(তাই) তোমার বিচারে   কিছু দোষ নাই
দোষ মম অবিচার।

(কবে) অবিচার যাবে স্বচ্ছন্দ হইবে
(হবে) সুখে দুঃখে নির্বিকার ॥
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শরীর ছুটিলে
তুমি দেখাইছ গতি।
সবাই বলিবে বড় পুণ্যবান্
বিশ্বাসে বাঁধুনি মতি ॥
হায় প্রভু! তবু আঁধার ঘোচে না
কিছুত প্রকাশ নাই।
দেখিবারে চাই কিছু নাহি দেখি
দেখিতে কোথা বা পাই ? ॥
জ্ঞানময় তুমি আমি আঁধিয়ারে
এ কোন ভজনা প্রভু ?
মুহূর্ত্তের পরে কি গতি হইবে
সে দিঠি না পাই কভু ॥
তোমারে স্মরিয়া কল্পনার বলে
মনের বচন নিয়া।
সাধক—অভিমান করে প্রতারণা
রাখে সদা ভুলাইয়া ॥
বল প্রভু! বল বিশোয়াসে কিহে
সকলি প্রকাশ হবে।
যার যা ভাবনা বিশ্বাসে পাইবে
(শুধু) ধৈরজ ধরিয়া রবে ॥

(তবে) চিতে যা উঠিছে তাই দিয়ে তোমায়
পূজন করিয়া যাবে।
দুঃখী যেই জন দুঃখ বিনা নাথ !
পূজার কোথা কি পাবে ? ॥
সর্ব্বকর্ম্মন্যাস এইরূপে কি হে
সর্ব্বদা করিয়া যাব।
চিত্তে যা উঠিবে তাই লয়ে আমি
তোমার চরণে দিব ॥
পবিত্র যাহারা পবিত্র কুসুমে
ভাব ভক্তি মাখাইয়া।
পারে পূজিবারে, ভাগ্যহীন জনে
পূজে শোক তাপ দিয়া ॥
শোকতাপ দিয়ে তোমার পূজন
বড়ই কঠিন প্রভু।
তাই হোক আমি শরণে তোমার
আর না ভাবিব কভু ॥
দুর্ব্বল হইলে বল দিও তুমি
কি আর বলিব আমি।
হরি হরি জপি জ্বলিত মাথায়
শ্রীচরণ দিও তুমি ॥
দেহে বল নাই ব্যাধির যাতনা
এতেও যে তোমা ডাকা।

সেই ডাকা ঠিক ; ইহা দাও তুমি
আর না ভুলায়ে রাখা ॥
সব যায় যাক্ যাইবে যখন
তুমিত থাকিবে হরি।
সব ছেড়ে দিয়ে তোমা লয়ে আমি
ঘুমাইয়া যেন পড়ি ॥
ঘুমাইয়া পড়ি (প্রভু) তোমারে ডাকিয়া
ইহাত সম্ভব হয়।
থাক্ হাহাকার থাক্ আধি ব্যাধি
তবুত ঘুমান যায় ॥
ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জনে প্রকৃতি ছুটিছে,
বজ্রগরজনে আকাশ ভাঙ্গিছে,
ঘরে ঘরে কাল জীব কাঁদাইছে,
তবুও ঘুমায় সবে।
সত্য হয় হোক্ প্রকৃতি তাণ্ডব,
মিথ্যা হয় হোক্ প্রপঞ্চবৈভব,
এ সকলে প্রভু রাখিয়া নীরব,
কবে ঘুম পাড়াইবে ?
সেই দিন তরে এ জীবন রাখা,
সেই দিন তরে তোমারে যে ডাকা,
হরি হরি করি ঘুমাইয়া থাকা ;
এ দয়া কি দীনে হবে ?

কর্ম্ম মন্দ তাই মনে হয় ভয়,
দয়াময় তাই আশ্বাস উদয়,
জয় জয় প্রভু তাপীর আশ্রয়,
স্থান দিও প্রভু তবে ॥

১৩১৬ ভাদ্র আশ্বিন।

মরণ-সঙ্গিনী।

এস এস জীবনে ত সঙ্গিনী হইলে না—একবার মরণ-সঙ্গিনী হইয়ে আইস। আমি দিনে দিনে মরণ অভ্যাস করিব—তুমি তাহাই দেখিবে আইস—অধিক আর কিছুই বলিতেছি না।

আজ কত নরনারী আছেন যাঁহারা এই কথা বড় আদর করিয়া বলিতে রাজি, তবে বলার মধ্যে ভাবের তফাৎ আছে। যাঁহার দৃষ্টি পৃথিবী-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, স্বর্গ-লোক ছাড়াইয়া গিয়াছে, স্বর্গলোকের উপরেও যে লোক যে লোকে সব মরিয়া যাইবার পর আবার সব সৃজন হয়—তাহার উপরেও যে লোক, যে লোক, অতি শান্ত, অতি নির্জ্জন, অতি মনোরম বলিয়া নিত্য তপস্বীদিগের তপস্যার স্থান—তাহার উপরেও যে লোক—যেখানে কোনও ক্লেশ নাই, যেখানে সবাই আনন্দভুক্—তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থান যেটী—সেখানে যাহা আছে তাহাই আনন্দ, এই

সর্ব্বোচ্চ সত্য-লোকে যাঁহার স্মৃষ্টি তিনি যখন ডাকেন 'মরণ-সঙ্গী বা মরণ-সঙ্গিনী হইবে আইস তাঁহার ভাব এক প্রকার কিন্তু যাহার দৃষ্টি "ভাগাড়ে" তাহার মরণ-সঙ্গী বা মরণ-সঙ্গিনীকে ডাকা আর এক প্রকারের; আর ভাগাড় হইতেও যে সত্য-লোকে যাইবার আশা রাখে তাহারও ভাব অন্য প্রকারের সবই ভাবের তফাৎ—যে যেমন।

আমার কোন্ ভাবের ডাকা তাহা তুমিই জান। যাহা দেখি তাহাই তাহার শক্তি। তুমি তাহার বরণীয়-শক্তি; তুমি সর্ব্বত্র থাকিয়াও আদিত্য-পথগামিনী, সহস্রদলবাসিনী—অন্য কাহাকেও জানাইতে চাই না। এস এস আমি ডাকিতেছি একবার মরণ-সঙ্গিনী হইবে আইস।

আগেই মরণের কথা—তারপরে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা।

মরণের কথা।

ব্রাহ্মণের মরণ তপস্যায় আত্ম-বিচারে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মরণ যুদ্ধে—বা যুদ্ধ অবসানকালে "যোগেনান্তে তনুত্যজাং", শূদ্রের মরণ সেবায়—এই মরণের সাধারণ বিধি।

জীবনে আমার—অমঙ্গল হইয়া গেল—জীবনে তোমায় লইয়া ঘরকন্না হইল না; মরণই আমার মঙ্গল। এস এস মরণ অভ্যাস দেখিবে আইস। না মরিলে তুমি আমার হইবে না এতদিনে জানিয়াছি।

তুমি আসিলে না—তুমি আসিবেও না জানিয়াছি। প্রবৃত্তি-

মায়া ; মনের মরণই মরণ। প্রবৃত্তি লইয়া মরণ—সে কেবল পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি করার জন্য—পুনঃ পুনঃ জননের জন্য। সে মরণে বা জীবনে তোমায় পাওয়া যাইবে না। আমার মরণই মঙ্গল—এস এস আমার মরণ অভ্যাস দেখিবে। আইস আমার মরণ তোমার সঙ্গে অনন্ত জীবনের জন্য।

কেমন করিয়া মরিব ? সেত তুমিই শিখাইয়াছ। রাক্ষস-গৃহে—নিরন্তর পীড়ন মধ্যে থাকিয়া জনকনন্দিনী বলিয়াছেন "ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ" এখন মরণ আমার কি উপায়ে হয় ? মরণে কৃতনিশ্চয়া মা আমার বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া—মরিবার উপায় না পাইয়া—বড় দুঃখে বিমুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ছিলেন। সহসা পৃষ্ঠোপরি লম্বিত বেণী হস্তে ধরিলেন—আবার কাঁদিতে লাগিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন :—

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ ॥

রাম নাই—এই শরীর আছে ? উদ্বন্ধনেই কি এই শরীর ছাড়িব ? রাক্ষস রাক্ষসীর মধ্যে এই জীবন রাখিয়া আমার ফল কি ? সত্যই—আমার এই দীর্ঘা বেণী ? "দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থ মুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি।" জানকী উপায় পাইলেন। আমার এই দীর্ঘা বেণী ? ভগবান্ আমায় দীর্ঘ কেশপাশ দিয়াছেন। হউক তাহার আদরের কেশপাশ !

যে আদর করিবে যে যদি আসিলনা—সেই যখন রাক্ষস-পীড়ন হইতে মুক্ত করেনা তবে ইহাই আমার মৃত্যুর কারণ হউক। রামরাণী তখন বেণী গলায় জড়াইলেন, জড়াইয়া বৃক্ষ-শাখায় তুলিলেন। আবার অশ্রুজলে গণ্ডপ্লাবিত হইল। এই দেহ—তাঁহার আদরের বস্তু; ইহাকে অবহেলা করিতে হইবে? কিন্তু আর উপায় ত নাই। মা মরিতে যাইতেছেন—সহসা শ্রীভগবানের দূত ভগবানের দয়া জানাইল। মার আর মরা হইল না।

এ মরণ এক রকমের। এ মরণ হয় না সংবাদ পাইলে। তার আসাই জীবন। অনন্ত জীবন। তার দূতও ত আসিল না। তবে আমার মরণই নিশ্চয়।

তুমি আসিবেনা—একথা বলিতেও ত যাতনা পাই। তুমি আসিবে কিন্তু কবে? কত আর দেরী করিব? কবে আসিবে—তাওত ভাল করিয়া বলিবে না? তবে আর দেরী করিব কেন? আর যে পারি না।

বড় অন্ধকার। নিরন্তর অন্ধকারে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। তোমাকে দেখিতে পাইনা—তুমি কি করিতেছ জানিতে পারিনা—নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে বড় ভয় পাই। কি সব রাক্ষস রাক্ষসী—বিকটাকার দেখি—আর ত থাকিতে পারি না। তাই ডাকি এস এস মরণ অভ্যাস দেখিবে এস তুমিই আমার নিত্যসঙ্গিনী। তোমাকে না দেখা—তোমার সংবাদ না পাওয়া, তোমার বদলে ভূত প্রেত দেখা—সতত বিভীষিকা দেখা—

ইহা অপেক্ষা আর যাতনা আমার কি হইতে পারে? এস এস মরণে অগ্রসর করিয়া দাও।

আমার ক্লেশ কি শুনিবে? রাক্ষসের উৎপাৎ। একা থাকিলেও সূক্ষ্মদেহে মন্দেহা রাক্ষসের জ্বালা। বাহিরে আসিলে ত কত কথাই নাই; স্থূল দেহেই সমস্ত—দেখিতে পাই। ভগবান্ বিশ্বামিত্র যজ্ঞে আহুতি দিতে গেলেই মারিচ সুবাহু রুধির দিয়া যজ্ঞ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার করিয়া উৎপাৎ করে। এ উৎপাৎ আর সহ্য করিতে পারি না।

প্রবৃত্তির উৎপাৎ আর কত সহিব? তোমায় ছাড়িয়া "দৃশ্য-দর্শন" ইহাও যাতনা—নির্জ্জনে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবৃত্তির পুরাতন দৃশ্যদর্শন ইহাও যাতনা। আমি এই যাতনা এড়াইতে চাই। দেখা শুনা—কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে সকলই যে প্রবৃত্তি। সকলই যে প্রকৃতি—সকলই যে মায়া। তোমায় পাইনা; তোমার মায়ায় প্রাণান্ত হয়।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥

এই রাক্ষসী সর্ব্বদা শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি প্রজা সৃজন করিতেছেন। সর্ব্বদাই গর্ভ হইতে নাড়ী-রুধিরজড়িত পুত্র কন্যা জন্মিতেছে। ইহারাই বড় হইয়া বড় দূরন্ত হইতেছে সর্ব্বদা মোহ জন্মাইতেছে।

কাম ক্রোধাদি পুত্রাস্থাঃ হিংসা তৃষ্ণাদি কন্যকাঃ।
মোহস্তানিশং * * * *

কামক্রোধদি পুত্র, হিংসা তৃষ্ণাদিকন্যা—বড়ই যে মোহ জন্মাইতেছে। এই রাক্ষসী সংসার-সাগরে পতি পুত্র ধনাদিতে সর্ব্বদাই যে ভ্রমণ করিতে বলে—আমি "গতাগতেন শ্রান্তোস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু"—আর গতাগতি করিতে পারি না—আমিও বলিতে চাই।

সংসার-সাগরে মগ্না পতি পুত্র ধনাদিষু।
ভ্রমামি মায়য়া তেস্থ পাদমূলমুপাগতা ॥

আর ভ্রমণ করিতে পারিনা—তোমার পাদমূলে পতিত থাকিতে চাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলি পাদমূলে থাকা কি জানি, জানি বলিয়াই আর অন্য স্থানে থাকিতে পারিনা। তবুও যে থাকি বড় যাতনায়। কি করিবে তাও ত কিছু বল না। যদি কাছেই না থাকিতে পাইলাম—তবে কি করিয়া থাকি বল? তাও পারিতাম যদি তোমার পরিচিত লোকের কাছেও রাখিতে? যাহাদের কাছে সর্ব্বদা তোমার কথা শুনিতে পাই, তাহাদের সঙ্গে যদি থাকিতে দিতে! তাহাও হয় না। কর্ম্ম-দোষ আমার আছে সত্য। কিন্তু তুমি আসিলেও কি কর্ম্ম-দোষ থাকে?

যদি আসিতে তোমার নিতান্ত ক্লেশ হয় তবে না হয় এই হউক যে:—

ত্বদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়াম্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা॥

মানসং শ্যামলং রূপং সীতালক্ষ্মণসংযুক্তম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥

অঙ্গদৈ র্নূপুরৈ র্মুক্তাহারৈঃ কৌস্তুভকুণ্ডলৈঃ।
শান্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো॥

তোমায় না পাই তোমার ভক্তের সঙ্গ হউক। তাঁহাদের নিকট তোমাদের কথা শুনিবার অধিকার দাও। প্রাকৃত জনের সঙ্গ কত করিব? রসনা সর্ব্বদা গদ্‌গদ্‌ ভাবে রাম রাম করুক—প্রাকৃত কথা কত বলিব আর কতই বা শুনিব? ভক্ত জনের সাধের মত সাধ কি আমার হইতে নাই? আমার কি ইচ্ছা করেনা—নবীন জলধর অঙ্গে তড়িল্লতা খেলা করুক—সুন্দর চরণ-যুগল নূপুর ধ্বনিতে শিঞ্জিত হউক—কৌস্তুভ কুণ্ডলে, অঙ্গদ মুক্তাহারে কেমন দেখায় একবার দেখি। এসব যদি অসম্ভব হয়—যদি আমার কাছে তুমি আসিতেই না চাও তবে বল—আমার মরণই মঙ্গল কিনা! মরণেই মঙ্গল কেন—আর মরণ অভ্যাস কি করিয়া করিতে হইবে ইহা তোমাকে বলিব।

মন, চিন্তা কিছুতেই ছাড়ে না। কোন প্রয়োজন নাই তথাপি যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কখন বাহিরে হাহা হুহু হিহি লইয়া ব্যস্ত কখন বা ভিতরে লয় বিক্ষেপরূপ তম ও রজঃ লইয়া ব্যস্ত।

কিরূপে ইহা দূর হইবে ? যে মনকে সাধনায় বসাইয়া প্রতি বিক্ষেপে বলিতে অভ্যাস করে 'মরিবই নিশ্চয়' তবে অন্য চিন্তা কি করিবে ? তার বেশ ফল লাভ হয়। কিন্তু ইহাই কয়জনের হয় ? তারপর দেখি মানুষের মৃত্যুকাল যখন আইসে তখন আর বাহিরের সংসারের কথা, বিষয় সম্পত্তির কথা কহিতে চায় না। আত্মীয় স্বজন কেহ, নিকটে গেলেও বিরক্ত হয়। কোন কথা কহিতে গেলে "বেজার" বোধ করে। তবেই ত বুঝি মৃত্যুই মানুষের প্রবৃত্তি ছাড়াইয়া দেয়। ঘোর সংসারীও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে টাকা দেখিতে পারে না—টাকার কথায় তৃপ্তি পায় না।

মৃত্যুই যদি প্রবৃত্তি ছাড়াইতে সক্ষম হয়, তখন মরণ অভ্যাসে মনের ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত-চিন্তা দূর করা যাইবে—মনের আলস্য অনিচ্ছারূপ মূঢ়ভাব ত্যাগ হইবে।

হায় ! তোমায় পাইলে ত অন্য চিন্তা থাকে না। তোমার কাছে ত আমার আলস্য অনিচ্ছা থাকে না। তুমি থাকিলে আমার আহার নিদ্রারও আবশ্যক হয় না। ইহা ত আমি দেখিয়াছি। তুমি যদি আসিতে তবে ত বড় সুখের সহিত আমার প্রবৃত্তি দমিত হইয়া যাইত—বড় সুখে শম দম অভ্যাস হইয়া যাইত। তুমি আসিলে না —তোমায় লইয়া ঘরকন্না করিতে ত পাইলাম না। তাই তোমার নাম ও তোমার কর্ম্মকে তোমার স্থানে বসাইয়া মরণ অভ্যাস করিব। তুমি এস একবার মরণ-সঙ্গিনী হও। এখন কি করিয়া মরণ অভ্যাস করিতে চাই সেই কথা বাকী। কুকুর শৃগালের মত মরিতে ইচ্ছা নাই। বিষ

খাইয়া বা জলে ডুবিয়া মরিতে চাই না। তুমি যাহা শিখাইয়াছ—মরিতেই বাকী আছে—ইহা ভাবিতে ভাবিতে সাধিব। সাধিতে সাধিতে যদি তোমার দয়া হইয়া যায় তবে এই জীবনেই তোমায় সঙ্গিনী পাইয়া আমার প্রবৃত্তি মরিয়া যাইবে। বল বল আসিবে কি? যদি না এস তবে তোমার কথা সাধিয়া মরিতেছি বলিয়া দেহ অন্তে যেন তোমার সহিত চির মিলন হয়।

মরার সময় যে ক্লেশগুলি হইবে সেই ক্লেশ জীবনে অভ্যাস করিতে বলিয়াছ।

মৃত্যু সময়ে ক্লেশ কি? অহো! তাহা সুস্থ শরীরে স্মরণ করিলেও ব্যাকুল হই।

আসন করিয়া বহুক্ষণ বসিতে পারিনা—কেন? ক্লেশ হয় বলিয়া। কিন্তু মৃত্যু কালে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে দেহকে এক অবস্থায় রাখিতে হইবে? হাত-পা বড় অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে—নাড়িবার ইচ্ছা হইলে নাড়িতে পারিব না। এই স্মরণে যতই ক্লেশ হউক না কেন দেহকে আসনে বসাইয়া রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। কষ্ট হইলে বলিতে হইবে—যে মরিবে তাহার আবার দেহকে একভাবে বসাইয়া রাখিবার ক্লেশ গণ্য করিলে চলিবে কেন? মৃত্যুতে শ্বাসরোধ হইবে। তবে জীবিত কালে শ্বাস-রোধে কুম্ভকে ক্লেশ না করিলে চলিবে কেন? শনৈঃ শনৈঃ কুম্ভক বাড়াইতে হইবে।

মৃত্যুতে আরও কত যাতনা? এখন উদর একটু স্ফীত হইলে শ্বাস টানিতে ফেলিতে কত ক্লেশ হয় আর তখন?

তখন যে উদর বড়ই স্ফীত হইবে, তখন কি করিব? এখন বক্ষে কফ জমিলে তাহা নিঃসারণ না করা পর্য্যন্ত বড় ক্লেশ হয়। আর তখন? কত শ্লেষ্মা জমিবে—তখন কি করিব? এখন একটু নিদ্রা কমাইতে ক্লেশ বোধ করি, আর তখন দিনের পর দিন যাইবে, রাত্রির পর রাত্রি যাইবে—কত ছট্ফট্ করিতে হইবে—নিদ্রা ত আসিবে না। তখন কি করিবে? এখন হইতে নিদ্রা কমাইয়া সাধনা করিতে হইবে। এখন একদিন একটু আহার কম হইলে ভাবি শরীর খারাপ হইবে। আর তখন? একদিন উপবাসে ক্লেশ পাই আর তখন যে উপবাসের উপর উপবাস চলিবে—খাইতেই রুচি থাকিবেনা—তখন? সকল অভ্যাস বদলাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আহার নিদ্রা ভয়—সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে হইবে!

যে সাধনা করিয়া মরিতে চায়—যে সাধনায় বসিয়া আগে ভাবে—মরিতেই ত আসিয়াছি—সে আবার আলস্য অনিচ্ছা করিবে কি? আলস্য অনিচ্ছা করিয়া—পড়িয়া থাকা—এ ত একটু আয়াস লাভ জন্য? যে মরিবে তাহার আবার আয়াস খোঁজা কি? সে নিদ্রা না আসিলেও শয্যায় যাইয়া নিদ্রাকে ডাকিবে কি? সে আবার শয্যা ত্যাগের আলস্য করিবে কি? সে আবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের কার্য্য রৌদ্রমুহূর্ত্তে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিবে কি? সে উদর ভার হইবে জানিয়াও—আহার অনাবশ্যক বুঝিয়াও—শরীর খারাপ হইবার ভয়ে আহার করিবে কি? সে কোন্ ভয়ে বা কোন্ ক্লেশ ভাবিয়া শরীরকে এক

আসনে বসাইয়া রাখিতে চায় না—দীর্ঘকাল বায়ু ধরিয়া রাখা অভ্যাস করে না ?

মরণ সঙ্গিনি! না মরিলে তুমি আমার হইবে না—তাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'মরিব'। তোমায় ডাকিতে ডাকিতে মরিব—

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তক্ষিগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়॥

প্রাতে স্নান করিয়া বা আর্দ্রবস্ত্রে শরীর পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া—সন্ধ্যাদি ক্রিয়া অনলসে সম্পন্ন করিতে হইবে। পরে একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া—সকল সঙ্গত্যাগ করিয়া চক্ষুকর্ণাদির বাহিরে আগমন ব্যাপার রোধ করিয়া আত্মায় প্রবাহিত করিতে হইবে। কর্ণ শ্বাসের সহিত নাম জপ এত শুনিবে যে যেন আর বাহিরের কিছুই শুনিতে না পায়—চক্ষু ভ্রূমধ্যে জ্যোতি-জড়িত মূর্ত্তি এতই ধ্যান করিবে যেন বাহিরে চাহিলে আর কোন কিছুই না দেখে—প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে আত্মায় প্রবাহিত করিয়া মনের ক্রিয়া—প্রবৃত্তিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। পরে মনকে স্থির করিয়া "প্রকৃতে ভিন্নামাত্মানং বিচারয় সদা নঘ" মনের চিন্তারহিত অবস্থায় যাঁহাকে পাওয়া গেল—তাঁহার সহিত ভিতরের বাহিরের কোন বস্তুর সহিতই সঙ্গ হয় না—

এই নিশ্চয় করিতে হইবে। কখনও বা শান্ত হইয়া 'আমি কে' 'কে আমি'? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিয়া করিয়া—কুম্ভকে থাকিতে হইবে। আর যদি এই অবস্থা—এই নিরোধভাব অধিকক্ষণ না রাখিতে পারা যায়, তবে রত্নসিংহাসনস্থ নয়নে নয়ন আবদ্ধ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী—হিরণ্ময়দ্যুতি—বিদ্যুৎ-জড়িত নবদূর্ব্বাদলশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে।

এই কার্য্য করিতে করিতে মরণ অভ্যাস করিতে চাই। জপ ধ্যান আত্মবিচার—একটিতে শ্রান্ত হইলে অন্যটী, অন্যটীতে শ্রান্ত হইলে অপরটী—ইহা সাধিতে সাধিতে মরিব।

তাই বলি "মরিব" নিশ্চয় করিয়াই ডাকিতে বসিব। "মরিব" স্থির করিয়া ডাকিতে বসিলাম—ছিছি একটু শরীরের ক্লেশ হইতেছে বলিয়া কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব—করিয়া শরীরের বিলাসিতা রক্ষা করিতে ছুটিব? যে মরিবে তার আবার শারীরিক ক্লেশকে ভয় কেন? যে মরিবে তার আবার আলস্য অনিচ্ছার বিলাসিতা কেন? যে মরিবে তার আবার নিদ্রা না আসিলেও শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া—নিদ্রাকে ডাকা কেন? যে মরিবে সে কি আবার—"কভু হয়" "কভু হয়না" ইহাতে হর্ষবিষাদ গ্রাহ্য করিবে? ভাল হউক মন্দ হউক সে আবার—ইহা দেখিবে কি? সে সমানভাবে ডাকিয়াই যাইবে—সুখে দুঃখে যাতে পারে, যেমন করিয়া পারে সে ডাকিয়াই যাইবে। যাহাকে চাই—সেই বলিয়াছে বলিয়া ডাকি।

যতদিন না পাওয়া যায়—ততদিন মরাতে ক্লেশ থাকিবেই—সাধনাতে ক্লেশ হইবেই। আর যে পাইয়াছে তাহার মরাতে বড় সুখ। কিন্তু তুমি কি পাইয়াছ যে বলিতেছ মরায় আবার দুঃখ কি? মৃত্যুতে যে প্রাণের-উৎক্রমণ হয়। কাশীপ্রান্ত-বিহারিণীর সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া আইস প্রাণ-উৎক্রমণে কত ক্লেশ বুঝিবে? ছি ছি ভাল করিয়া একবার পরীক্ষা কর, আত্মপ্রতারণা ত করিতেছ না?

সাধনায় দুঃখ আছে সত্য—কিন্তু সব দুঃখ অগ্রাহ্য হইয়া যায় তাহাকে নিশ্চয় পাইব এই বিশ্বাসে। তাহার কথা মত চলিতেছি—তোমার কথা মত কাজ করিয়া মরিব; পাইব না কেন? তোমার কথা ত কখন মিথ্যা নহে।

তবে এস মরণ-সঙ্গিনি! আমি বড় কষ্ট পাই। প্রবৃত্তির জ্বালায় আমি বড় জ্বলি। তুমি একবার আসিয়া দাঁড়াও—আমি একবার তোমায় ভাল করিয়া দেখি—দেখিয়া দেখিয়া মরি। কৈ আমি তোমায় দেখিলাম? তোমায় ভাল করিয়া যে আমার দেখা হয় নাই? তোমায় ভাল করিয়া না দেখিতে দেখিতেই তুমি চলিয়া গিয়াছ। গিয়াছ সে আমার অপরাধে। তুমি নিবৃত্তি-মহারাণী; আমি প্রবৃত্তি-রাণীর বশ বলিয়া তুমি দূরে গিয়াছ। এস এস আর আমার প্রবৃত্তির বশ হইবার ইচ্ছা নাই। আমি পারিনা, তুমি আসিয়া আমাকে মুক্ত কর।

তোমার আশ্রমে আমার মরণ সাধনা অভ্যস্ত হউক। এস এস একবার আমার মরণ দেখিবে এস। আর যাহারা জীয়ন্তে

মরিতে চাও—নারী হও পুরুষ হও, সবাই আমার সহায়। প্রাকৃত সঙ্গ আর যেন না হয়।

অগ্রহায়ণ পৌষে—আবার মরণ চিন্তা। কি জানি এই দুই মাসে কোন প্রাণ-প্রয়াণ ব্যাপার যেন হিয়ায় মিশিয়া আছে?

মরণের কথা শেষ হইল এমন সঙ্গিনীর কথা।

সঙ্গিনীর কথা।

"সঙ্গিনী" চাই "সঙ্গী" নহে এ শুনিয়া লোকে ত বিদ্রূপ করে? করুক বিদ্রূপ—যে মরিতে চায় তার বিদ্রূপের ক্লেশ কি গ্রাহ্যের বস্তু? মরণ ক্লেশ যে সহিতে রাজি তার আর উপহাস-জনিত ক্লেশে কি হইবে?

তবুও ত লোকনিন্দা। সত্যই—লোকনিন্দা বড় ভাল বস্তু। তথাপি "লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" বড় ভাল কথা ইহা। লোক অপবাদ যে মানেনা সে ব্যভিচারী। আমি কি ব্যভিচারী?

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ চাই? মাও কি কামিনী? সহধর্ম্মিনীও কি কামিনী? আমি কিন্তু সঙ্গিনীই চাই।

ব্রহ্ম হওয়া কি, আমি ধারণা করিতে পারিনা। আমার ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। শক্তিশূন্য ঈশ্বরে আমার হইবে না। নবীন জলধর আমার কাছে অন্ধকারেই ঢাকা থাকে যদি বিদ্যুৎরূপিণী মা আমার তাঁর অঙ্গে যাওয়া আসা না করেন। "তমসস্তু পরঃ জ্যোতি" মা আমার বরণীয় ভর্গ। অন্ধকারে ঢাকা কাল,

মেঘকে বিদ্যুৎ ভিন্ন প্রকাশ করিবার কেহ নাই। ঝলক্‌ভরা তড়িল্লতা ভিন্ন আমার হয় না।

রাম-জলধরে সীতা কানকীলতা ভিন্ন আমি দেখিতে পারিনা। শিব সঙ্গে শিবরাণী—মহাকালে মহাকালী, আদি নারায়ণে মহা-লক্ষ্মী, শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধা, চতুর্ম্মুখে মহাস্বরস্বতী—বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, শিখিধ্বজে চূড়ালা—ইহা দেখিয়া মনে মনে ধারণা করিয়া ফেলিয়াছি—আমার মহাশক্তিকেই আমি দেখিতে চাই—শক্তি ভিন্ন আমার জীবের শিবদর্শন হইবে না।

তুমি উপহাস করিলে কি করিব? 'নিজশক্তিমুমাম্ পশ্য মহেশ ইব নৃত্যসি' এ ভিন্ন ব্রহ্মানন্দ আমার ধারণায় আইসে না। অদ্বৈত হইয়া যাওয়া যায়—দ্বৈত পর্য্যন্ত সাধনা। যখন আসিবে আসুক—কিন্তু যদি চাহিবার কিছু থাকে তবে এই "বামাঙ্গে দধতং" এই সীতারাম, হর পার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা সরস্বতী। যদি আকাঙ্খার কিছু থাকে তবে এই শক্তি-জড়িত শক্তিমান্। শক্তিই দেখা দিয়া থাকেন। শক্তি লইয়াই থাকিতে চাই—তবে এতদিন ছিলাম প্রবৃত্তি-রাণীর সঙ্গে, এখন থাকিতে চাই নিবৃত্তি-মহারাণীকে লইয়া। বরণীয় ভর্গই তিনি—আদিত্য-পথ-গামিনী তিনিই। তিনি ভিন্ন পথ দেখাইতে কেহ নাই—তিনি ভিন্ন 'প্রচোদয়াৎ' নাই। 'যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি'—মা আমার তাঁহারই শক্তি—সকলই তাঁহার শক্তি—প্রকাশকে প্রকাশ করিতে যদি কেহ পারেন তবে তিনি—সেই দেবতার বরণীয় ভর্গ। শক্তি ভিন্ন উপাসনা নাই।

শক্তিসন্দর্শন।

রোগ হইতে উঠিলেই একটা ক্ষুধা হয়। সে ক্ষুধা সামলাইতে না পারিলে আবার রোগ হয়। বহু ভাগ্যে ভব-রোগ ক্ষণিক শান্ত হইলেও পরমেশ্বর-ক্ষুধা পায়। সে সময়ে মাত্রা বেশী চড়াইলে অনিষ্ট হয় সেইজন্য অনেকবার ধরিয়া বসা ভাল কিন্তু রাতারাতি বড় মানুষ হইতে যাওয়া কিছু নয়। ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ অভাস করিতে হয়। অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রের সময়টা আয়ত্ব করিতে হয়। অগ্রে সময়ে বসা অভ্যাস করিতে হয়। হউক না হউক---কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া তারে ভালবাসিয়া—যথা সময়ে তাহার সমীপে, বসিতে হইবে। সমীপে বসাই উপাসনা। এ সমস্ত বড় ধীরের কার্য্য। হট্ করিলে কিছুতেই হয় না।

ভালবাসিতে না জানিলে কাহার আজ্ঞা পালন জন্য দৌড়িয়া যাইব? যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই তার আবার সন্ধ্যা পূজা কি? যে কখন নীল আকাশে তারা ফুটিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া না থাকে, যে কখন সূর্য্য-চন্দ্রোদয়-কালে অবাক হইয়া না দেখে, যে কখন বৃক্ষলতা পর্ব্বত আকাশ দেখিয়া দেখিয়া কাহাকেও না দেখে, যে কখন মানুষ, পশু, পক্ষী দেখিয়া কাহাকেও দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে তার আবার ধর্ম্ম কি? যে কখন তাহার জন্য তীর্থে যায় না, গঙ্গা স্নান করে না, তার আবার তীর্থই বা কি আর গঙ্গাই বা কি?

এই জগতের যে অর্থ আছে সে কেবল একজনের জন্য।

সেই একজন বাদ দিলে জগৎ নাই; চন্দ্র সূর্য্য নাই, তীর্থ প্রতিমা নাই, মানব নাই, সংসার নাই, আকাশ নাই, নক্ষত্র নাই, পৃথিবী নাই, ফুল নাই। তবুও যার সংসার থাকে তার সংসার দুঃখের কারাগার। তবুও যার সংসার থাকে সে মানুষ নয়। সে নামধারী আর কিছু।

ভালবাসা মোটা মূর্ত্তিতে দেখা যায় বটে কিন্তু ভালবাসার রস স্থূলে নাই। মহাকাশে ভালবাসা ভোগ করিতে যাও, স্থূলে ভালবাসায় মাখামাখি করিতে যাও, তোমার সব হারাইয়া যাইবে। ভালবাসার স্বস্থান চিত্তাকাশ। ভালবাসার বিহার চিত্তাকাশে। প্রাণই রহিল চোর-কুটুরিতে, আর প্রাণেশ্বর থাকিবে কুটিরের বাহিরে—হাড় মাসের উপরে? চিত্ত স্থির না করিলে প্রাণের গতাগতির পথ ধরা যায় না—আর প্রাণেশ্বরের সন্ধান কি মিলিবে পথে, উপপথে, বনে, উপবনে? স্থূলে মন্দির থাকিতে পারে—মহাকাশে যাহা, তাহা লোভ দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে মিলন মহাকাশে হয় না—হয় চিত্তাকাশে। "একই রজকে" কাপড় ধুইতে দিলে কি হইবে, ছায়ায় ছায়ায় মিলিবে বলিয়া পাকে পাকে ঘুরিলে কি হইবে—লোক নিন্দাতে নামে নামেও ত মিলিল বলিয়া মনকে চক্ষু ঠারিলে কি হইবে—এ সব বড় জড় অবস্থার কথা—ইহাতে প্রেম হয় না ইহাতে থাকে কাম। সে যদি পড়ে বলিয়া কবিতা লিখিয়া হা হুতাশ করিলে কি হইবে—এটা কামমাত্র। আমি বড় দুঃখ পাই তার অভাবে এটা পাকে প্রকারে জানাইলে কি হইবে? এটা ভালবাসা নয়

এটা কাম—কিন্তু চিত্তাকাশ ভিন্ন সঙ্গ নাই। চিত্তাকাশে ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাই সাধকের পথ চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশই ভক্তির মার্গ। বিনা ভক্তিতে ভালবাসা কোথায়? বিনা সাধনায় ভালবাসা নাই। যে দিক দিয়াই যাও চিত্তাকাশে মানস-পূজার নিত্য অভ্যাস ব্যতীত ঈপ্সিততমকে পাইবে না। চিত্তাকাশে স্থিতি ভিন্ন ধারণাভ্যাসী হইতে পারিবে না। ধারণা-ভ্যাসী না হওয়া পর্য্যন্ত ভালবাসার স্থায়িত্ব নাই। চিত্তাকাশের উপরে চিদাকাশ। সেখানে আমি তুমি নাই, সব আমি বা সব তুমি। এটা আপনা হইতে হইয়া যায়। এখানে সাধনা নাই, এখানে আছে সিদ্ধি। ইহাই জ্ঞান। জ্ঞান হইবার পরে যে খেলা সেই খেলাই নিত্য-খেলা। সেই খেলা আজও খেলা করেন সীতারাম, হর-পার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, মহাকালী, আদি নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাসরস্বতী। এই মিলনই সকল সাধকের অভীপ্সিত। শাস্ত্রে শুনি ইহার ক্রম। কত মধুর, কত রসোদ্গারী, কত সুন্দর! চিত্তাকাশে যখন প্রথম দর্শন হয়—নীলনলিনাভ চক্ষে চেয়ে চেয়ে ডাকা হয়—সুন্দর রূপ দেখিয়া সর্ব্বদা কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না, বলিয়া সে বিহার করে না—কাম গন্ধ থাকে বলিয়া দর্শন স্থায়ী হয় না, একবার দর্শনে যখন প্রাণ উছলিয়া উঠে—কিন্তু তথায় থাকিতে পাওয়া যায় না বলিয়া একটা যাতনা হয়—তখন কাছে যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

মিলন-আশা ব্যাকুল সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব যেমন,

যদি চিন্তাকাশে মিলনে সেইরূপ না হয় তবে আর ভালবাসা কি? কত সাজে সাজিতে ইচ্ছা করে, কত যত্ন করিয়া বস্ত্র অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা হয়, কত যত্ন করিয়া বেশ-বিন্যাস করিতে ভাল লাগে। একটু বিলম্ব হইলে প্রাণ কত ব্যাকুল হয়, কত ছটফট্ করিতে করিতে ঘর বাহির করে—কোন কাজ নাই শুধু শুধু দাস-দাসীকে ডাকিতে হয়—পাছে কেহ ব্যাকুলতা জানিতে পারে—মিছামিছি যাহাকে তাহাকে একটা কাজ করিতে বলিতে হয় পাছে কেহ সন্দেহ করে।

তারপরে যখন দর্শন মিলে? কত করিয়া সাধক বলে—'তুমি এত সুন্দর—আমার উপর একটু কৃপা কর আর আমাকে যাইতে বলিও না।

কিন্তু তখনও প্রবৃত্তি যায় নাই। একটু প্রবৃত্তি পূর্ব্বক স্পর্শে পবিত্রতা কলঙ্কিত হইয়া যায়। তাই থাকিতে পায় না।

সাধক কত করিয়া আবার বলে. তোমায় ছাড়িয়া থাকাই আমার প্রাণান্ত। তুমি জানিতে কি পার, যখন তোমার এই মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হয় তখন আমার দশা কি হয়? তোমার ছবি আমার সঙ্গে যায়—তোমার শ্বাস পর্য্যন্ত যেন আমাকে মাতাইয়া তুলে। আমার নিদ্রা থাকে না—কতই ডাকি—মনে হয় হায়! তুমি বুঝি আমায় কৃপা করিলে না—যদি করিতে তবে এস না কেন? পরক্ষণেই আবার মধুর রূপ জাগে, প্রাণে আশ্বাস হয় আবার কিছুই থাকে না—হরি হরি এ ক্লেশ ত বলা যায় না।

তোমার জন্য এই ভাবে ব্যাকুলতা যদি জন্মায় তবে বুঝি তোমার স্বরূপ দৃষ্টি-পথে আইসে। কবে এ ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে?

কবে তুমি আসিবে? কবে তুমি চিরতরে তোমার কাছে রাখিবে? কবে আর বিদায় দিবে না?

এ সব খেলা ভক্তি-মার্গের। ব্যাকুলতা নাই ভক্তি করি, এ ভক্তিতে কপটতা আছে। এ ভক্তি সংসার-গন্ধি।

দর্শন পাইতে কত ক্লেশ? চিত্তাকাশে দর্শন কত সাধনার কার্য্য? বিশেষ যে শুধু নাম মাত্র পাইয়াছে তাহাকে কত করিয়া তবে নামের সঞ্জীবতা অনুভব করিতে হয়—কত করিলে তবে মন্ত্র-চৈতন্য লাভ হয়! যখন নামই জীবন্ত সে—হইয়া যায়—চিত্তাকাশে নামের স্পর্শে তাহার স্পর্শ অনুভব হয়—অশ্রু স্বেদ-পুলক তখন আইসে। সেই সাঙ্গে সঙ্গে নাম ও নামী এক হইয়া জগতের সমস্ত বস্তুতে মিশিয়া যায়, সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। এইরূপ নাম সাধনার ফলে জ্ঞান শীঘ্র লাভ হয়। তখন প্রবৃত্তি মরণে মরণ-সঙ্গিনী পাওয়া যায়। ইহাই—অনন্ত-মিলন।

চাও বা না চাও।

নিত্য পাব আশা

জানি এ দুরাশা;

ক্ষণ-সঙ্গ? তায়ে মিটে দারুণ পিপাসা।

যদি ভুলে যাই
তাই করিয়া যতন,
বাহিরে আঁকিয়া রাখি ক্ষণের মিলন।
চাও বা না চাও
আমি চরণে তোমার ;
ভুলে এস ? তবু প্রিয় তুমিই আমার।
পর আমি ? বল
যা ইচ্ছা তোমার,
আমি জানি—তোমা বিনা কেহ নাই আর।
চাও বা না চাও
তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
তোমার আনন্দ সেই উৎসব আমার।
সব দিন যবে
এ ভাগ্য হইবে,
"ভুলে যাব" এই ভয় না রবে আমার ;
সর্ব্ব কর্ম্ম শেষ হবে আনন্দে তোমার।

১৩১৭ ভাদ্র।

দারিদ্র্য দশা।

দুঃখ আসিলেই দুঃখী ভাবে আমার মতন দুঃখী জগতে নাই ! আমা অপেক্ষা অধিক দুঃখও মানুষ পাইয়াছে ইহা জানা থাকিলে নরনারী আপনার দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারে, দুঃখ সহ্য করিতেও পারে।

দুঃখ ভিতরে বাহিরে বিরাজ করে। ভিতরে চিন্তা সাজিয়া এবং বাহিরে মূর্ত্তি ধরিয়া এই দুঃখ, সকলকেই আক্রমণ করে।

বাড়ীতে সকলেই আমাকে তিরস্কার করে, কেহই আমার উপর প্রসন্ন নহেন, সকলের দুরুক্তিতে সর্ব্বদা আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্রের শ্লেষ-বাক্যে আমার অন্তর ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, এইরূপ বাক্য বহুলোকের মুখে শুনা যায়। এখানে দুঃখ মূর্ত্তি ধরিয়া জ্বালা দেয়। সন্ধ্যা পূজা জপ তপ করি, কিছুই ত হয় না। এক একদিন কিছুই করিতে ইচ্ছা যায় না। ইহা দুঃখের অন্য অবস্থা।

কিন্তু যদি মিলাইয়া লও তবে জানিবে কতটুকু দুঃখ তুমি পাও, কতটুকু তিরস্কার তুমি সহ্য কর, কতটুকু যাতনা তোমায় ক্লেশ দেয়। যেখানে দুঃখের প্রতীকার করা যায় না সেখানে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। না করিলে অধিক দুঃখ আসিবেই।

ঐ যে বৃদ্ধটি ভিক্ষুক হইয়াছে দেখিতেছ উনি কিন্তু একদিন ক্রোরপতি ছিলেন। উহাঁর নিজের দোষে ঐ ব্যক্তি সব নষ্ট করিয়া আজ এই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষুক অবধূত হইয়াছে। উহাঁর দুঃখ

কত একবার দেখ দেখি। আজ উহাঁর নির্ব্বেদ আসিয়াছে তাই ঐ ব্যক্তি সব সহ্য করিয়া যাইতেছে। দেখ উহাঁর উপরে অত্যাচারের মাত্রা কত দূর?

ভিক্ষার জন্য যখন এই ব্যক্তি গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতেন তখন অসজ্জনেরা এই ভিক্ষুক অবধূতকে নানাপ্রকারে তিরস্কার করিত। কেহ বা ইহাঁর ভোজন পাত্র কাড়িয়া লইতেছে, কেহ বা কমণ্ডলু অক্ষসূত্র, চীরখণ্ড জোর করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। হায়! দিনান্তে এই ভিক্ষুক ভিক্ষালব্ধ অন্ন নদীতীরে ভোজন করিতে বসিয়াছে দেখ দেখ দুর্ব্বৃত্তেরা মুখেরগ্রাস কাড়িয়া লইতেছে; কোন কোন পাপিষ্ট উহার গাত্রে মূত্র ত্যাগ করিতেছে কেহবা মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে। বাক্য সংযত করিয়া থাকিলে কথা কহাইবার জন্য পীড়ন করে; কথন বা এ ব্যক্তি চোর এই বলিয়া তর্জন করে। কেহ বলে লোকটাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া পুলিসে দেওয়া উচিত। কেহ বলে লোকটা শঠ, প্রতারণার জন্য ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ধনহীন ও স্বজন বর্জ্জিত হইয়া মানুষটা অবধূত সাজিয়াছে। আহো! ইহার দৃঢ়তা দেখ। লোকটা মৌনাবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় অভীষ্ট সাধন করিতেছে। এই বলিয়া কতকগুলা লোক উহাকে উপহাস করিতেছে, কেহ কেহ উহার উপরে অধোবায়ু পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ কেহ ক্রীড়নক পক্ষীর ন্যায় উহাকে বদ্ধ ও রুদ্ধ করিতেছে। এমন লোকও দেখা যায় যিনি ভাগবতের মূত্রত্যাগ, নিষ্ঠীবনত্যাগ, অধোবায়ু ত্যাগ এখনওত

আমার উপর আইসে নাই ভাবনা করিয়া সংসারে দুঃখ উৎপীড়ন সহ্যকরার অভ্যাস করেন।

বল দেখি তোমার দুঃখ কি ঐরূপ যে তুমি এত অধৈর্য্য, এত অস্থির হইয়া উঠিয়াছ? শুনিবে ঐ ব্যক্তি সব সহ্য করিতেছে কিরূপে?

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছিলেন উদ্ধব! অসাধু যদি তোমায় তিরস্কার করে, অবমাননা করে, হিংসা করে, তাড়না করে, বাঁধিয়া রাখে, তোমার সব কাড়িয়া লয় অথবা অজ্ঞ দুর্বৃত্তগণ যদি ক্রমাগত তোমার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, মূত্র দ্বারা তোমাকে ভিজাইয়া দেয়—এইরূপ নানা কষ্টে পতিত হইয়াও আপনার হিত যিনি চান তিনি পরমেশ্বরে নিষ্ঠা—সম্পন্ন হইয়া আত্মাকে উদ্ধার করিবেন।

উদ্ধব। হে বিশ্বাত্মন্! আপনার ধর্ম্মাবলম্বী, আপনার চরণাশ্রিত শান্তচিত্ত সাধুগণ ব্যতিরেকে এত অপমান, এত পীড়ন সহ্য করা ত পণ্ডিত জনের পক্ষেও অসম্ভব!

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্জ্জনের দুরুক্তি দ্বারা ক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করা—একপ্রকার অসম্ভব। সাধুগণের কটুবাক্য মর্ম্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, মর্ম্মগামী বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইলেও পুরুষের সেরূপ কষ্ট হয় না। তথাপি এমন লোকও আছেন যাঁহারা দুর্জ্জন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিজের কর্ম্মসকলের বিপাক স্মরণ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন। মালব দেশের ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বনে সকল সহ্য

করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ধনবান্ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ধনবান্ হইলেও অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। কোন পুণ্য কর্ম্ম তাঁহার ছিলনা। তাঁহার পুত্র ও বান্ধবগণ নিতান্ত দুঃশীল হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী কন্যা সকলেই তাঁহাকে তিরস্কার করিত, পীড়া দিত। ক্রমে পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রম ও আয়াস লব্ধ ধন জ্ঞাতিগণ কতক চুরী করিল, দস্যুগণ কিঞ্চিৎ লইল, কতক রাজা লইলেন। ব্রাহ্মণ ধনক্ষয়ে এবং স্বজন কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বড়ই সন্তপ্ত হইল। দুঃখ ও তিরস্কার ব্রাহ্মণের বড় উপকার করিল। ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য আসিল। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণের নির্বেদ বাক্য দ্বারা বহু দুঃখীর উপকার হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ দুঃখে পড়িয়া বলিল আমি কেন আমার আত্মাকে অনুতাপগ্রস্ত আর করি? আমার আত্মা, না ধর্ম্মের জন্য, না ভোগের নিমিত্ত হইল। আমি এতদিন বৃথা কষ্ট পাইলাম। পুণ্যহীন লোকের ধন কেবল দুঃখের জন্য। মরিলে নরক, জীবনেও কোন সুখ নাই। কুষ্ঠব্যাধি যেমন বাঞ্ছিত রূপ নষ্ট করে তেমনি কোন কিছুতে আসক্তি, কোন কিছুতে লোভ স্বল্প হইলেও ইহা মানুষকে নষ্ট করে। নাই বা আমার অর্থ রহিল, নাই বা লোকে আমাকে আদর করিল—এ সমস্তই অনর্থ। অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করাই উচিত। সুরবাঞ্ছিত মনুষ্য জন্ম, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—এই শ্রেষ্ঠতা পাইয়াও যে আপনার হিত সাধন না করে সে অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়। আমি

বৃদ্ধ—বৃদ্ধ আর কি সাধন করিবে? তথাপি লোকে কেন বিফল চেষ্টায় বার বার ক্লেশ পায়? হায়! মানুষ কাহারও মায়া দ্বারা অতীব মোহপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যু কবলিত লোকের ধনে কি হয়? নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আজ তিনি আমাকে এই দশায় পাতিত করিয়াছেন; তাই আমি ধনহীন, তাই আমি সকল লোক দ্বারা তিরস্কৃত। ইহা না হইলে আমার বৈরাগ্য আসিতনা।

আমি আমার বয়সের শেষভাগে, যাহা আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া হরি হরি করিব, করিয়া শরীর শুষ্ক করিব। কোন কিছুই আর ভাবিব না। সেই ত্রিলোকনাথ হরি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্বাঙ্গ যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। আমার ত সময় নাই বলিতেছি, তথাপি যতটুকু আছে তাহা লইয়া আমি সেই করুণাময়ের চরণে আশ্রয় লই।

ইহা স্থির করিয়া বৃদ্ধ বিচার করিলেন ভোগটা দৈবই দেন। আমি হরি হরি করিয়া সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া যাইব। আমি হরি হরি করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যাইব।

উদ্ধব! এইরূপে দুঃখ সহ্য করিয়া গেলে মানুষ আমার কৃপা অনুভব করে এবং শেষে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ধৈর্য্য বড় সাত্ত্বিক। যাহার ধৈর্য্য আছে সেই জানে কি ধন, কি জন, কি দেবতা, কি আত্মা, কি গ্রহ, কি কর্ম্ম, কি কাল, কিছুই তাহার দুঃখের কারণ নহে। মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। আমার দেবতা সর্ব্বত্র আছেন—আমার হৃদয়েও আছেন। আমি তাঁহার

দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকলের চরমফল যে মনঃসংযম তাহাই করিব। সব সহ্য করিয়া যাইব। যাহা আসে আসুক আমি হরি হরি করিতে ছাড়িবনা। "আমি" "আমার" ইহা আর রাখিবনা। কাহার প্রতি আমি ক্রোধ করিব? স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া বেদনা প্রাপ্ত হইলে কাহার প্রতি ক্রোধ করা যায়? কোন দেবতাই আমাকে দুঃখ দেননা। আমার আত্মাই এক মাত্র সত্য। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতেই মন দিবনা। উদ্ধব! বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন মানুষের সুখ দুঃখের দাতা কেহই নাই। মিত্র, উদাসীন, রিপু, এবং সমুদায় সংসারই অজ্ঞান প্রসূত; সমস্তই মনের বিভ্রম ও মনঃকল্পিত।

এস এস আমরাও এই ভিক্ষুগীতা শ্রবণ করিয়া মনন করি। আর যাহা আসে আসুক। আমরা সব সহ্য করিয়া স্বধর্ম্মে থাকিয়া হরি হরি করিয়া যাই।

১৩১৮ সাল আষাঢ়।

উদ্‌ঘাটন সঙ্কেত।

হৃদয় প্রফুল্ল শুনি লইলে যে নাম।
সে নাম লইতে কেন এত আনচান?
ছি ছি। পাপ! দূরে ত্যজ অনিচ্ছা তোমার
মরণ আলস্য তব কর পরিহার॥

কনক ভবন দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাক।
যা হয় হউক নাম লইতেই থাক ॥
দশম দ্বারেতে ভাবি অগ্নিময় স্থান।
দেহ পুড়াইয়া দেহ করহ নির্ম্মাণ ॥
অগ্নিস্থানে চিত্ত রাখি বিন্দু পরিমাণ।
সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে পুরহ সন্ধান।
পরে শ্বাসে শ্বাসে কর শুভ নাম গান।
আলস্য অনিচ্ছা নাশি ভাসিবেক নাম।
সে নামে মন্দির দ্বার খুলিবে আপনি।
অঙ্গচ্ছটা মুক্ত দ্বারে পাবে আগমনী ॥
দেখিয়া দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া উঠিবে।
ভিতরে যাবার পথে বাধা নাহি পাবে।
কালমেঘে বিদ্যুল্লতা ধমকি দাঁড়াবে।
চক্ষে চক্ষু রাখ সব স্থির হয়ে যাবে।
আবার জাগিয়ে করি মানসে পূজন।
ধীরে ধীরে উঠে নেমে ঘুচাও বন্ধন ॥
বাহিরে আসিবে যবে ভাবিবে মিলন।
একক্ষণও থাকিও না হয়ে বিস্মরণ ॥
স্থূলে এই ভাবে কর কর্ত্তব্য পালন।
মন্দির ভিতরে সূক্ষ্মে থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
তারে শুনাইয়া কর স্তব স্তুতি গান।
তারে শুনাইতে কর পঠন পাঠন ॥

তারে ভাবি কর কর্ম্ম করহ ভাবন।
জীবন খুলিয়া যাবে সিদ্ধ 'প্রণিধান'॥
দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'লে ভিতরে ঢুকিবে।
নব দ্বার রুদ্ধ করি অপূর্ব্ব দেখিবে॥
চন্দ্রকলা সূর্য্যবিন্দু মধ্যে সিংহাসন।
হুতভুক্‌ শিখাত্রয় পরম শোভন॥
ত্রি-আলোক উদ্ভাসিত মধুর মূরতি।
দিবায় দক্ষিণে টানি ভিতরেতে স্থিতি॥
নিশায় বামেতে টানি দক্ষিণে ফেলিবে।
স্থিতিতে জ্যোতির মাঝে অপূর্ব্ব দেখিবে॥
এইভাবে ত্রিসন্ধ্যায় করিয়া আরতি।
তার অপেক্ষায় চিতে বাড়াইবে রতি॥
তাহার হিয়ার ধন হিয়ায় সে লবে।
খেলার নবীন সাথি চিরদিন রবে॥
দুয়ে এক তবু দুই যখন তখন।
এই খেলা খেলি ব্রত কর উদযাপন॥

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

পার্ব্বতীর সখী

অকূলে পড়িয়া কূল পাইতে যদি কাহাকেও দেখা যায় তবে মৃত প্রাণে সাড়া আইসে। সেইরূপ দৃষ্টান্ত সমাজের কাছে দেওয়া উচিত, যদি একজনও তাহার অনুসরণ করিয়া ধন্য হয়।

শুভব্রত আত্রেয় বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ। নিবাস ৺কাশীধাম। স্ত্রীর নাম শুভব্রতা। স্বামী নিয়ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন আর স্ত্রী পতি-সেবাকেই প্রধান ধর্ম্ম জানিয়া সর্ব্বদাই সেবা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

কিছুদিন গেল। শুভব্রতা এক কন্যা প্রসব করিলেন। মূলা নক্ষত্রের প্রথম পাদে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থিত হইলে যে শুভক্ষণ আইসে সেই শুভক্ষণে কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম হইল সুলক্ষণা।

কন্যা বড়ই সুন্দরী হইয়া উঠিল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইল—হইয়া গৃহকার্য্যে নিতান্ত দক্ষা হইল। এত রূপ, এত গুণ, তাহার উপর যৌবন আসিল। পিতামাতা উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পাত্র মিলে না। পিতামাতা চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল। শুভব্রত সেই জ্বরে দেহত্যাগ করিলেন।

আর শুভব্রতা? একমাত্র স্নেহের কন্যা—এখন আর তাহার দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করিল না। স্বামী জীবিত বা মৃত হউন পতিব্রতা নারী সকল অবস্থাতেই স্বামীর অনুসরণ করেন।

ইহাই সতীধর্ম্ম। যে আপন ধর্ম্ম রক্ষা করে ত্রিভুবন তাহার সহায়। পতি-চরণ সেবিকা স্ত্রী কখন বিপদগ্রস্তা হন না। জগতকে সতীধর্ম্ম শিখাইবার জন্যই যেন শুভব্রতা পতির অনুমৃতা হইলেন।

সুলক্ষণা এখন একাকিনী! কন্যা অতি দুঃখ সহকারে মৃত পিতামাতার ঊর্দ্ধদৈহিক-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। শোককাতরা হইয়া কোনরূপে দশ দিন কাটাইলেন।

সুলক্ষণা দরিদ্রা, সুলক্ষণা অনাথা। ভাবিতে লাগিলেন— আমার গতি কি হইবে? কেমন করিয়া এই সংসার-সমুদ্র পার হইব? আমার যে কেহই নাই। পিতামাতা, কাহারও হস্তে আমায় অর্পণ করেন নাই। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে পারি না। যদি তাও করি—যদি তাঁহার সহিত আমার মনের অনৈক্য হয়—তিনি যদি গুণবান্ বা সংকুলসম্ভব না হন তবে তাঁহাকে লইয়া কিরূপে সংসার করিব? আমি গুণবান্ পতি, সংকুলজাত পতি নিশ্চয় করিব কিরূপে? পিতা থাকিলে তিনিই ইহা নিশ্চয় করিতেন।

সুলক্ষণা স্থির করিলেন বিবাহ করিব না। বহু যুবক তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইল। সুলক্ষণা সকলের প্রার্থনা অনাদর করিলেন। কাহাকেও স্ব-দেহ দান করিলেননা।

কি করিয়া দিন কাটিবে? পিতামাতা কতই স্নেহ করিতেন, এখন একবারও আর স্মরণ করেন না, দেখিতেও আসেন না। সংসার নিতান্ত অসার। এখানে চক্ষের আড়াল হইলেই আর কেহ কাহারও নয়।

দেহ নিতান্তই অনিত্য। সংসারে কোন বস্তুই স্থায়ী নহে। এই সংসারে আকাঙ্খার বস্তু কিছুই নাই। আমি মনে করিলে এখনি পিতামাতার মত এই নশ্বর-দেহ হইতে আপনাকে অপসারিত করিতে পারি। তাহা করিব না।

এখানে কি করিবার কিছুই নাই? এখানকার সমস্তই নশ্বর। কিন্তু তুমি? এই জগতের বিধাতা—জীব হৃদয়ের রাজা—তুমি নিত্য বলিয়া শুনি—তুমি আনন্দময় বলিয়া শুনি—আমি তোমার জন্য এই নশ্বর-দেহ পাত করিব। আমি নিত্যধন, ধর্ম্ম সঞ্চয় করিব।

সুলক্ষণা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিলেন। ধনবান যদি দান না করে, এবং দরিদ্র যদি তপস্যা না করে, শাস্ত্র বলেন উভয়ের গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

সুলক্ষণা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। ৺কাশীর উত্তরে বরুণার দিকে অর্ক নামক কুণ্ড। উত্তরার্ক নামক সূর্য্যের কুণ্ড তাহা।

সুলক্ষণা উত্তরার্ক সূর্য্যের সন্নিধানে স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন কাশীপতিই তাঁহার ইষ্টদেবতা। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উত্তরার্ক সন্নিধানে উপবেশন করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিতেন। মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা জুটিত তাহা ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন, করিয়া আবার জপে বসিতেন। এইরূপে দিন কাটিয়া যাইত। সায়ং-

কালে আবার স্নান করিয়া আবার জপে বসিতেন প্রথম প্রথম নিদ্রা আসিত। সুলক্ষণা বসিয়া বসিয়াই নিদ্রার কার্য্য সমাধা করিতেন।

উগ্র তপস্যায় নিযুক্তা ঐ কুমারী তপঃকৃশা হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা হইলেন। সুলক্ষণা তপঃকৃশা হইলেও তপঃপ্রভাবে যেন সর্ব্বদা একটা জ্যোতি রাশির মধ্যে বেষ্টিত থাকিতেন। নিরন্তর কাশীনাথ কাশীনাথ করিতে করিতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাসিয়া উঠিত। সুন্দর মুখে সুন্দর চক্ষু বড়ই উজ্জ্বল দেখাইত। সুলক্ষণা যখন স্তব পাঠ করিতেন, যখন পড়িতেন—

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দ ভাজম্।
ভবদ্ভব্য ভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে।

যখন বলিতেন—

হে প্রভু! হে প্রাণনাথ! হে বিশ্বনাথ! হে জগন্নাথ! হে সদানন্দ! হে ভূতনাথ! হে ভূতেশ্বর! হে শিব! হে শঙ্কর! হে শম্ভু! হে ঈশান—হে প্রভু! আমি আপনার স্তব করি—আপনি প্রসন্ন হউন!—তাঁহার প্রার্থনা শুনিবার জন্য সমস্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত যেন স্তম্ভিত হইত।

আর এক আশ্চর্য্য সেখানে হইয়াছিল। যেখানে সুলক্ষণা তপস্যা করিতেন—তপস্যারম্ভের প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ এক

কৃশাঙ্গী ছাগী তথায় আসিয়া স্থির নেত্রে তদীয় তপস্যাব্যাপার নিরীক্ষণ করিত।

দেহ ত যাইবেই, মরিতে ত হইবেই তবে এ দেহের মমতা করিয়া, এ দেহ পরিশ্রম করিতে পারে না ভাবিয়া এই অসার দেহের জন্য নিত্যধন হারাইব কেন—মরিতেই যদি হয় তবে সকল মমতা ত্যাগ করিয়া সেই নিত্য সখার জন্য মরাই উচিত। এই সঙ্কল্প লইয়া যে তপস্যা করে তাহার সঙ্কল্প কি কখন শিথিল হয়? সুলক্ষণার তপস্যায় পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হইলেন—মহাদেবকে অনুগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

মহাদেব আসিলেন বর দিতে। সুলক্ষণা মহেশ্বরের তাপ-হারক বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন—সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে ধন্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখেই চিরারাধ্য শঙ্কর—পার্ব্বতীকে বামভাগে করিয়া বর দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সুলক্ষণা কি প্রার্থনা করিবে? কিছুইত খুঁজিয়া পায় না। নিজের প্রার্থনা নাই। সুলক্ষণা ছাগীর জন্য প্রার্থনা করিল। সুলক্ষণা বরাকী ছাগীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে মহাদেবকে অনুরোধ করিল। হায়! যাহারা পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে তাহারাই সার্থকজন্মা।

সুলক্ষণা বলিল ভগবন—এ অনাথা ছাগী আমার বহুতর সেবা করিয়াছে কিন্তু পশু বলিয়া এ কোন অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারে না।

ভক্তভয়ভঞ্জন মহেশ্বর সুলক্ষণার নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তি

দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। জগজ্জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ পার্ব্বতি! সাধুর পরোপকারিণী মহতী বুদ্ধি কত সুন্দর। সংসারে ইহারাই ধন্য, সকল ধর্ম্ম ইহাদের করস্থ! পরোপকার সঞ্চিত পুণ্য ব্যতীত অন্য কোন পুণ্যই চিরস্থায়ী হয় না। পরোপকার রূপ সুমহৎ পুণ্যই দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। হে দেবি! সুলক্ষণা সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসার পাত্রী—ইহাকে ও ছাগীকে কোন্ বর দিয়া সন্তোষ করিব তুমিই তাহা বিধান কর।

পার্ব্বতী সুলক্ষণাকে আপনার সখীরূপে যাচ্ঞা করিলেন আর ছাগী হইল কাশীরাজসুতা। ছাগী পৌষ মাসের রবিবারে দারুণ শীত জন্য ক্লেশ ভোগ করিয়া সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই অর্ককুণ্ডে স্নান করিয়াছে সেই পুণ্যে আমার বর প্রভাবে কাশীরাজের স্নেহময়ী কন্যা হইবে। অদ্যাবধি ঐ কুণ্ডের নাম কর্করীকুণ্ড।

সুলক্ষণা তপস্যা প্রভাবে পার্ব্বতীর সখী হইয়াছিলেন। কর্পূরতিলকা, গন্ধধারা, অশোকা, বিশোকা, চন্দননিশ্বাসা, মৃগমদোত্তমা, কোকিলালাপা, মধুরভাষিণী, গানচিত্তহরা,—প্রভৃতি পার্ব্বতীর সখী। চিরদিন ইহারা নিত্যানন্দে আছে। সুলক্ষণাও পরমানন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরের নিত্য সেবায় রহিয়া গেল। তপস্যা কর—তুমি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

সমাজে সুলক্ষণার মত অবস্থা কি কাহারও নাই? যদি দরিদ্র

কেহ থাকে তাহার পথ তপস্যা। যদি ধনবানের গৃহে বিধবা কেহ হয় তাহাকে আর ইহাতে উহাতে না ঠেলিয়া তাহার তপস্যার সুবিধা করিয়া দিতে কি আজ কোন পিতামাতা নাই? দিতে পারিলে যথার্থ মঙ্গল হইবে।

১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ।

লঘুপায়ে ভজা।

তোমার অভয়, চরণ পাইতে,
এ মোর বাসনা মনে।
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
না ভুলিব এক ক্ষণে॥
প্রভু! এমন দিন কি হবে।
কেমনে হইবে, কে বলিয়া দিবে,
সদা শ্রীচরণ হৃদে রবে॥
[আমি] বিফলে জীবন, কতবা গোয়ানু,
আর বা ক'দিন আছে।
[এখন] শ্রীচরণ পাব, সর্ব্বদা স্মরিব,
থাকিব তোমার কাছে॥
[আজি] এ মধু যামিনী, চাঁদের জোছনা,
সাগর বেলায় খেলে।

[আমি] একেলা বসিয়া, তোমা শুনাইয়া,
কত বলি বিয়াকুলে ॥
এ হেন সময়ে, পরাণ ভরিয়ে,
কে যেন কি বলে গেল।
[আমি] পরাণ পাইনু, পরাণ নাথের,
সাড়া হিয়া পরশিল ॥
জাগিয়া শুনিনু, সাগর হাসিয়া,
তারি কথা শুনাইছে।
নালাম্বু বেড়িয়া, সফেন লহরা,
তারি রূপ দেখাইছে ॥
অলসে জোছনা, বেলায় শুইয়া
তারে দেখে দেখে কয় ;
লঘুপায়ে ভঙ্গ, লীলারসে মঙ্গ,
এই ত উচিত হয়।

১৩২৬ ভাদ্র।

বারাণসীতে তপস্যা—সাধনা-সাধু।

(১) বারাণস্যাং জপেৎ যোহি মাসত্রয়ং বরাননে।
প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবৎ মাধ্যন্দিনম্ভবেৎ ॥
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যমেব সুসিদ্ধিদে।
নির্ব্বাণং তস্য দেবেশি অবশ্যং জায়তে শিবে ॥

যোগিনী-তন্ত্র।

বারাণসীতে তিনমাস ধরিয়া ইষ্টমন্ত্র যদি জপ করা যায়, প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এক নিয়মে, কোন দিন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-মন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র, যাহার যাহা বিশ্বাস, তাহা যদি জপ করা যায়, তবে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং মুক্তিলাভ হয়। ঐ শাস্ত্রেই দেখা যায়, পুষ্করে এক লক্ষ জপে, প্রয়াগে বিশলক্ষ জপে এবং জ্বালা-মুখীতে দুই লক্ষ জপে সিদ্ধি।

(২) যে ব্যক্তির যে প্রকার ভাবনা বা চিৎপ্রলম্ভ চিরকাল ধরিয়া উদয় হয়,—যিনি বহুকাল ধরিয়া ভাবনা-রাজ্যে যে ভাবে বাস করেন, তাঁহার সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। আপনার চিৎশক্তিই তপস্যা বা দেবতা হইয়া আকাশফলের ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

(৩) জ্ঞপ্তিদেবী বলেন, আমি সকলেরই মনোঽন্তর্গত সংবিৎ। যখন যে আমাকে যেরূপে স্ব স্ব কর্ম্ম-বাসনা-বলে ফলদানোন্মুখ

করে, তখন আমি তাহার সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করি,—তাহাকে সেই ফলই প্রদান করি।

(৪) পরমেশ্বরকে দিবারাত্র ভক্তিযোগে আরাধনা করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন। ঈশ্বর তোমার সন্নিধানেই আছেন ও তাঁহাকে সুখেই পাওয়া যায়। নিজ মহাজ্ঞানময় আত্মাই পরমেশ্বর। তিনি ভক্তকর্ত্তৃক বহুজন্ম ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়াই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেই চিন্ময় মহাপ্রভু পূর্ব্ব-সুকৃতবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের নিমিত্ত এক পবিত্র দূত প্রেরণ করেন। পরমাত্মা যে দূত প্রেরণ করেন, তাঁহার নাম বিবেক। এই বিবেকই আকাশে চন্দ্রের ন্যায় জীবের হৃদয়রূপ গুহামধ্যে পরমানন্দে অবস্থান করেন।

*

সাধনার ক্রম।

"শাস্ত্রজন্যাত্মজ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মযোগঃ স্থিতপ্রজ্ঞতারূপং জ্ঞাননিষ্ঠাং সাধয়তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপস্থিতপ্রজ্ঞতা যোগাখ্যামাত্মাবলোকনং সাধয়তি।"—রামানুজ স্বামী।

'অহং কর্ত্তা' এই অভিমান ত্যাগ ভিন্ন পরমানন্দ-লোকে স্থিতি হইবে না। কর্ম্ম করিলেই আমি কর্ত্তা—এইরূপ বোধ থাকে। "আমার কর্ম্ম"—এই বোধও থাকে। "আমার কর্ম্ম"—এই বোধ যতদিন আছে, আমাকে কর্ম্ম করিতে হইতেছে—এই বোধ যতক্ষণ আছে, ততদিন ঈশ্বর-প্রীতি জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছি—এই স্মরণে কর্ম্ম করিতে হইবে। সন্ধ্যা পূজা করি বা অধ্যয়ন করি,

ইহা তোমার আজ্ঞা বলিয়া। নিজের মনে যাহা উদয় হয়, তাহা করা ব্যভিচার। আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যখন বাধা পাই, তখন কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য শক্তি-প্রার্থনা করাই প্রার্থনা। উপাসনার পূর্ব্ব-অবস্থা—প্রার্থনা। আমাকে কর্ম্ম করিতে হইতেছে—এই বোধ যতদিন আছে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম কর। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই অথচ কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য শক্তি-প্রার্থনাকে ফলাকাঙ্ক্ষা বলে না। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নই—তুমিই আমার মধ্যে করিতেছ, এই বোধ যখন হইবে, তখনই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা জ্ঞানযোগ। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারাই আত্মদর্শন লাভ হয়।

সাধু "যে কার্য্য অনেকের সহিত মিলিত হইয়া করিতে হয়, সে কার্য্যে একার অভিমান অর্থাৎ আমি একা ইহার কর্ত্তা—এই প্রকার অভিমান করিলে পরিহাসাস্পদ হইতে হয়"।

(১) "তখন তুমি সাধু, যখন সংসারের মর্য্যাদা তোমার অন্তরে স্থান পায় না। স্বর্ণ ও রজত তোমার নিকটে যখন মৃত্তিকাতুল্য হয়। মৃত্তিকা যেমন হস্ত হইতে ঝাড়িয়া ফেল, রজত কাঞ্চন হস্তগত হইলে যখন সেইরূপ কর, তখনই তুমি সাধু"।

(২) "তখন তুমি সাধু, যখন লোকের প্রতি তোমার দৃষ্টি থাকে না,—স্তুতি নিন্দা সমান হইয়া যায়। লোকের প্রশংসায় তুমি স্ফীত হও না, লোকের নিন্দাতেও ক্ষীণ হও না"।

(৩) "তখন তুমি সাধু, যখন তোমার অন্তরে কোন কামনা

জাগে না। ইন্দ্রিয়-সেবায় ও অতি-ভোজনে যেমন সংসারী আনন্দিত, তুমি কামনা-ত্যাগে ও ভোগ-বিরাগে সেইরূপ সুখী।"

১৩১৬ ফাল্গুন।

শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।

কার চাওয়া পেয়ে মরণে বাঁচিয়ে
ফুটিলে বিচিত্র রঙ্গে।
বসিয়া বসিয়া কোথা যেতে চাও
কাহারে লইয়া সঙ্গে॥
কাহার পরশ শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া
গজেন্দ্র গমনে যাও।
চরণ তুলিয়া চরণ ফেলিতে
কি দেখে দাঁড়ায়ে রও॥
থির সুখাসনে বসিয়া গমনে
সরোজে সরোজ দেখি।
লোক লাজ ভয়ে ইতি উতি চাও
কি কও কাহারে ডাকি॥
ধারা বহে চ'ক্ষে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে
হিয়ায় অঞ্জলি ধ'রে।

কি বুঝাতে চায় কাহারে বুঝায়
এমন করুণা ক'রে ॥
জগৎ জীবন হিয়ার রতন
হৃদয়-সরোজ ছেড়ে।
কি ভাবিয়া চিতে চরণ ছুঁইতে
চরণে থাকে গো প'ড়ে ॥
যাহার চরণ পরশ লাগিয়া
হরি হর সদা ফিরে।
ছি ছি মা সরমে শিহরি মরমে
উঠাই শ্রীহাতে ধ'রে ॥
ভাবে গড়া সেই ভাবময়ী এই
ভাবের মিলন জেনে।
হরি হরি বলি জাগা দূরে ফেলি
ঘুমায়ে থাকনা কেনে ॥
হিয়ায় জড়ায়ে মুখে কর নাম
সেবা ব্রত তারই জন্য।
মরণ সাগরে অমিয়া উঠিবে
জীবনে রবেনা দৈন্য ॥

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ।

সেবাধর্ম্ম।

দুরন্ত কলি,—একালে মানুষ বড়ই হীনবীর্য্য—বড়ই হীনবল। স্ত্রীজাতিও বহু কুসঙ্গে সুপথভ্রষ্টা। দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা রক্ষা করিতে যে কেহই পারিবে না, এ কথা কে বলিবে? যাঁহারা কষ্টসাধ্য তপস্যায় থাকেন, তাঁহারা কলিমধ্যগত সত্যযুগে বাস করেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতীর সংখ্যা বড়ই অল্প।

একালের দুর্ব্বল নরনারীর জন্য সেবাই পরমধর্ম্ম। স্ত্রীলোকের পতিই সাধনার বস্তু; পুত্রের পিতামাতাই সাধনার সামগ্রী; শিষ্যের গুরুই তপস্যার স্থান।

স্ত্রীলোক—পতিসেবা, শিষ্য—গুরুসেবা, পুত্রকন্যা—পিতৃমাতৃসেবা দ্বারা সহজেই ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে। সেবাই যাঁহাদের তপস্যা, তাঁহারা সুখ দুঃখ, শীতাতপ, প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া, প্রাণপণে সেবা করিয়া যাউন; অবিচারে সেবা করুন; নিজের সুখে আদৌ দৃষ্টি না করিয়া ভগবান্-বোধে সেবা করিয়া যাউন,—নিশ্চয়ই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। এই সেবাধর্ম্মে নিজের রাগ ও দ্বেষ নিশ্চয়ই দূর হইবে—রাগদ্বেষ দূর হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইল।

পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে প্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ আছে।

পশ্চিম-সমুদ্রতীরে দ্বারকা নগর। তথায় শিবশর্ম্মা নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ যোগজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার যজ্ঞশর্ম্মা, বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা ও সোমশর্ম্মা নামক পাঁচটি

পুত্র ছিল। পুত্রগুলি সকলেই পিতৃমাতৃভক্ত। পিতা ইহাঁদিগকে কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পিতৃ-আজ্ঞায় ইহাঁরা নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতৃ-আজ্ঞায় একজন মাতার দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন। ইহাঁরা জানিতেন, পিতাই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা পিতৃশক্তি-প্রভাবেই সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই জন্য পিতার তুল্য পূজনীয় জগতে আর কেহ নাই।

শিবশর্ম্মা তাঁহার চারিপুত্রকে বরদান করেন; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে রাখিয়া তিনি তীর্থসেবা জন্য বহির্গত হয়েন।

পিতার বরে প্রথম চারি পুত্র পরমপদলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পিতার কাঠিন্য অবজ্ঞা এবং প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও সর্ব্বদা পিতার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনী হইতে এই সত্য পাওয়া যায় যে, যে সকল মনুষ্য ভক্তিসহকারে পিতা-মাতার সেবা এবং প্রাণপণে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা চরমে পরমপদ লাভ করেন।

পিতাকে যিনি ঈশ্বরস্বরূপ ও মাতাকে সাক্ষাৎ-শক্তিরূপা জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের প্রিয়ানুষ্ঠান করেন, তিনি পরমপিতা পরমেশ্বর ও বিশ্বজননী ভগবতী প্রকৃতিদেবীর পরম প্রিয়পাত্র হইয়া পরিণামে পরমাগতি লাভ করেন।

পিতামাতার অহিতাচারী ব্যক্তির পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। জনক-জননীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে অসীম যাতনা ভোগ করিতে হয়।

শিবশর্ম্মার পুত্র সোমশর্ম্মাই পরজন্মে প্রহ্লাদ হইয়াছিলেন। এই সোমশর্ম্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পিতামাতা যোগবলে গলিত কুষ্ঠরোগীর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। কৃমি-পরম্পরা-পরিপূর্ণ মাংসপিণ্ডাকার পিতামাতাকে দেখিয়া শোমশর্ম্মা নিতান্ত কাতর হইলেন। সোমশর্ম্মা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভগবন্! পুত্র হইয়া কি প্রকারে পিতাকে এরূপ যাতনা ভোগ করিতে দেখিব? যে পুত্র পিতার কোন প্রকার ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করে, সে পুত্রনামের যোগ্য নহে।

শিবশর্ম্মা পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন; বলিলেন, বৎস! বৃথা শোক ত্যাগ কর। দেহীমাত্রেই সুখদুঃখভোগী। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। জগতে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। সকলকেই জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয়। ইহজন্মের ফল পরজন্মেও ফলিয়া থাকে। কর্ম্মজনিত পাপপুণ্য-প্রসাদেই লোকে মৃত ও অমৃত হইয়া থাকে। তুমি বৃথা শোক করিও না—প্রাণপণে আমাদের সেবা কর।

সোমশর্ম্মা তখন পিতাকে বলিলেন, "হে গুরো, আমি জানিয়াছি, জনক-জননীর সেবা ব্যতীত এ পাপাত্মার মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, এই জন্য আপনাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিতেছি।" এই বলিয়া পুত্র স্বহস্তে রুগ্ন পিতামাতার মূত্র পুরীষাদি পরিষ্কার করিয়া, তাঁহাদিগকে স্নানাহারাদি করাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। মূত্র-পুরীষ-শ্লেষ্মাদি

পরিষ্কার করিতে পুত্রের কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হইত না। প্রতিদিন এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়া তিনি পিতামাতাকে স্কন্ধে করিয়া তীর্থ-দর্শনাদি করাইয়া আনিতেন। উত্তম অন্নাদি পাক করিয়া পিতামাতাকে ভোজন করাইতেন; চারুশয্যা রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শয়ন করাইতেন। তাঁহাদের যখন যাহা অভিলাষ হইত, পুত্র তৎক্ষণাৎ তাহা করিতেন। ছদ্মবেশী পিতা ইহার উপর পুত্রকে তিরস্কার করিতেন, নানাপ্রকার কঠোর বাক্য বলিতেন। পিতা কখন পুত্রকে পিতৃদ্বেষী বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন,—কখন অযথা নিন্দা করিতেন; কখন ক্রোধান্ধচিত্তে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন;—কখন বলিতেন, আমি বৃদ্ধ ও রুগ্নদেহ হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা ও অযত্ন কর। তোমার জানা উচিত, যখন তুমি বালক ছিলে, তখন তোমার মলমূত্র আমরা স্বহস্তে মুক্ত করিয়াছি, তোমার কত উপদ্রব সহ্য করিয়াছি; তুমি পীড়িত হইলে, আমরা পীড়িতের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছি; এখন কি তুমি সমস্ত ভুলিয়াছ?

পুত্র কিন্তু সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পুত্র সকল সময়েই মনে করিত, পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা; তাঁহাদের সেবার নিমিত্তই পুত্রের জন্ম। এই ভাবিয়া পুত্র সানন্দে সেবা করিত। সোমশর্ম্মা পিতার বরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করেন। কিন্তু মৃত্যুকালে দৈবক্রমে দৈত্যগণ আসিয়া নিতান্ত কোলাহল করেন, তাহাতেই মৃত্যুকালে তাঁহার দৈত্যচিন্তা হয়। তজ্জন্য তিনি প্রহ্লাদ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬১৬ ফাল্গুন।

দক্ষিণা মূর্ত্তি

হৃষীকেশ দূরে ফেলি' চলহ উত্তরে,
যথায় লক্ষ্মণ মূর্ত্তি মন্দাকিনী তটে
সুন্দর পর্ব্বত-মালা ! সুন্দরী জাহ্নবী !
পর্ব্বতের কোলে কোলে গঙ্গার প্রবাহ !
হিমাদ্রি দেখিয়া হেথা মনে ভ্রম হয়,
যেন বা মেনকা রাণী উমার বিদায়ে
কাঁদিয়ে দাঁড়া'য়ে আছে পশ্চাৎ ফিরিয়া ;
উমার গমন পথ না পারি দেখিতে।
সীমন্তের দুইধারে মুক্ত কেশপাশ
এলায়ে পড়েছে যেন পর্ব্বত আকারে।
প্রভাতে তপন উঠে পর্ব্বত পশ্চাতে,
সিন্দূরের টীপ মত মেনকার ভালে।
দূরে—গঙ্গা পার হেতু লছ্মন ঝোলা,
ঝুলিছে শৃঙ্খল-বাঁধা স্তম্ভশির হ'তে।
ঝোলা পারে গঙ্গাতটে আছে দাঁড়াইয়া
আপন ছায়ায় ঘেরা বটবৃক্ষরাজি।
দূরে দেখ চেয়ে ওই হিমগিরি শিরে
পবিত্র আশ্রম শোভে—বটতরু মূলে ;
অহো ! কি সুন্দর তরু, পত্রে পত্রে আঁকা
কোটি কোটি ইন্দ্রধনু, নানাবর্ণ-মাখা

যথা কাচ খণ্ড দিয়া দেখিলে দেখায়
সর্ব্ববর্ণ-ভরা তরু চিত্রে আঁকা যেন।
ঊর্দ্ধে তরু-শিরঃ আছে আকাশ ছাইয়া:
কিছু নিম্নে, দেখ চেয়ে ত্রিঝুরি নেমেছে,
সহস্রার ছত্রতলে ত্রি-নাড়ীর মত
মধ্যঝুরে স্কন্ধ মাঝে শোভিছে সুন্দর
ঘেরিয়া এ বালাশ্রম—আলোক মন্দির!

এই সেই পুণ্যাশ্রম সুন্দর মন্দির
রজতের গিরি মত উদ্গারিছে আভা!
মন্দির শিখর দেশে ধীর প্রস্রবণ
বহে মন্দ রবে—হরশির জটে যথা
শিব-সীমন্তিনী হেলে দুলে কথা কয়
উন্মত্ত ভাষায়!—কিম্বা, যথা মৃদুরব
শূন্যে ভেসে আসে, বারি বরিষণ কালে।
মন্দিরের ভাল তটে কৌমুদীর মাঝে
শোভে অর্দ্ধমাত্রা কোলে দীপক উজ্জ্বল—
মহেশের মৌলে যথা চন্দ্রদল শোভে!
ব্যাঘ্র ছালা চারিধারে আঁটা কটিতটে,
মনে হয়, দিগম্বর দিয়াছে আশ্রয়
মন্দির মূরতি ধরি' বালক যোগীরে!
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ!—বালা যোগী একা
কা'র ধ্যানে নিমগন সেই যোগী জানে!

নির্জ্জন আশ্রম ভূমি! শান্ত দশদিক—
ঊর্দ্ধে দুলে নীলাকাশ—নীচে হিমালয়!
নীরব প্রকৃতি!—প্রকৃতির নীরবতা
দূর হৃদয়ের তলে, শান্তি দেয় আনি'।
অকস্মাৎ চারিধারে "ব্যোম্" শব্দ উঠে;
কুলে কুলে গঙ্গা ডাকে করি প্রতিধ্বনি,
উপরে মন্দির ডাকে গাল বাছ্য করি।
চিত্র বটতরু যেন শির দোলাইয়া
সাদরে সম্ভাষে কা'রে। মন্দিরের দ্বারে
বৃদ্ধ এক দাঁড়াইয়া, ভস্ম অঙ্গে মাখা,
শিরে শোভে জটাভার, গলে অক্ষ দোলে।
কাতরে ডাকিল বৃদ্ধ 'গুরু দয়াময়!'
খুলিল মন্দির-দ্বার আপনা আপনি!
ঝলসিল অন্তর্জ্যোতি বাহিরে আসিয়া
উল্কার প্রকাশ মত—স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ মাখি'
বৃদ্ধ শিষ্য প্রবেশিল মন্দির ভিতরে।
মধুর নিঃস্বনে—ধীরে—মুদিল মন্দির,
যথা মুদে কমলিনী চন্দ্রমা উদয়ে
ষট্‌পদ ধরিয়া হৃদে, অতি ধীরে ধীরে!
সুনীল আসনে বসি', স্থির সুখাসনে
বালাযোগী—অঙ্গে মাখা কোটি-সূর্য্য-আভা!
চন্দ্র-কোটি সুশীতল! কপালে চন্দ্রমা—

আঁখি-তারা স্থির—বাঁধা তৃতীয় নয়নে,
মৌলিবদ্ধ জটাতলে। এখানে ওখানে
মৌলিমুক্ত কেশগুচ্ছ এসেছে নামিয়া
চন্দ্রাগ্নি-উজ্জ্বল নীল কুন্তল ছাড়িয়া,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত সুকোমল ভালে।
ভ্রমর তারকা!—মধুপানে মত্ত হ'য়ে
ডুবিয়াছে আঁখি-পদ্মে, উড়িতে না পারি';
চারু মুখে বিম্ব ওষ্ঠ—কহনে না যায়
কি শোভে অলক্তরাগ তুষার কমলে!
গলে শোভে মুক্তাহার, রুদ্রাক্ষে জড়িত;
কটিতটে ব্যাঘ্রছালা, অযত্নে বেষ্টিত;
মৃণাল সুভুজ আছে বিলাসে পড়িয়া
উরু'পরে বদ্ধাসনে—কুঙ্কুম রঞ্জিত
করাঙ্গুলি সহ, মিশিয়াছে পাদপদ্ম—
চন্দ্রে চন্দ্রে ঝক্‌মকি অপূর্ব্ব মাধুরী!
সুন্দর এ বালাযোগী—কভু মনে হয়,
এ যেন গোপন মূর্ত্তি—যেন ছদ্মবেশে
ধ্যানে মগ্ন এ আশ্রমে গিরিরাজ-সুতা!
বৃদ্ধ শিষ্য প্রণমিল যুবা গুরু পা'য়
আর জিজ্ঞাসিল, "গুরো! যাবে কতদিন
এ ভাবে অজ্ঞান মাঝে? দাও জাগাইয়া,
দেখুক নয়ন মোর—কেমনে আমার

হিয়ার এ গুরু-মূর্ত্তি, জগতের গুরু,
কেমনে এ ইষ্ট-মূর্ত্তি, বিশ্বরূপ ধরে ?”
সংশয় না রয়—আর নয় বিপর্য্যয়,
দাও মিটাইয়া প্রভো !—দাও কৃপা করি ;
দেখি আমি ‘তৎ ত্বং’ অপূর্ব্ব মিলন !
ঘুমঘোরে যুবা-গুরু মিলিল নয়ন
মৌন ব্যাখ্যা বৃদ্ধ-শিষ্য সংশয় ছেদন।
সুন্দর দক্ষিণা মূর্ত্তি ! সুন্দর কেমন
শব্দব্রহ্মে বিজড়িত পরব্রহ্ম যেন !
কভু অর্দ্ধ-নারীশ্বর মঙ্গল মিলন ;
কোটি নাম—কোটি রূপ—চিত্ত বিনোদন !
সকলি আমার গুরু মদনমোহন
নমি আমি, নমি গুরো ! দক্ষিণা মূরতি,
মায়া না পরশে, নাথ ! এই গো মিনতি।

স্মরণ মঙ্গল।

আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—ত্রিতাপ তাপিত পথিক! তুমি কি চাও? তুমি বড় দুঃখী, ইহা ত আমি দেখিতেছি। তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, যখন তুমি অজ্ঞান হইয়া যাও—যখন তুমি ভুলিয়া থাক, তখন হাহা হিহির ব্যাপারে মগ্ন হইয়া যাও, তখন অজ্ঞানেই বল "বেশ আছি।" সে কিন্তু ক্ষণিক। তুমি কিছুতেই জুড়াইতে পার না। যখন বালক ছিলে তখন কখন হাসিয়াছ, কখন কাঁদিয়াছ—হাসি-কান্না অজ্ঞানমাত্র। সেই হাসি কান্না বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কখন সুখী মনে করিতেছ, কখন দুঃখী মনে করিতেছ—ইহার মধ্যেই তুমি রহিয়াছ, ইহার হাত হইতে এড়াইতে পারিতেছ না। একভাবে তুমি থাকিতে পারিতেছ না। তুমি যে ত্রিতাপ-তাপিত তাহা ভুলিয়া যখন কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া তাহাতে লাগিয়া পড়, তুমি ভাব "বেশ আছি।" যখন বালক ছিলে তখন একরূপ হাসি কান্না ভুগিয়াছ, আর যৌবনে অন্য প্রকার নেশায় মত্ত হইতেছ। আবার জরা আসিবে, আবার অন্যরূপ বিপদ আসিবে, অন্যরূপ ভয় হইবে, কৈ তুমি নির্ভয় হইলে? শাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন, তুমি মিলাইয়া লইও।

বাল্যে গতে কল্পিত কেলিলোলে

মনোমৃগে দারদরীষু জীর্ণে॥

শরীরকে জর্জ্জরতাং প্রয়াতে

বিদূয়তে কেবলমেব লোকঃ ॥

জরাতুষারাভিহতাং শরীর—

সরোজিনীং দূরতরে বিমুচ্য ॥

ক্ষণাদ্গতে জীবিতচঞ্চরীকে

জনস্য সংসারসরোঽবশুষ্কম্ ॥

পথিক! এখন তোমার কথঞ্চিৎ জ্ঞান আসিয়াছে। একটু গত আগত বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে এই সংসারে লোকে কেবলই কষ্ট ভোগ করে। যেমন বাল্যকাল গত হইল অমনি মনোমৃগ কল্পনা-প্রসূত অন্যপ্রকার ক্রীড়ার জন্য লোলুপ হইল। সম্মুখে স্ত্রী। স্ত্রীরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পত্নী-ক্রীড়ায় শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সংসারে কত প্রকারের শরীর দেখ। যেমন সরোবরে কত শত সরোজিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। আর জীবন-মধুকর পদ্মে পদ্মে উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জরা-হিমানী-পাত হইল। শরীর-সরোজিনী শুখাইল, জীবন-ভ্রমর উড়িয়া গেল। সংসার সরোবর শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিল।

বড় বড় "ভারত ভারত" চীৎকারকারীরও মৃত্যুকালে নিদারুণ যাতনা হইয়াছে—কিন্তু যাঁহারা আত্মোদ্ধারের সহিত জগতের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ভিতরে শান্ত হইয়া করুণা দৃষ্টে জগতকে দেখিয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই মহাপুরুষেরাই আপনার

কল্যাণ সাধিত করিয়া জগতকে কল্যাণ-পথে চালাইবার উপায় বলিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরণ করিয়া অন্যকে আচরণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভাই পথিক—তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হইলে তুমি শান্ত হও? তুমি এই সংসার-মরুভূমে ত্রিতাপ তাপিত। ইহার জন্যই তুমি একভাবে থাকিতে পারিতেছ না। যখন হাহা হিহিতে থাক তখনও মনে করিও এখনি হুহু করিতে হইবে। আগে ঠিক করিয়া লও, কি চাও? ভাল করিয়া, নিজে যাহা পাইলে জুড়াইতে পার তাহা ঠিক করিয়া লও। পরে তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্য করিও।

আমি তোমায় বলিতেছি তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, পথিক! একটি বস্তু তুমি চাও! সকল মানুষেই একটি বস্তু চায়। সেই বস্তুটি এই—'তুমি কে?' তোমার শক্তি কে? তুমি তোমার নিজ শক্তিকে দেখিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে চাও।

যেমন মহেশ্বর নিজ শক্তি উমাকে দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই চাও। "নিজ শক্তিমুমাংপশ্য মহেশইব নৃত্যসি"।

আর যদি প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া থাক তখনও বুঝিবে যে যখন তুমি তোমার ক্রীড়া দ্বারা, তোমার নৃত্য ব্যাপারে, তুমি তাহার পূজা পাইয়াছ তখনই তুমি জুড়াইবে। সেই জন্য যে শক্তির পূজা সকলে করে—সেই শক্তি যাহা করেন সকলে তাহাই করিতে চায়। কি করেন তিনি?

"শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরব্রহ্মপ্রপূজিতা" সেই মহাশক্তি মঙ্গলময় পরম বিভুর সম্মুখে নিত্যই নৃত্য করেন, আর তিনি পরমব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রপূজিতা। তুমিও তাহাই চাও। সকলেই এই চায়। মীরাবাই তাই বলিয়াছিলেন "হে গিরিধারীলাল, হে শ্যামবরণ আমাকে চাকরাণী রাখ, আমরা তোমার সম্মুখে নৃত্য করিয়া তোমার আনন্দ উৎপাদনে ধন্যা হইব।"

ভক্তের সাধ দেখ —

মোকে চাকর রাখোজী শ্যামবরিয়া গিরিধারীলাল।
চাকর রহতী, বাগ লগান্তা নিত্য উঠি দরশন পাতী ॥১

চাকরী ম্যায় দরশন পাবৌ স্নুমিরণ পাবৌ খরচী।
ভাব ভক্তি জাগীরী পাবৌ তিন লোককী খরচী ॥২

মোদী পুছে মদনমোহন সো কহা মহিনা পায়ো।
তিন লোক জাগীরী পায়ো নিরন্তর পটো লিখায়ো ॥৩

যোগী আয়ে যোগ করণকো তপ করণে সংন্যাসী।
রাম ভজনকো সাধু আয়ে বৃন্দাবনকে বাসী ॥৪

উচো উচো মহল বনায়ো বিচ বিচ রাখী বারি।
সাঁবলিয়াকে আগে নাচুঁ ওড়ি পীতাম্বর সাড়ী ॥৫

মোর মুকুট পীতাম্বর সো হ্যায় গলে বৈজন্তী মালা।
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাবৈ মোহন মুরলিবালা ॥৬

চৌকা দেউঙ্গি ঝারু দেউঙ্গি গোবর উঠাঁউ বাসী।
সাঁঝ সবেরে জলভরী লাউঁ সব সন্তনকো দাসী ॥৭

মীরা কহে প্রভু গিরিধরলাল গোয়ালিন্‌কে দরশন দীনো।

যমুনজীকে তীর ॥৮

এই যে “সাঁবলিয়াকে আগে নাঁচু ওড়ি পীতাম্বর সাড়ী”— পীতাম্বরী সাড়ী পরিয়া শ্যামবরণের আগে আগে নৃত্য করা বুঝি এই সেই “শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরব্রহ্মপূজিতা” করিয়া গিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন। পুরুষের আপন শক্তির নৃত্য দর্শন ইহা অপেক্ষা আর প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই, আর প্রকৃতির তাহাই জানিয়া “সাঁবরিয়া আগে নাঁচু ওড়ি পীতাম্বর সাড়ী” ইহা অপেক্ষা সুখ আর কিছুই নাই। আর সারা জগতে এই এক নৃত্যই পরম সুখকর। রাত্রিকালে চারিদিক যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আকাশ যখন মেঘাবৃত—মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন—সেই সময়ে যখন চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া নবীন জলধর গাত্রে বিদ্যুল্লতা নৃত্য করে তখন সে দৃশ্যে কে না রস পায়? এই না সেই আদি দৃশ্য? রামরূপী জলধরকে জানকী কানকা লতাই প্রকাশ করেন—শ্যামরূপী কালাম্ভোধরকে সুকেশী, নীলবস্ত্রা, অঞ্জনাক্ষী, কৃষ্ণরামা শ্রীরাধিকা প্রকাশ করেন, আর শক্তিই শিবের প্রকাশিকা। স্বপ্রকাশের প্রকাশ এইরূপ। মানুষ ইহাই দেখিতে চায়—ইহাই হইতে চায়।

আপনার শক্তি-সন্দর্শন—আপনার সম্মুখে আপন শক্তির নৃত্য ইহা অপেক্ষা পথিক! আর সুন্দর তুমি কি চাও? যতদিন না আপন শক্তিকে আপন বিশাল হৃদয়ে নৃত্য করিতে দেখ, যতদিন না আপনি আপনাকে সীমাশূন্য অনন্ত আকাশের মত

বক্ষ জুড়িয়া থাকিতে দেখ—জগতের সমস্ত শক্তিই সেই সীমাশূন্য শিবহৃদয়ে নাচিতেছে না দেখ, ততদিন তুমি জুড়াইতে পারিবে না। যতদিন তোমার আত্মদর্শন না হয়, যতদিন তুমি আত্মার উপরে আত্মশক্তির ছন্দে ছন্দে নৃত্য না দেখ ততদিন তোমার স্বচ্ছন্দতা নাই।

যশোদা কৃষ্ণকে আঙ্গিনায় নাচাইতেন, কালী শিববক্ষে নৃত্য করেন—কেন এই ভগবানের নৃত্য? কেন সাধকে এই নৃত্য এত ভালবাসেন? শক্তির চৈতন্য সহিত নৃত্য, ইহাই না আদি স্পন্দন? পরিপূর্ণ শান্ত পরমাত্মার চলনই এই স্পন্দন, এই নৃত্য। তাই গায়ত্রী "ছন্দসাং মাতঃ"। এই স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি। এই ছন্দই আবার বেদ। এই ছন্দই আবার গায়ত্রী, উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সপ্তভাগে বিভক্ত। আরও আছে ব্যক্তি, কান্তি, সত্যা, বিরাট, বিভ্রাট, বিস্তারপঙ্ক্তি, কাত্যায়নী, মহাজগতী, মহিম্নতী, নৃমতী, ভূচ্ছন্দ, ভুবচ্ছন্দ—কত অনন্ত ছন্দে এই আদিশক্তি নিরন্তর নৃত্য করেন। গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণ, অন্যান্য ছন্দে অন্য সমস্তের উৎপত্তি। তাই ছন্দে থাকিলে তাহাকে বলে স্বচ্ছন্দ। ছন্দভঙ্গেই ব্যভিচার। তালে তালে ছন্দ যদি না হয়, তালে তালে নৃত্য যদি না হয়, এক সুরে সব যদি না বাজে তবে ত সঙ্গীত ভাল লাগে না। জগতে যেখানে সঙ্গীত নাই, সেখানে রস নাই, সেখানে আনন্দ নাই; সেখানে ভগবান আচ্ছাদিত—সেখানে ভগবানের প্রকাশ নাই।

শক্তিই ছন্দ, শক্তিই-স্পন্দন। এক মহা-স্পন্দনে জগৎ নাচিতেছে। তাই বলিতেছিলাম আপনার শক্তিকে দর্শন কর। কখন শক্তি সঙ্গে এক হইয়া পরম-পুরুষের কাছে নৃত্য কর, কখন পুরুষ হইয়া শক্তির নৃত্য দর্শন কর। এই শক্তির নৃত্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নৃত্য হইতেছে বুঝিবে।

পথিক! যাতে তাতে, নাচিলে হইবে না, ছন্দে ছন্দে নাচিতে হইবে। যখন ছন্দে ছন্দে সকল কার্য্য করিতে পারিবে তখনই তোমার সব জ্বালা জুড়াইবে। তাই আগে এক ছন্দে এক স্পন্দনে মনকে স্পন্দিত করিতে অভ্যাস কর। ইহার জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অসচ্ছন্দে স্পন্দন ত্যাগ করিতে হইবে আর মনকে ছন্দে স্পন্দন বা উপাসনা করাইতে হইবে।

ঋষিগণ এই উপাসনা বুঝিতেন, এই উপাসনা করিতেন— অপরে উপাসনা বুঝিয়া করে না—প্রার্থনা করে মাত্র। প্রার্থনা এক বস্তু, উপাসনা আর এক বস্তু। না বুঝিলে উপাসনা হয় না—প্রার্থনায় একটি বিশ্বাস মাত্র থাকে। এস এস একবার উপাসনা কর। নিত্যই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মনকে ব্রহ্মভাবে স্পন্দিত করিবার অভ্যাস করা উচিত। সূর্য্যাদি সূরগণ স্থির দৃষ্টিতে কোন্ সীমাশূন্য পরম পদের পানে চাহিয়া আছেন দেখিতেছ? উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এস এস উপাসনা কর।

শরীরী বিশ্ব।

কি দেখা'লে বিটপী দেখাও আর বার।
নেত্র জলে ভাসে দেখ হৃদয় আমার॥
জনম ভরিয়া দেখি, আছ দাঁড়াইয়া।
সেই পত্র, সেই শাখা, শূন্যে প্রসারিয়া॥
কখন হিল্লোলে দোলে তোমার শরীর।
কখন চঞ্চল তুমি, কখন গম্ভীর॥
মহান্ অনন্ত তলে পুত্র কন্যা ল'য়ে।
জলে ঝড়ে সমভাবে আছ দাঁড়াইয়ে॥
নূতন সৌন্দর্য্য আজ পাইলে কোথায়?
কেন কাঁদি, নাহি বুঝি দেখিয়া তোমায়॥
নির্ব্বাতে গম্ভীর মূর্ত্তি হেরিয়া তোমার।
অতি ধীরে হৃদি শান্ত হ'তেছে আমার॥
কি জানি কাহারে যেন দেখিতেছ তুমি।
কি জানি কাহারে যেন দেখিতেছি আমি॥
এখনও নিরখি যেন স্নিগ্ধ ছায়া কার।
সমভাবে পড়িয়াছে অন্তরে দোঁহার॥
মরি মরি একি তরু! চেতনাচেতন!
এক(ই) পরিবার ভুক্ত আমরা দু'জন॥

বসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা দু'জনে।
সমান উদ্দেশ্যে ছুটি এই বিশ্ব সনে ॥
শাখা পল্লবাদি তরু! তোমার যেমন।
চন্দ্র, তারা, তুমি, আমি বিশ্বের তেমন ॥
মরি মরি এ সম্বন্ধ তোমার আমার!
আমি ব্যথা পেলে কাঁদে অন্তর তোমার ॥
পৃথক্ করমে জীয়ে আমরা সকলে।
অগ্রসর করিতেছি বিশ্বে সুকৌশলে ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, পশু, পক্ষী, ভূধর, সাগর।
একের ব্যথায় ব্যথী বিশ্বের অন্তর ॥
এক অঙ্গে শাখা পত্র আমরা সকলে
হায় তরু! কি অবিদ্যা মানব মণ্ডলে!
এমন সখ্যতা তরু! তোমায় আমায়।
দেখ কত হিংসা দ্বেষ তবু রে ধরায় ॥
হায় তরু! মানব কি চিনিবে পরিবার।
কখনও ঘুচিবে কি রে এই হাহাকার?
বল তরু! কখন কি তোমার মতন
পুলকে মানব জাতি হ'বে নিমগন?
ছিঁড়িলেও পত্র পুষ্প হিংসা না করিবে।
তাহার মঙ্গল হেতু বিভুরে ডাকিবে?
বিটপী যা' দেখায়েছ দেখাও আবার।
কারে করি দ্বেষ হিংসা সব ত আমার ॥

কাঁদায়েছ আজ তরু! গলেছে পরাণি।
এত ভালবাস' মোরে আমি নাহি জানি ॥
অশ্রুজলে পূর্ণ আঁখি হ'তেছে আমার।
দেখিয়া হে তরুবর! মহত্ত্ব তোমার ॥
এমন মানব, তরু! নাহি ধরাতলে।
ভিজে না অন্তর যা'র ভালবাসা-জলে ॥
আজি যা' দেখিনু তরু! না দেখি এমন।
কাঁদিয়া হে এত সুখ না জানি কখন!
তোমার নিকটে তরু! মাগি এই বর।
সুখে দুখে থাকে যেন অমনি অন্তর ॥

ব্যাকুলতা?

মা আমার ষোড়শী। ছেলে কিন্তু পাঁচাশী। এ বা কেমন তা যে জানে সে জানে। এই বুড়ো ছেলের জন্য মা কি ব্যাকুল হয়? দেখি ত মা ব্যাকুল হয়। এ কথা যখন সূক্ষ্মভাবে ভাবি তখন কিন্তু মায়ের কাছে যাই। স্থূল দেহটাকে লইয়া যাইতে পারি নাই সত্য—"স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে" এই বিপর্য্যয়কালে নিজের দেহটাও যে নিজের নয়—এই মড়াটা টানিতে সবাই যে ভার বোধ করে—তাই এটাকে লইয়া যাইতে পারি না। পারি না বলিয়া লইয়া যাই না

তাহাও ঠিক নহে, লইয়া যাইতে চাইও না। মা আমার ষোড়শী তাই লইয়া যাইতে চাই না। যে মা আমার পদ্মালয়া—যে মা কমলদলবাসিনী, যে মা কদম্ববনচারিণী তাঁর কাছে কি এই দেহ লইয়া যাওয়া যায়? তা যায় না। তাই এই দেহটার উপরে আমার বৈরাগ্য।

দেহটা বৈরাগ্যের বড় সহায়তা করে। দেহ ধারণ যে করিয়াছে তার অন্য বৈরাগ্য শুনিবার প্রয়োজন কি? শ্রুতি বলেন "স্বদেহাশুচি গন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগকারণং তস্য কিমন্যৎ উপদিশ্যতে।

শুনি যে বৈরাগ্য না হইলে তার কাছে যাওয়া যায় না; যাইবে কিরূপে? দেহে অনুরাগ যদি রহিল, মনে অনুরাগ যদি রহিল, বিষয়ে অনুরাগ যদি রহিল তবে কি আবার তার উপরে অনুরাগ থাকে? সেই জন্যই ত অন্য সকল অভিলাষে বৈরাগ্য হওয়া চাই। অন্য অভিলাষ নাই, অন্য কিছুই চাই না, চাই কেবল তোমায়—এই বৈরাগ্য না হইলে কিরূপে হইবে? তাই শ্রুতি বলেন—বৈরাগ্যের জন্য বেশী দূরে যাইতে হইবে না। নিজের দেহটা যে সদা অশুচি আর সর্ব্বদা দুর্গন্ধিময়; এটা যদি ফুল হইত তবে ফুলের মত গন্ধ ইহা হইতে উঠিত—তাত উঠে না। উঠে ঘামের গন্ধ। যতই সুন্দরই হও আর যত সুন্দরীই হও নিজের গায়ের ঘাম একটু চাটিয়া দেখিলেই হয়—দেখনা এটা কেমন ফুল। তাই বলিতে হয় যার ভিতরে ঘাম পোরা থাকে, তাহা বা কেমন সুন্দর? সেই জন্য শ্রুতি

বলিতেছেন নিজের দেহের অশুচিগন্ধে যার বৈরাগ্য হইল না, তার বৈরাগ্য জন্মাইতে আবার অন্য কি উপদেশ দিব? তাই বলিতেছিলাম এ দেহটা আমার ষোড়শী কামাখ্যা মায়ের কাছে লইতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে পঞ্চতন্মাত্রা গঠিত বালক দেহে মায়ের কাছে যাই। মাতৃস্তন্য পান করি। ইহাতেই বলাধান হইবে। মা সকলকেই বলাধান করিতে চান। মা যে সকলকে ভাল দেখিতে চান। পারিবে কি মাতৃস্তন্য পান করিতে? আমরা যে মাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসি তাই মা কাতর হন। মাতৃস্তন্য-সুধাপান ছাড়িয়া কি খাইবার লোভে মানুষ অন্যত্র পলাইয়া যায়?

বলনা কবে নিরন্তর মাকে লইয়া থাকিব? মায়ের এই কাতরতা ভাবিয়া ভাবিয়া, ইহা সহ্য না করিতে পারিয়া কবে ছুটিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িব?

চলিলাম আমি

এক দিন, এক দিন তরে
বল মোরে
যেখানে, যেভাবে রয়েছি
সে ভাবে কি কাটাইব কাল—
সহিয়া সকল জ্বালা;

নাহি অভিলাষ, তবু শতেক করমে
যেতে হবে
মিশিবার বলিবার নাহিক বাসনা
তবু মিশিতে বলিতে হবে ;
সকলের সনে হাহা হিহি
সবাই যেমন করে ;
রাখিয়া তোমায় অন্তরের অন্তস্তলে—
সব কাযে ছুটে যাব ;
অনুরোধে উপরোধে শিথিল হইবে
তোমা লয়ে থাকিবার প্রয়াস আমার।
বলত বলত মোরে ? এই কি করিব ?
অথবা—অথবা যাব নির্জ্জন প্রবাসে ?
যেখানে,—যেখানে কেহ ক্ষণিকের তরে
ছুটিয়া আসিতে নাই—যাই যাই করি।
এখানে যে উপদ্রব দেখিতেছি সব
সেখানে কি আর স্থান হইবে আমার ?
এখানে যা হয়
তাও যদি সেখানে না হয়
তা' কি হইবে আমার ?
সেই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিছু বুঝিতে না পারি,
আপন করম দেখি ডরাই আপনি।

প্রাণ কিন্তু চায় নির্জ্জন প্রবাস
কেহ,—কেহ থাকিবে না
সংসারী আপন জন ;
বনপশু, বনপাখী, বনলতা তথা
আপন হইবে ; থাকিব নির্জ্জনে ;
বনের বায়ুর স্পর্শে চমকি উঠিব
তুমি আসিয়াছ ভাবি।
হেন ভাগ্য হবে কি আমার
তোমার দর্শন পাব ?
সে লক্ষণ আছে কি আমাতে ?
কত কাল কত কাল গেল
তার নিদর্শন
কভু নাহি পাই আমি।
তবুও যাইতে চাই নির্জ্জন প্রবাসে
যেখানে যা আছে
রহিল তেমনি
নির্জ্জন প্রবাসে তবে চলিলাম আমি।

দ্বিতীয় স্তবক

দ্বিতীয় স্তবক

প্রণাম-প্রার্থনা।

"পরমমমৃতমজং ব্রহ্ম যন্ত্বন্নতোঽস্মি" পরমব্রহ্ম—মরণ রহিত, জন্মরহিত। সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। শুধু মুখে বলা নহে সত্য সত্যই মনে মনে নমস্কার করা চাই।

তিনি সূর্য্যের রশ্মি বিস্তারের ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করিয়া সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন। স্থাবর জঙ্গম চরাচর ইঁহারই আলোকে ভাসিয়াছে।

ইনি জাগ্রতে স্থূল বিষয় ভোগ করেন, স্বপ্নকালে বুদ্ধি-সমুদ্ভাসিত, কামকর্ম্ম জাত সূক্ষ্ম সংস্কার—সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ ভোগ করেন, সুষুপ্তিতে কোন কিছুই চিন্তা করেন না, কোন কিছুই অনুভব করেননা, জাগ্রতের স্থূল বিষয় স্বপ্নের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ আপনাতে লয় করিয়া—আর কিছু না থাকা জন্য আনন্দ ভুক্ হইয়া, মধুরভুক্ হইয়া শয়ান থাকেন, ইনি আপন শক্তি—আপন মায়া দ্বারা, আপনার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব স্বরূপ আমাদিগকে—জীবদিগকে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করান, ইনিই তুরীয় অবস্থায় আপনি আপনি, অমৃত, অজ; ইঁহাকেই প্রতিমন্ত্র উচ্চারণে আমরা প্রণাম করি, অরূপের রূপ ধ্যানে আমরা প্রণাম করি, গুণাতীতের গুণগানে আমরা প্রণাম করি, লীলাচিন্তায় প্রণাম করি, স্বরূপ চিন্তায় প্রণাম করি।

এই আত্মাকে, এই শ্রীভগবানকে আমরা উপবাসাদি তপস্যায়

শক্তিভিক্ষা করিতে করিতে, প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও বলিয়া প্রণাম করি। স্বাধ্যায়ে প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও বলিয়া প্রণাম করি, সর্ব্ব ভাবনায়, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব কর্ম্মে প্রণাম করিতে করিতে, নিজ অসামর্থ্য জন্য শক্তি প্রার্থনা করিতে করিতে, সর্ব্বদা যেন স্মরণ করিতে পারি, ইহার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

আমরা আজ্ঞা পালনে যত্ন করি কিন্তু তোমায় ভুলিয়া সকল চেষ্টাই বৃথা চেষ্টা, ইহা মনে করিয়া যেন আমরা চলিতে পারি ইহাই প্রার্থনা।

তুমি কে, তোমার দীপ্তিতে প্রকাশিত এই জগৎ কি, তোমাকে প্রণাম করিতে করিতে ইহা যেন শুনিতে আমরা পারি, শুধু শুনিয়া শেষ না করিয়া যাহা শুনিলাম তাহার মনন যেন করিতে পারি, আবার মননের পরে তোমার ধ্যানে যেন মনকে ডুবাইয়া সব তোমাময় দেখিয়া, তুমিই তুমি ভাবিয়া যেন স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি ইহাই প্রার্থনা।

তোমার স্বভাব বড় মধুর। তুমি গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ, তুমি সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং, তুমি দুরাচারেরও সুহৃৎ, তুমি পাপী তাপীরও সুহৃৎ জানিয়া সর্ব্বদা প্রণাম করিতে করিতে, সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে যেন পারি। ঠাকুর! অতিশয় পাপ—মলিন চিত্ত বলিয়া তুমি যেন আমায় অস্বীকার করিও না, দাস বলিয়া আমায় স্বীকার কর। তুমি ক্ষমাসার।

আমরা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থাকিবার সময়ে সর্ব্ব নর-নারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তি তুমি, আপজ্যোতিরসোহমৃতময় তুমি, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে

থাকার সময়ে কর্ম্মে বাক্যে মনে যেন তোমার পূজার উৎসবে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকি এই আমাদের অভিলাষ।

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" মানব আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্মে তোমার অর্চ্চনা করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইহা তোমারই শ্রীমুখের বাণী।

"জীবে দয়া" তোমার প্রসন্নতা লাভ জন্য, দান করা তোমার প্রসন্নতা লাভ জন্য, সত্য কথা কওয়া তোমার প্রসন্নতা লাভ জন্য, আমরা এই কথা মনে রাখিয়া যেন ব্যবহারিক জগতে চলিতে পারি ইহাই প্রার্থনা।

মানব-জাতির সমস্ত কার্য্য কলাপে তোমারই উৎসব বিঘোষিত হউক ইহাই শেষ প্রার্থনা।

হোরি-স্মরণে

কবে কোন্ অতীতের দোলপূর্ণিমায়
খেলেছিলে হোরি খেলা এই আঙ্গিনায়
লাল যমুনা জল লাল তমালতল
লাল তুলসীদল চরণ-মূলে
লালে লাল নন্দলাল হৃদে নেচেছিলে॥

২

আমার হৃদয়ভূমি এই বৃন্দাবন
ভরিত-প্রেম-তরঙ্গ-মাখা শ্রীচরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে হর্ষভরে কণ্টকিত কলেবরে
তুলিত যে মধুময় প্রাণের স্পন্দন
সে লহরী ধরা ঘুরে খেলিত কেমন !

৩

সে খেলা ছড়ায়ে যেত আকাশের গায়
সে তরঙ্গ নাচাইত শশি-তারকায়
নব নব কিশলয়ে সেই রঙ্গে রাঙ্গাইয়ে
তুমিই খেলিতে খেলা যেথায় সেথায়
একা বহু লালে লাল করিতে খেলায় ॥

৪

মাঠে মাঠে এ ফাগুনে ফাগ ফুল লয়ে
এখনও দাঁড়ায়ে থাকি আবির ছড়ায়ে
কবে ছেড়ে গেছ তুমি পথ চেয়ে আছি আমি
কে আছে আমার আমি কি লইয়া থাকি
স্মরিয়া ও মুখশশী প্রাণমাত্র রাখি ॥

৫

ধরম করম কোথা কোথায় সঙ্গিনী
লীলা সহচরী কোথা রাধা গরবিনী
ধর্ম্মের রক্ষক নাই কপটতা ঠাঁই ঠাঁই

তুমি গেছ গোলকেতে আমি আছি হেথা
কে ঘুচাবে হাহাকার কে ঘুচাবে ব্যথা ?

৬

এখনও আমার বক্ষে পুত্রকন্যা মিলে
এই দোল পূর্ণিমায় হোলি খেলা খেলে
কেহ খেলে এই হোলি কেহ পাড়ে গালাগালি
মা হইয়া আমি থাকি মৃত্যু করি সার
আসিবে কি নন্দলাল আর একবার ?

৭

সে দিন আসিবে কবে—যে দিনে আসিবে
দরশনে পরশনে সব ক্ষোভ যাবে
ভিতরে ভাবিয়া হরি বাহিরে খেলিবে হোরি
বাহিরে ভিতরে হবে শুভ সম্মিলন
এ খেলায় ধন্য হবে পুত্রকন্যাগণ ?

ভালবাসা।

সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু সবাই দেখিতে পারে, কিন্তু বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখিতেন ঋষিগণ। তাঁহারা দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন ক্ষুদ্র কোন কিছুই নাই, সমস্তই সেই মহান্, সেই ভূমা। সেই ভূমা পুরুষই, সেই মহাপুরুষই ক্ষুদ্র, বৃহৎ সব

সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সব সাজিয়া জগৎ খেলা খেলিতেছেন। অথবা তিনি খেলিতেছেননা, তিনি সাজিতেছেননা তাঁহার রঙ্গময়ী, হাসময়ী, আত্মশক্তি, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহারই মায়ারাণী তাঁহারই উপরে ভাসিয়া তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার হৃদয় বিহারিণী হইয়া কখন খেলিতেছেন, কখন খেলা ভাঙ্গিয়া চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছেন সে কত সুন্দর।

ভাল বাসিতে হইবে এই মহাপুরুষকে এই ভূমা কে।

মানুষের সার পদার্থ ভালবাসা। পুরুষ হও, নারী হও ; জ্ঞানী হও বা ভক্ত বলাও ; যোগী বলাও বা কর্ম্মী হও, যার ভালবাসা ফুটিলনা তার জীবন সফল হইল না, সব করিয়াও তার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভালবাসার বস্তু যা' তা' হয়না, যাহাকে তাহাকে ভালবাসা যায়না। যা' তা'র উপরে ভালবাসা পড়িতে পারে, কিন্তু ভালবাসার বস্তু যদি ভূমা না হয়, "বিন্দু যে সিন্ধুই" ইহা যদি দেখা না হয় তবে ভালবাসা এক স্থানে স্থির থাকেনা, ভালবাসা হাত ফেরা ফেরী করে, ভালবাসা চটিয়া যায়।

ভূমাকে দেখিতে হইবে, দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া দেখাইতে হইবে ইহারই জন্য সাধনা। বিনা সাধনায় "বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্" বলা—ইহা শুধু বৈখরী শব্দ করা মাত্র। বৈখরী শব্দ হইতে—মুখ বহির্গত বাক্য শ্রবণ হইতে, হৃদয়-মধ্যগত মধ্যমায় মনন, মধ্যমা-মনন হইতে পশ্যন্তী নিদিধ্যাসন, পশ্যন্তী নিদিধ্যাসন হইতে ভূমা পুরুষের দর্শন, দর্শন করিয়া

করিয়া এক হইয়া পরায় স্থিতি—আত্ম বিশ্রান্তি, ইহাই সব; ইহাই জীবনকে ধন্য করিবার চরম কথা।

সকল নামের ভিতরে একটি অনাম নামী দেখা, সকলরূপে রূপ মিশাইয়া যে একটি অরূপ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখা, সাকারে সাকারে নিরাকার পাওয়া, নিরাকারে স্থিতি লাভ করা, ইহাই এই জাতির মর্ম্ম কথা—এই জাতির সমস্ত সাধনা। যাঁর নাম কর, তাঁরই রূপ দেখ, তাঁরই গুণ কীর্ত্তন কর, তাঁরই লীলা ভাবনা কর, করিয়া ভাবিয়া, তাঁরই স্বরূপে ভরিত হইয়া, তাই হইয়া জগতে বিচরণ কর, অথবা জড় মূকবৎ সমাহিত থাক্—অথবা যাহা ইচ্ছা হয় কর, ইহাই ঋষিগণ করিতেন, ইহাই তাঁহারা ক্রম অনুসারে করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

আর্য্যজাতি দুই ভজিতেন না। চৈতন্য ভিন্ন তাঁহাদের ভজনের বস্তু ছিল না। নাম, রূপ, গুণ, লীলা ধরিয়া সেই স্বরূপ চৈতন্যকে ভজিতে তাঁহারা শিখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীভগবানের সকল নামই মধুর। কোন নামেই অরুচি হইতে পারে না। সবই যে সেই ভূমা পুরুষের নাম। তথাপি কোন নামে যদি অরুচি দেখা যায়, তাহা তবে বিকৃতি, তাহা তবে ক্ষুদ্রত্ব, তাহা তবে নীচত্ব।

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ; তথাপি তাঁহারা বলিতেছেন "তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ"। সকলই অভেদ, কোথাও অভক্তি করিতে পারিবে না, তথাপি যাহা তোমার গুরুনির্দ্ধারিত, বংশপরম্পরাগত ইষ্ট তাহা লইয়াই থাক; অন্য

যদি ভাল লাগে, তবে ইষ্টকেই সেই নামে, সেইরূপে যখন দেখিতে ইচ্ছা যায় দেখ ক্ষতি নাই। কিন্তু কিছুতেই "আপা-পন্থী" হইও না, কিছুতেই স্বভাববাদী হইও না; হইলে বহু বহু দূরে পড়িয়া যাইবে, বহু বহু জন্মের ফেরে ঘুরিবে।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ" লইয়াই থাক। তাঁহাকেই সর্ব্বদা ভিতরে লইয়া থাকিবার জন্য সাধন ভজন কর, করিয়া বাহিরে তাঁহাকেই দেখিতে অভ্যাস কর। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" ইহা হইবে তখন, যখন ভিতরে তাঁহাকেই লইয়া থাকিবার অভ্যাসটি পাকা হইবে। আর "সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি" তখন হইবে, যখন সেই বিরাট বিশ্বরূপ, ইহা একবারও ভুল হইবে না, যখন যাহা দেখিতেছ বা মনে ভাবিতেছ তাহা তাঁহারই অঙ্গে দেখিতেছ তিনিই তাই হইয়াছেন ভাবিতেছ ইহার দৃঢ় অভ্যাস হইবে।

প্রথমে বিশ্বাসে ভাবনা করার অভ্যাস, শেষে তাঁর কৃপায় সত্য সত্য সাক্ষাৎকার, ইহাই শেষ সাধনা।

সেদিন কেমন ছিল যেদিন মানুষ আকাশে, বায়ুতে, জলে, অগ্নিতে, বৃক্ষে, লতায়, ফুলে, ফলে, তৃণপল্লব-দলে আরও কিছু দেখিত? যখন চন্দ্রে, সূর্য্যে, পর্ব্বতে, সাগরে, তারায়, ধারায়, কোন সজীব দেবতা দেখিয়া দেখিয়া ভরিত হইয়া যাইত?

ভগবান্ বাল্মীকির রামায়ণে এই দিনের সংবাদ আমরা পাই। তখন গ্রাম নগর পর্য্যন্ত জীবন্ত ছিল; নগরের নিকট প্রার্থনা করা চলিত; নদীর কাছে প্রার্থনা করা হইত; নদীর তীরে যে সমস্ত দেবতা অধিবসতি করেন, তাঁহাদের পূজা করা চলিত।

তখন বনমধ্যবর্ত্তী হরিৎবর্ণ পর্ণশোভিত শ্যামবট্‌কে অভিবাদন করা চলিত, আর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলা চলিত "হে মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি—আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আমার পাতিব্রত্য ব্রত পরিপালন করিতে পারি"। বলিতেছিলাম, সেদিন কেমন ছিল যেদিন অতি বিপদে পড়িয়াও বলা চলিত—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥

হংস-সারস-সংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥

দৈবতানি চ যান্ত্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥

যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগ পক্ষিগণানিবৈ॥

হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্ত্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশাতে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত॥

হে দণ্ডকারণ্য, হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষসকল! আমি তোমাদিগকে নিতান্ত কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। হে হংস-সারস-শব্দ নিনাদিনি গোদাবরি! আমি তোমাকে প্রণাম

করিতেছি, তুমি শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। এই বিবিধপাদপ-সমাচ্ছন্ন বনভূমিতে যে সমস্ত দেবতা বাস করেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি, আমার হরণ সংবাদ তাঁহারা আমার ভর্ত্তাকে যেন প্রদান করেন। এই অরণ্যে মৃগ পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী অবস্থান করিতেছে, আমি সকলেরই শরণ লইলাম, তোমরা সকলেই রামকে বলিও যে, তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পত্নীকে, বিবশাবস্থায়, রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

শুধু কি ত্রেতাযুগে ভগবান্ বাল্মীকির সময়েই এই ভাব ছিল? এই যে এই কালেও শ্রাদ্ধ মন্ত্রে এই ভাবের কথাই বলা হয়। বলা হয়—

বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥

হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাস সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥

বসন্ত তুমি তোমাকে নমস্কার; গ্রীষ্ম তুমি তোমাকে নমো নমঃ। বর্ষাকে, শরৎ ঋতুকেও সদা নমস্কার। হেমন্ত তুমি তোমাকে নমস্কার; শীত ঋতুকে নমস্কার। মাস, সংবৎসর, দিবস—এই সকলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। পিতৃলোকদিগকে ঋতুসমূহের মধ্যে দেখিয়া নমস্কার করা হইতেছে, আবার পিতৃ-জনগণকে সেই ভাবিয়া প্রণাম করা হইতেছে। সেই যে পিতা

সাজিয়া আসেন, স্বামী সাজিয়া আসেন, পুত্র কন্যা হইয়া আসেন, মাস ঋতু বৎসর দিন, আকাশ বায়ু বৃক্ষ লতা সব সাজিয়া খেলা করেন—কোথায় সে নাই ?

এখনও ত এই সব মুখে বলা হয়, কিন্তু ইহার ভাবনা কোথায় ? শ্রবণ ত হয় কিন্তু মনন কৈ ? যে সাধনা করিলে সব বস্তুই সে হইয়া যায় হায় ! সে সাধনা কৈ ?

বলিতেছিলাম, সে যুগ বড় সুখের যুগ যে যুগে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—সকল বস্তুর নিকটে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকেই জানাইলাম মনে হয়।

আমরা যে নাম বা যে রূপ ধরিয়াই না উপাসনা করি, সেই নামের নামী যিনি তিনি নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে—এক চিরদিন একই আছেন তাঁহার উপরেই মায়া ভাসিয়া তাঁহাকেই আবরণ করিয়া দেখাইতেছেন, যিনি আপনি আপনি তিনিই সগুণ, তিনিই আত্মা, তিনিই অবতার। মায়া তাঁহাকে এই ভাবে দেখাইলেও তিনি কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তিনিই। এইটি বুঝিলেই আর তিনিই জগৎরূপে জাগিয়া খেলা করিতেছেন তিনিই এই বিচিত্র জগৎ—এইটি সাধনা করিতে পারিলেই, এই জগৎকে ব্রহ্ম মন্দির বোধ করা যায় ; আর এই জগতের সকল বস্তুতেই, সকল নর-নারীতেই, সকল জীব জন্তুতেই, সকল ভূতেই একমাত্র তিনি খেলা করেন ইহা ভাবনা করিয়া ধন্য হওয়া যায়।

যে অধিষ্ঠান—চৈতন্যরূপী পুরুষোত্তমকে রাম নামে ডাকা হয়, তাঁহাকেই শিব নামে ডাকা হয়, তাঁহাকেই কৃষ্ণ নামে ডাকা

হয়, তাঁহাকেই কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, সীতা, রাধা সকল নামেই ডাকা হয়। "তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ" মনে রাখিয়া সকল উপাসকই সেই এককে ভাল বাসিয়া ধন্য হইতে পারেন।

চিরনূতন।

কথায় শুনেছি তোমায় চ'খে দেখিনি
হে মনোরঞ্জন।
আছ আকাশ ভ'রে আছ হৃদয় পুরে
শুধু শুনেছি কভু খুঁজিনি
হে রঘু নন্দন।

আকাশে খুঁজিয়া নাহি পাই
হৃদয়ে—কেন জানি চমকিত হই
দূর আকাশ—নিকট হৃদি
বুঝি তাই—হে হৃদয় ভূষণ॥

শুনি হৃদয়ের রাজা পুরুষ তুমি
আছ হৃদয় পুরে শয়নে
তব দীপ্তিছটা—ভাসে—আশে পাশে
কত মূর্ত্তি হাসে—তব—প্রকাশ আশে
বর্ণিবে কেবা কেমনে—শিব সুন্দর হে।

তুমি কিছুত করনা করিতে বলনা
আছ করুণা চক্ষে চাহিয়ে
যে জন তোমারে যেমন সাজায়
থাক সেই সাজে তুমি সাজিয়ে
ভব ভয় ভঞ্জন হে ॥

ধর মধুর মূরতি সুন্দর
তড়িত কোটি মণ্ডিত—নূতন জলধর
কার তরে হে—হে জন-রঞ্জন
অরূপের রূপ যারে দেখে ভাসে
তোমায় দেখায়ে আপনি প্রকাশে
কিবা সুন্দর হে—হে জগত জীবন।

বিজলী যেমন আঁধার নাশিয়া
আপন আধার মেঘ দেখাইয়া
মেঘ সনে খেলা মধুর খেলে।
তেমনি তোমার অঙ্গে ভাসিয়া
কে দেখায় তোমায় দেখিয়া দেখিয়া
জগৎ দেখায় আসিয়া বাহিরে
তোমারে জানায় বহিয়া ভিতরে
শেষে—হেঁসে হেঁসে মিশে তোমার কোলে ॥

যাঁর "শ্রীচরণে" "সরযূ" সিনানে
পূজা সাধ নাহি মিটিল

আনিয়া কেমনে "কনক ভুবনে"
সমুখে মূরতি ধরিল।

আমি দীনহীন প্রজা
তুমি হৃদয়ের রাজা
প্রভু ! তোমার করিয়া লও।

আমি চাহিতে জানিনা, বলিতে পারিনা
প্রভু আমারে শিখায়ে দাও ॥

আমি কত ক'রে তোমায় ডাকিবারে চাই
সরমে পারিনা ডাকিতে।

আমার সরম ভাঙ্গায়ে দাও শিখাইয়ে
তোমারে লইয়া থাকিতে।

আমার মলিনতা ধুয়ে বিমল করিয়ে
চরণের তলে রাখ

আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, জুড়াইয়া থাকি
তুমি "আমার" বলিয়া ডাক।

তুমি দীন দয়াল প্রণত পাল
হে অধম তারণ।

মঙ্গলময় মঙ্গল কর
জুড়াক তাপিত জীবন ॥

যস্ম ব্রহ্মণি রমতে চিত্তম্।

চিত্ত যাঁর ব্রহ্মে রমণ করে তাঁরই আনন্দ, আনন্দ, নিশ্চয়ই আনন্দ। তুমি আমি "অল্প" লইয়া ভাবি আনন্দ পাইলাম। কিন্তু সেটা আনন্দ নহে। আনন্দের আভাসের প্রলেপ দেওয়া দুঃখ মাত্র। "ব্রহ্মই"—বৃহৎই, আনন্দ। ভূমাই আনন্দ। শ্রুতিও বলেন—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"।

যিনি ভূমা, যিনি অপরিসীম, তিনিই সুখ। অল্পে সুখ নাই।

চিত্তকে দেখ। দেখ দেখি চিত্ত কি লইয়া মাতিয়া আছে? অল্প না ভূমা?

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ সকলগুলিই সীমাশূন্য চৈতন্যেরই নাম। পার্থক্য কেবল উপাধিতে।

চিত্ত আত্মা লইয়া থাকে, না অনাত্মা লইয়া রঙ্গ করে সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আত্মা ও অনাত্মা—চৈতন্য ও জড় ইহা লইয়াই জগৎ। চিত্ত যখন অনাত্মা লইয়া থাকে তখন চিত্ত হইতে অনাত্মার চিন্তা দূর করিতে হইবে। ইহাই সাধনা।

অনাত্মার চিন্তা দূর করিতে হইলে একদিকে অনাত্মার বিচার করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে অনাত্মাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল। অনাত্মা সমস্ত দোষের আকর। অনাত্মার দোষ দর্শন করিয়া অনাত্মাতে অভিমান ত্যাগ কর, সর্ব্বদা

অনাত্মাকে অগ্রাহ্য কর, অভিমান শূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও।

জগৎটা অন্তর্দৃষ্টিতে ঈশ্বর, আর বহির্দৃষ্টিতে তৃণবৎ, পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্ত-স্পন্দন-কল্পনাতে বিচলিত হইও না, প্রথম প্রথম যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা আগমাপায়ী, যায় আসে, তাহা অনিত্য ইহা নিশ্চয় জানিয়া দুঃখ সহ্য কর, করিতে করিতে যখন দেখিবে জগৎ তোমাকে সুখ দুঃখে ব্যথা দিতে আর পারেনা, যখন বিচার দ্বারা এবং বিচারের প্রয়োগ দ্বারা দেখিবে, তুমি সুখে দুঃখে ধীর অবিচলিত হইয়া রহিয়াছ, তখন তুমি অমরত্ব লাভ করিবে।

একদিকে যেমন অনাত্মার বিচার করিবে, অন্য দিকে তেমনই সমকালে আত্মার কথা শ্রবণ করিবে। শুধু শ্রবণেই সব শেষ করিও না। আত্মার কথা শাস্ত্রমুখে গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করা হইল, তাহার নিত্য মনন চাই। তার পরে ধ্যান। এইরূপে অন্য দিকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চাই।

চিত্তকে ব্রহ্মে রমণ করাইতে হইলে ব্রহ্মই যে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে, ইহা বেশ করিয়া শ্রবণ মনন চাই। তারপরে চৈতন্যের সাধনা জন্য নাম অবলম্বন কর, রূপ চিন্তা কর, গুণের ভাবনা কর, সর্ব্বশেষে স্বরূপ ভাবনা কর। এই ভাবে একদিকে ঈশ্বর ভাবনা প্রবল কর; এবং অপর দিকে অনাত্মার চিন্তা মন হইতে দূর কর—এই সাধনা করিতে পারিলেই চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করিবে। তাই বলা হইয়াছে—

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্থ ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

যোগ, ভোগ, সঙ্গ, অসঙ্গ কোথায় যদি চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করে? চিত্ত যার ব্রহ্মে রমণ করিল তারই আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ নিশ্চয়ই।

শুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দ—তাহা কথায় বলা যায় না। চন্দ্রমা জ্যোৎস্নায় জড়িত, সব জ্যোৎস্না ভিতরে, বাহিরে একটিও কিরণ ছড়াইতেছে কিনা কে দেখিবে?

অনন্ত তেজোরাশি! আরও উপরে চল—দেখিবার লোক নাই। "যন্ন বেদা বিজানন্তি, মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্‌, ন যত্র বাক্‌ প্রভবতি" কথায় বলা যায় না, মন ধারণা করিতে পারে না, বেদও জানেননা। বলিবার কথা নাই। বলিতে গেলে, বলিতে হয়, তেজের সমুদ্র। তথাপি বলা হয় না। কোটি সূর্য্য প্রতিকাশ। কোটি সূর্য্য, এককালে উদিত হইলে, যত তেজ—কিন্তু সে তেজে দগ্ধ হয় না। কারণ, "উহা চন্দ্রকোটি-সুশীতলঃ"। বলিতেছিলাম, অনন্ত তেজোরাশি! কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেন সব আছে; কিন্তু এক মহাপ্রকাশে অপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মবস্তুর আভাস পাইতে হইলে, দুইটি ক্রম অবলম্বন করিতে হয়। সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রম। সাধারণ বুদ্ধিতে সংহারক্রম আশু ফল প্রদান করে। এই প্রবন্ধের সমস্ত অনুজ্ঞা, নিজের চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।

পূর্ব্বে মোটামুটি দুই একটি কথা স্মরণ রাখ। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন কর, দুইটি বস্তু মিলিবে। একটি চৈতন্য, একটি জড়। চৈতন্যটি, সত্য। জড়—ইন্দ্রজাল। চৈতন্য নিত্য। জড়, ভ্রমকালে আছে, ভ্রমভঙ্গে নাই। চৈতন্য আপনাকে আপনি জানেন এবং সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত ভ্রম, সমস্ত জড়কেও জানেন। জড়, আপনাকে আপনি জানে না; আপনি পরকেও জানে না।

চৈতন্যের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, জীবাত্মা, পুরুষ। জড়ের নাম—মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি, বিমর্শ, মন, দেহ জগৎ ইত্যাদি। 'আমি' এই বাক্য যথার্থতঃ যাহাকে লক্ষ্য করে, তাহাই চৈতন্য। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে, বলিতে হয়, ইহার নাম, বোধ বা অনুভব। চৈতন্য বা পরমাত্মা, নিজবোধরূপ।

একটী দৃষ্টান্ত লও। বাল্যকালে যে "তুমি" উলঙ্গ হইয়া বেড়াইয়াছ, এখনও সেই "তুমি"। কিন্তু তোমার সমস্তই ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট হাতগুলি, বড় হইয়াছে। কচি মুখ, পাকা মুখ হইয়াছে। ক্ষুদ্র উদর, বৃহৎ হইয়াছে। বাহিরের অঙ্গ, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভিতরে দেখ, সে মন নাই; সে বুদ্ধি নাই। তথাপি এখনকার "তুমি" বাল্যকালের "তুমি" কিরূপে? "আমি" বলিলে তখনও যে অনুভব হইত, "আমি" বলিলে, এখনও সেই অনুভব হয়। এই সর্ব্বব্যাপারে অনুস্যূত "আমি," সেই বস্তু সূচনা করে।

আর এক দিক্ দিয়া দেখ। ব্রহ্ম বস্তুতে রমণ করিবার

ইচ্ছা হইলে, অনেক প্রকার পথ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ একটি পথ। চিত্ত, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে যোগ সিদ্ধ হয় না। কোন একটি বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি করার নাম সংযম। সুধু আতপ ও কদলী ভক্ষণে সমাধির পথ পরিষ্কার হয় মাত্র!

নাভি, হৃদয়, কূটস্থ ইত্যাদি স্থানে চিত্ত-ধারণাকে ধারণা বলে। '"হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরস্থাপনং ধারণা"। ধারণা অভ্যাস হইলে ধ্যান। প্রযত্নব্যতিরেকে—আপনা হইতে, যখন চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ে বারম্বার ছুটিতে থাকে, তাহাকে ধ্যান বলে। "একত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকারবৃত্তিপ্রবাহোঽন্তরান্যাকারপ্রত্যয়-ব্যবস্থিতো ধ্যানম্"। ধ্যানের পর সমাধি। সর্ব্বদা ধ্যেয় বস্তুতে আবদ্ধ থাকার নাম সমাধি। ধ্যান গাঢ় হইলে চিত্তবৃত্তিও অনুভূত হয় না। ধ্যেয় বস্তুটি মাত্র থাকিয়া যায়। ইহাই সমাধি। "সর্ব্বদা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ"।

চিত্তের একাগ্রতা ও নিরোধ অবস্থায় সংযম হয়। একাগ্রতা ও নিরোধ ভিন্ন যোগ হয় না। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগ হইতে পারে না।

মনে করা যাউক, কূটস্থজ্যোতিতে ধারণা ধ্যান সমাধি হইতেছে। "আমি" "জ্যোতিঃ" বা "জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি" দেখিতেছি। ইহাতে "আমির" অনুভব, মূর্ত্তির অনুভব এবং শুধু শুদ্ধ বোধ, এই তিনটি আছে। যখন "আমি" ও "মূর্ত্তি" এই দুইটি ভিত্তিস্বরূপ বোধে লীন হইয়া যায়, তখন নিজ বোধরূপ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই

ব্রহ্মকে সূচনা করে। ব্যুত্থিত যোগী এ অবস্থাচ্যুত হন। অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আমি তোমায় দেখিতেছি। এখানে আমি আছি, তুমি আছ, এবং দৃষ্টিরূপ জ্ঞান আছে। মন একাগ্র হইলে আমি থাকে না, তুমিও থাকে না, থাকে জ্ঞান। ব্রহ্ম এই জ্ঞান বা অনুভবস্বরূপ। এ জ্ঞান আবার নিত্য—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকল কালেই ছিল, সকল কালেই আছে, সকল কালেই থাকিবে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তাহার তলেও জ্ঞান আছে। একটি পিপীলিকা চলে, তাহাও জ্ঞানের সীমা-মধ্যে। যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে, হইবে, জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নহে।

এই জ্ঞান যেমন নিত্য, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ। এজন্য ব্রহ্ম-বস্তুর তিনটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সৎ, চিৎ, আনন্দ; বা, অস্তি, ভাতি, প্রিয়। এই সচ্চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপের নাম ও রূপ নাই।

'ব্রহ্ম আছেন' এইটুকু বিশ্বাস কর—কোথায় আছেন, কিরূপে আছেন, বিচার কর, পরোক্ষজ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। নিজের দেহ অপেক্ষা নিকটের বস্তু কিছুই নাই। ব্রহ্ম আছেন সর্ব্বত্র; এই দেহেতেও আছেন। দেহের কোন্ বস্তুটি ব্রহ্ম? দেহের মধ্যে যাহা যাহা আছে বিচার কর, দেখিবে আকাশ ও তজ্জাত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়; বায়ু এবং তজ্জাত চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন; তেজ এবং তজ্জাত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা, ও কান্তি; জল, ও তজ্জাত শুক্র, শোণিত, লালা, পিত্ত, ও স্বেদ, এবং পৃথিবী ও তজ্জাত অস্থি, মাংস, ত্বক্,

নাভি, ও রোম—এই ২৫টি পদার্থ রহিয়াছে। ইহাদের সমষ্টিকে স্থূল দেহ বলে। স্থূল দেহের আবার নাম, জাতি, বর্ণ, আশ্রম, সম্বন্ধ, পরিণাম—জন্ম মরণ ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহাদের সকল-গুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, কেহই ব্রহ্ম নহে বুঝিবে। অথচ ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত ভ্রান্তি ভাসিতেছে। এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ আমি নহি আমারও নহে। অথচ আমি আছি। আমি ইহাদের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা।

স্থূল দেহের পর সূক্ষ্মদেহ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ। ইহার প্রত্যেকটির বিচার কর ব্রহ্ম নাই। অথচ "আমি" ইহাদের সত্তাও জানি, ইহাদের অভাবকেও জানি।

এই "আমি" কি? স্থূলও সূক্ষ্ম দেহের সমস্ত অবয়ব বিচার করিয়া "আমি" দেখিতে পাইলাম না। অথচ বুঝিতেছি, "আমি" বলিয়া একটা কিছু আছে। এই যে "আমি" কি, আমি জানি জানি না রূপ, অজ্ঞান, ইহাই কারণশরীর। কারণশরীর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বস্তু ধরা গেল না, অনুসন্ধান করিলাম, অথচ ব্রহ্মবস্তু পরি-পূর্ণ। পরিপূর্ণের মধ্যে অন্য একটি তিলেরও থাকিবার স্থান হয় না। তবে ব্রহ্মসূচিকচ্ছিদ্রে জগৎরূপ হস্তী চলিতেছে কিরূপে?

শুকদেব জ্ঞানী। জ্ঞানীর প্রশ্ন এই—

"সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং মুনে"

পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আছেন। নির্গুণ ব্রহ্মে নির্গুণা শক্তি জড়িত। শক্তি ও শক্তিমান্‌ এক হইয়া মিশিয়া রহিয়াছেন। ইহা আনন্দস্বরূপ।

নিয়তিবশে ব্রহ্মের নিজ শক্তির উপর ঈক্ষণ হইলেই শক্তির স্ফুরণ হইল; ব্রহ্মসম্বন্ধে স্ফুরণ, ঈক্ষণ, ও সৃষ্টি, প্রায় এক কথা, যদিও সৃষ্টির ক্রম আছে। মণির ঝলকের মত আপন ঝলক দেখিয়া "অন্য কিছু কি" বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হইল! ইহাই মায়ার কার্য্য।

এক গাছি দড়ী অর্দ্ধ অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু হইতে চিত্তবৃত্তি বাহির হইয়া দেখিতেছে, কিন্তু অন্ধকারাবৃত রজ্জুপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। ভ্রম হইতেছে। অন্ধকারটি মায়া বা অবিদ্যা। ইহার দুই শক্তি। এক শক্তি আবরণ করিয়াছে। ইহা আবরণশক্তি। আবৃত হইলে পদার্থ যে অন্যরূপ দেখায়—রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম,—এই ভ্রম যে শক্তি দ্বারা জন্মে, তাহাই বিক্ষেপশক্তি।

আর কিছুই নাই। এই "নাই" কে কিছু আছে বলিয়া যে মনে করা, তাহাই মায়া। "মা" অর্থে নিষেধ এবং "আ" অর্থে অস্তি। যাহা নাই, তাহাই আছে, এইরূপ জ্ঞান মায়া। জগৎ নাই। ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রম ইহাই মায়া।

সৃষ্টির যাহা কিছু সমস্ত মায়িক। মায়িক জীব মায়িক সংস্কার লইয়া ব্রহ্মে লীন থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইহা প্রকাশ করা যায় না। অনন্ত শক্তি বা ব্রহ্মের এক দেশে এই জগতের স্ফুরণ। এই বিন্দুস্থানে প্রথমশক্তিজড়িত যে চৈতন্য, তাহারই নাম অর্দ্ধনারীশ্বর। তাহার উপর শুদ্ধ তেজোরাশি।

যাঁহারা এই তেজকে ধ্যান করেন, তাঁহারাই যোগী।

ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে জ্যোতীরূপং সনাতনং।
নির্গুণস্য শরীরঞ্চ ন মন্যন্তে চ যোগিনঃ॥

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ।
গুণেন সঞ্জাতে দেহো নির্গুণস্য কুতোভবেৎ॥

কিন্তু যদিও তেজ যোগীর ধ্যেয় বস্তু, যদিও "ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজোভক্তিপূর্ব্বকম্"—তথাপি

"সুপক্কভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ।"

চিত্ত! তেজোরাশিমধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে তেজোঘন মূর্ত্তি।

তেজোঽভ্যন্তররূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ॥

এই তেজোঘনমূর্ত্তি বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমচিন্ত্যং শ্যামসুন্দরম্।" ইহাই শাক্তের শিবশক্তি। ইহাই "চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়"। ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। ইহার নিকটে চল, তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে।

বিন্দুস্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর। আনন্দঘন মূর্ত্তি। ভাল করিয়া দেখ—গুরুভিন্ন কেহই এস্থানে তোমাকে উঠাইতে পারেন না—দেখিতে দেখিতে আনন্দে মগ্ন হইতেছ। শঙ্করাচার্য্য নিজ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

যশোদাগীতমধুরৈর্ম্মৃদুবেদান্তভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দইব মোদসে॥

এ আনন্দ কোথায় পাইলে? মৃদুবেদান্ত বাক্য তোমার কি আনন্দ দিতেছে? যশোদার মধুরগীতিশ্রবণে শিশু কৃষ্ণ যেমন আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িতেন, তুমিও যে সেইরূপ হইতেছ!

অথবা "নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকারস্বসম্বিদাম্।
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দইব খেলসি॥"

অথবা নবনীত ভক্ষণ করিয়া শিশু মুকুন্দ যেমন খেলা করেন, তুমিও কি নিজ চিৎশক্তির রস আস্বাদন করিয়া সেইরূপ খেলা করিতেছ? তোমার আনন্দ যে ধরে না—তুমি কি—

"সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি॥"

সমাধিসন্ধ্যায় স্নিগ্ধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজশক্তি উমাকে দর্শন করিয়া মহেশ যেরূপ নৃত্য করেন, তুমিও কি সেইরূপ আনন্দে নৃত্য করিতেছ?

অথবা।— দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি
মৃত্যুঞ্জয়পদপ্রাপ্তঃ কিং নৃত্যসি হরো যথা॥

গরলপানেও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া হর যেমন নৃত্য করেন, তুমিও কি দৃশ্যজ্ঞানমার্জ্জনরূপ গরল পান করিয়া নিজ আত্মায় দৃশ্যরূপ জগৎ লয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নৃত্য করিতেছ?

বিন্দুস্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর। ইহাই গুরুমূর্ত্তি। ইহাই পুরুষ, ইহাই প্রকৃতি। চিত্ত গুরুপাদপদ্মে লাগিয়া থাক—গুরু ব্রহ্মরূপ। তুমিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে, সুখী হইবে।

চিত্ত! নিত্য নূতন চাও? নিত্য নূতন আর কিছুই নাই— ব্রহ্মরূপ গুরুভিন্ন। তত সুন্দর আর কি আছে? তত সুমিষ্ট আর কোথায়?

বিষয়ের সুখ ত দেখিলে? সাধ কি মিটে না? দেহ তোমার আছে থাকুক্; কিন্তু দেহে আত্মভাবনা কি জন্য করিবে?

বিন্দুস্থানে যে সুন্দর গুরুমূর্ত্তি দেখিয়াছ, জ্ঞানদ মোক্ষদ সেই গুরুকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর। আর এই জগৎ? জগৎ গুরুর দেহ। সর্ব্বত্রই প্রণাম কর। বল—

ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপাচ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপাচ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাচ সদাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদিজীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রীচ তস্যৈ স্ত্রীগুরবে নমঃ॥

তুমি ত শুনিয়াছ, জগদ্গুরু দেবাদিদেব গুরুকে কি বলিতেছেন।

গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ।
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী॥

গয়া গঙ্গা কাশিকাপি ত্বমেব সকলং জগৎ।
কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী॥
গোতমী চন্দ্রভাগাচ ত্বমেব কুলপালিকে!
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটিব্রহ্মাণ্ডমেবচ॥

নহি তে বক্তু মর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরি।
উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে
কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্।
তব চক্রং মহেশানি অতীতং পরমাত্মনি॥

গুরুবিনা সমস্তই বৃথা জানিও। শত চেষ্টা কর গুরুস্বীকার না করিলে কিছুই হইবেনা জানিও। সদ্গুরু তোমার মধ্যে যে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন—তুমি তাহাই স্মরণ কর, তোমার দুঃখ কি? সেই তোমার, তুমি তার। দেহের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? এই দেহ, এই স্থূল দেহ, একটু অন্যমনস্ক হইলে হারাইয়া যায়, স্বপ্নে থাকে না, সুষুপ্তিতে থাকে না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না, জন্মের পূর্ব্বে কোথায় ছিল জান না। এই দেহে আবদ্ধ হইয়াছ, বলিতেছ? তোমাকে আবদ্ধ করিতে পারে, জগতে এমন কিছু কি আছে?

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥

এই জল, এই পৃথ্বী, এই অগ্নি, এই বায়ু, এই আকাশ—কিছুই তুমি নও; তুমি ইহাদের সাক্ষী চিৎস্বরূপ। তোমায় বাঁধিয়াছে কে? দেহ কি তোমায় বাঁধিতে পারে? দেহে আত্ম-ভাবনা করিয়াছ, কিন্তু,

যদি দেহং পৃথক্কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥

বর্ণ, আশ্রম, এসব কি তোমার বন্ধন? জন্মের পূর্ব্বে কি বর্ণ আশ্রম জাতি ছিল? মৃত্যুর পর কি থাকিবে? তুমি চির দিন আছ, তোমার আবার বর্ণ আশ্রম কি?

নত্বু বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ? এ সমস্ত কিসের?

ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্তএবাসি সর্ব্বদা॥

তবে এ বিষাদ কেন? কেন এ কর্ত্তৃতাভিমান? এ কর্ত্তা সাজা ছাড়। আপন স্বরূপ দেখ। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভাব ছুটিয়া যাইবে—বিচারে ইহা ছুটে, সাধনায় ইহা দৃঢ় হয়, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে পরিপক্ক হয়—পুনঃ পুনঃ সাধনার অভ্যাস কর, দুঃখ যাইবে, সুখী হইবে।

অহং কর্ত্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥
একো বিশুদ্ধবোধোঽহম্ ইতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব॥

“অহং কর্ত্তা” এই বলবান্ কৃষ্ণসর্প তোমায় দংশন করিল। বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। দেখনা কেন ‘অহং,’ ‘মম’ বলিয়া সকল দুঃখ সৃজন করিয়াছ। এক্ষণে এক উপায় আছে। “নাহং কর্ত্তা” এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান কর।

দেখিবে তুমি বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। কোন দুঃখ তোমার নাই, জনম মরণ নাই, বড় নির্ম্মল বস্তু তুমি। তুমি সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। ইহা সত্য। তুমি কেবল কর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা, চিত্তের একাগ্রতা, বিচার, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি দ্বারা নিজের স্বরূপ নিশ্চয় কর। এই নিশ্চয়বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অজ্ঞান-গহন দগ্ধ কর; নিশ্চয় জানিও, অজ্ঞান ভস্ম হইবে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন"। অজ্ঞানবন দগ্ধ কর। দগ্ধ করিলেই, সুখী হইবে—অনন্ত কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবে।

আর এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব? এই সংসারাড়ম্বর? বিচার কর, দেখিবে, ইহা কল্পিত ইন্দ্রজালমাত্র, মনের বিলাসমাত্র, দর্পণমধ্যস্থ দৃশ্যমান নগরীতুল্য—ভাল করিয়া দেখ। সত্য বুঝিবে, সত্য সত্যই বুঝিবে :—

"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্"।

সত্য সত্যই বুঝিবে—

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যা সাক্ষাৎকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

এই মিথ্যা বিশ্বে সত্যস্বরূপ, তুমি কি আবদ্ধ থাকিতে পার? অস্তি ভাতি প্রিয়স্বরূপ, সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ

তুমি—আর এই ক্ষুদ্র বিশ্ব, এই মসীবিন্দুবৎ জগৎ, এই পরমার্ক-কিরণে ত্রসরেণুবৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তোমার সম্বন্ধে ইহারা কি ?

পরমার্কপ্রকাশাস্তস্ত্রিজগত্রসরেণবঃ।
উৎপত্যোৎপত্য লীনা যে ন সংখ্যামুপযান্তি তে॥

ব্রহ্মসমুদ্রে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে—কে ইহার সংখ্যা করিবে ? তোমার সম্বন্ধে ইহারা ত্রসরেণু।

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব॥

তুমি নিজে-বোধস্বরূপ। তোমার দুঃখ কি ? তুমি নিত্যমুক্ত—বন্ধ অভিমান তোমার কি সাজে ?

মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোহসি পুত্রক।
বোধোহহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব॥
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োহসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥

ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না। নিজের ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনে প্রয়াস কর। ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর। স্মরণের জন্য চিত্তশুদ্ধি,

উপাসনা ও বিচার আশ্রয় কর—তবেই ব্রহ্মে রমণ করিতে পারিবে। এ সকলে প্রবৃত্তি না হয়, গুরুসঙ্গে সৎসঙ্গ অভ্যাস কর, গুরু ব্রহ্মরূপ। গুরু, সর্ব্বস্বরূপ। গুরু, মন্ত্রস্বরূপ। যখন যাহা কর, গুরু সঙ্গেই থাকেন। পথের ধারে চক্ষু বুজিয়া অকার্য্য কর, তুমি ভাব কেহই দেখেনা। ছি ছি! ব্রহ্ম যে, জ্ঞানস্বরূপ, পরিপূর্ণ পদার্থ। তুমি চক্ষু বুজিলে, সে, তোমার কার্য্য দেখিতেছে না, এ কি ভ্রম তোমার? তার যে "দিবীব চক্ষুরাততম্"! তবে মার সম্মুখে মন্দ কর্ম্ম, মন্দ চিন্তা, মনে মনেও কুকর্ম্ম করিতে কি তোমার লজ্জাবোধ হয় না? একটু বিচার করিলে বুঝিবে, এই দৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু আছে, জ্ঞানই তাহার ভিত্তি, যাহা কর, সবই জানেন তিনি, সমস্তই দেখেন তিনি। তিনি ব্যাপক। তথাপি তাঁর সেই মূর্ত্তি শত শত আকারে দেখিতেছ—শত শত প্রকারে তোমায় রক্ষা করিতেছে। তুমি যাহাকে বিপদ্ ভাব, তাহাই তোমার সম্পদ্। যদি স্মরণ রাখিতে পার, সে তোমায় দেখিতেছে, তোমার আবার বিপদ্ কি? সেই মূর্ত্তি দেখিলে তুমি স্থির থাকিতে পার কি? তোমার উপর দয়া করিয়া তোমার মনের মত মূর্ত্তিতে তিনি প্রকাশ হইয়াছেন। মন্ত্রজপ কর, তাহাও তাঁহার সঙ্গ জানিও। কিছু দিন অভ্যাস কর—ক্রম অনুসারে অভ্যাস কর—প্রথমে কর্ম্ম, পরে উপাসনা, পরে বিচার—পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর, সেই মূর্ত্তিই দেখিবে। সেও, তোমার জন্য ব্যাকুল। ভক্তের জন্য ভগবান্ কত ব্যাকুল, তাহা কি জান

না ? স্থূলরূপ ধরিতে তাঁহার কি ভার ? যত দিন না স্বরূপচিন্তা করিতে পার, যত দিন না তাঁহাকে একত্ব ভাবনা করিতে পার, ততদিন তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। দেখ. তাঁহার কত দয়া। বলিতেছেন "অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব"। যত দিন সব ঠিক্ না হইতেছে, ততদিন যাহা করিতেছ, তাহাতেই সেই সুশীতল চরণ-কমল-তলে মস্তক রাখিয়া স্থির থাকিতে অভ্যাস কর। পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরপ্রসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক, চরণ-দুইটি মস্তকে রাখিয়া স্থির থাক। তুমিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে। তোমার আবার দুঃখ কি ? জন্ম মৃত্যু ? জন্ম-মৃত্যু তোমার কি আছে ? তুমি যে দুঃখ কর—

"জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রা মিত্রমরাতয়ো বসু বলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিতকল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নান্ ইমান্ পশ্যসি" ॥

তোমার জন্ম মৃত্যু, পুত্র, মিত্র, বন্ধু কুটুম্ব, ধনরত্ন এ কেবল চিত্তস্পন্দন-প্রসূত কল্পনামাত্র। তোমার এ সংসার সাধের কাজল। এ কেবল দীর্ঘ স্বপ্নমাত্র। ফলে—

জন্ম মৃত্যুর্ন তে চিত্তং বন্ধমোক্ষৌ শুভাশুভৌ।
কথং রোদিসি রে বৎস নামরূপং ন তে ন মে ॥

অস্তি ভাতি প্রিয় এই তোমার আমার স্বরূপ। নাম রূপ, তোমারও নাই, আমারও নাই। কার দুঃখ ? কেনই বা দুঃখ ? কেন তুমি চঞ্চল হও ? বিষয় তোমায় চঞ্চল করে ?

সত্য বটে, বানর স্বভাবতঃ চঞ্চল। তাহার উপর যদি তাহাকে মদ্যপান করান যায়, সে বড়ই লাফালাফি করে। কিন্তু তুমি ত বানর নও। বানর, পাঁচ প্রকার বিষয়-বিষ খাইলে স্থির থাকেনা সত্য; কিন্তু রূপ-রসাদি বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, সে, কেবল পিশাচকেই ঘোরপাক খাওয়াইতে পারে। তুমি ভ্রান্ত হও কেন?

অহো চিত্ত কথং ভ্রান্ত্যা প্রধাবসি পিশাচবৎ।
অভিন্নং পশ্য চাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখী ভব॥

চিত্ত! প্রথমে চিত্তশুদ্ধি, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি তোমায় করিতে হইবে। সাধন ভজন করিতে পার না বলিয়া, ব্যাকুল হও—কিন্তু একটু কষ্টস্বীকার কর, পরে বুঝিবে, করা ধরা তোমার কিছুই নাই। যদি কিছু থাকে, তাহা স্মরণ বা ভাবনা।

সত্য বটে, ভূতে পাইলে লোকে বিপরীত কথা কয়। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে ওঝা যখন জিজ্ঞাসা করে, তুই কোথায় থাকিস্, ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি বলে অমুকের বেল গাছে। ওঝা জিজ্ঞাসা করে নাম কি? বলে অমুক ভূত। এইরূপ মানুষকে যদি বলা যায়—তুমি ভূত নও, ভাল মানুষ—মিছামিছি ভূত সাজিয়া একি করিতেছ? সে তোমার কথা বুঝিতে পারে না সত্য। কিন্তু তোমাকে ত আর ভূতে পায় নাই। যদি বল পাইয়াছে, তবে একটি নয়, পাঁচ পাঁচটি। এসব ভূতবুদ্ধি ছাড়। ছাড়িয়া গুরু আশ্রয় কর। কথায় ভূত ছাড়েনা সত্য। গুরু কর্ম্ম, উপাসনা, বিচার-রূপ মন্ত্রে, সরিসা পোড়া দিয়া তোমার

ভূত ছাড়াইয়া দিয়াছেন। তোমার কোন ভয় নাই। ভূতে আর তোমায় ধরিতে পারে না। রাম-নামে ভূত আসিতে পারে না। তুমি গুরু-ভাবনা কর—ব্রহ্মরূপ হইবে—ভূত ভাবিয়া লোকে ভূত হইয়া যায়। তুমি গুরুভাবনা করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। তখন বলিবে—

আত্মন্যেবাত্মনা সর্ব্বং ত্বয়া পূর্ণং নিরন্তরম্।
ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিত্তং নির্ল্লজ্জং ধ্যায়তে কথম্॥

তুমি আমি এক হইলেই ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এই ভেদাভেদ কোথায় থাকে দেখ? কথাটা রহস্যের বটে—সবই চাই বটে, গুরু চাই, ইষ্টমন্ত্র চাই, ইষ্টদেবতা চাই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে কি এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া যায়!

অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণনমাসাৎ প্রথমতঃ
শিবোঽয়ং পূজেয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি।
ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং
শিবঃ কঃ, পূজা কা, গুরুরপি চ কঃ কোঽহমিতি চ॥

যদি শেষে এই হয়, তবে দেহের জন্ম মৃত্যু, দেহের আহার বিহার, ইন্দ্রিয়ের যাওয়া আসা—ইহাতে তোমার কি? তোমার স্বরূপ লইয়া তুমি থাক না কেন? "যস্মিন্ ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব"। তাই বলিতেছি, ব্রহ্মে রমণ কর, তখন এই দৃশ্য সংসারাড়ম্বর? কোথায় ইহা? দেহ কার? আহার বিহার কার?

মায়া মায়া কথং তাত ছায়া ছায়া ন বিদ্যতে।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্ ॥

যদি ইহাই নিশ্চয়, তবে 'কথং রোদিষি রে চিত্ত' চক্ষুর সম্মুখে জগৎ দেখিতেছ—অবিশ্বাস করিবে কিরূপে? ইহাই ত মায়া!

স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতনিরন্তরম্।
অহো মায়ামহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥

কাহার জন্য দুঃখ করিবে? সত্য কথা এই যে—

ন তে চ মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ
ন তে চ পত্নী ন সুতাশ্চ মিত্রম্।
ন পক্ষপাতো নিরপেক্ষপাতঃ
কথং হি সন্তপ্তিরিয়ং হি চিত্তে ॥

রোদন কেন? শোক কার জন্য? এত চিন্তা করাই বা কেন?

সখে মনঃ কিং বহুজল্পিতেন
সখে মনঃ সর্ব্বমিদং বিতর্ক্যম্।
যৎ সারভূতং কথিতং ময়া তে,
ত্বমেব তত্ত্বং গগনোপমোঽসি ॥

গুরুই একমাত্র আশ্রয়। সব ভার, তাঁহার উপর দিয়া তুমি তাঁহার ভাবনা কর—তাঁহার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর। কারণ,

গুরুপ্রজ্ঞাপ্রসাদেন মূর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ।
যস্তু সংবুধ্যতে তত্ত্বং বিরক্তো ভবসাগরাৎ ॥

—আলস্য, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়, বিষয়, গুণ, কর্ম্ম—অহো কি প্রহেলিকা!

উল্লেখমাত্রমপি তে ন চ নাম রূপং
নির্ভিন্নভিন্নমপি তে ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
নিলর্জ্জ মানস করোষি কথং বিষাদং
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমং মে॥

গুরূপদেশে অধিকারী চিত্ত, অন্তর্মুখ হইয়াছে। গুরু-চরণ-সরোজ চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ পড়িয়াছে। চিত্ত, থর থর কম্পিত হইতেছে—কি এক বিপদ্‌সমুদ্র ছাড়াইয়া আসিয়াছ। কোন ভার আর নাই, কোন বোঝা নাই। লঘু হইয়া বহু জন্মের গুরুভার ফেলিয়া দিয়া উপরে উঠিতেছে। ব্রহ্মরূপ গুরুর সঙ্গে মিশিতেছ। এক একবার জগৎকারাগার স্মৃতিতে আসিতেছে। শান্তস্বরূপপ্রাপ্তোন্মুখ চিত্ত বলিতেছে—

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতে পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥

আশ্চর্য্য—কি মোহের বিড়ম্বনা! এতকাল কিসে মুগ্ধ ছিলাম? ঘুম ভাঙ্গিতেছে; কিন্তু ঘুমের ঘোর এখনও ছুটিতেছে না। সর্পভ্রম কিছু আছে। ইচ্ছা করিতেছে—

স শরীরমহোবিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥

ইচ্ছামাত্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ হইল। আশ্চর্য্য! সেই আমি—যাহা ভাবিতাম, আমি তাহাই হইয়া গিয়াছি। চিন্ময় আমি—কত রূপ আমার! এই বিশ্ব—এ কি আশ্চর্য্য!

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানাৎ ময়ি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণীরজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥

মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং মষ্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভজলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥

কি সুন্দর! সমস্তই আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমার সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে ধরে না। এত দিন যে গুরুকে ধ্যান করিয়াছিলাম, যাঁহার হাসিতে মোহিত হইতাম, যাঁহার কথায় আত্মবিস্মৃত হইতাম, আজ যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া দেখিতেছি, আমি নাই। যাহাকে আমি বলিতেছি, সে আমি গুরুর আমি,—আমি নাই। আমার পরিবর্ত্তে আমার প্রিয় মূর্ত্তি, আমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়াছে। সেই মুখ, সেই নাসা, সেই বর্ণ, সেই চক্ষু, সেই ভ্রূ, সেই হাসি, সেই ভঙ্গী, সেই কপাল, সেই দন্ত, সেই চরণ—সেই জ্বলন্ত রূপরাশি—এতদিন যাহার অভ্যাস করিয়াছি, আমার অঙ্গে সেই সব—সেই অর্দ্ধনারীশ্বর। অহো এত জ্যোতিঃ আমার। সে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া আমাকেই সেই করিয়া লইয়াছে—কত সুন্দর আমি, ইচ্ছা করে, আপনাকে আপনি আস্বাদন করি, ইচ্ছা করে, আপনাকে আপনি প্রাণ ভরিয়া দেখি, ইচ্ছা করে, আপনাকে আপনি সেবা করি, আপনাকে আপনি নমস্কার করি।

অহো অহং নমো মহ্যম্ বিনাশো নাস্তি যস্য মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তজগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥

অহো অহং নমো মহ্যম্ দক্ষো নাস্তীহ মৎ-সমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্॥

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্‌মনসগোচরম্॥

অহো অহং নমো মহ্যং একোঽহং দেহবানপি।
ক্কচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ॥

আর দুই নাই।

অহো! জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক্ব রতিং করবাণ্যহম্॥

আশ্চর্য্য! এই মহান্ অনন্তস্বরূপ আমি—আমাতে চিত্ত-বায়ু-প্রবল বাত্যা উঠাইতেছিল। বিচিত্র এই-ভুবন-কল্লোল-ধ্বনি শুনাইতেছিল—চিত্ত-বায়ু-প্রশমনে এই মহাজলধি, শান্ত হইয়াছে।

আর এই জগৎ, কোথায় গেল? রে অভাগ্য জীব-বণিক্! তোমার সংসার-নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

মযানন্তমহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

এই অনন্ত-মহাসমুদ্র-স্বরূপ 'আমি'। নিরন্তর এই 'আমি'-সমুদ্রে জীবের ঢেউ উঠিতেছে। সমস্ত তরঙ্গভঙ্গ "আমি" দেখিতেছি। স্বভাবতঃ কতই জীবের ঢেউ উঠিতেছে, মরিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। এই আত্মানুভব

এতদিন ভুলিয়াছিলাম। এই আত্মানুভব-উল্লাস, কথায় কি প্রকাশ করা যায়?

উপসংহারে বলিতে হয়—কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, শম-দমাদি-সাধন দ্বারা সমাধি-অভ্যাস, লয়-সমাধি ছাড়িয়া তত্ত্বমস্যাদি বিচারপূর্ব্বক বাধসমাধি দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভের যে ক্রম আছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রমেও জ্ঞানালোচনায় সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে।

কামাখ্যা—নীলপর্ব্বতে—গান।

কবে হবে প্রেমে সে জ্ঞান সঞ্চার
হবে এক-ভক্তি সদা অনুরক্তি
যথা তথা প্রেমে উদয় তোমার।

আপনা ভুলিয়ে তোমা লয়ে রব জগতের জীবে তোমায় নিরখিব
যেখানে সেখানে তোমারে পাইব
সাকারে সাকারে মিল্‌বে নিরাকার॥

ক্ষুধা নিদ্রা ভয় আরত রবে না প্রাণের উৎক্রমণ মরণে হবে না
দেহান্তে কোথাও যাওয়া রহিবে না
তোমাতে মিশিয়া রব অনিবার।

যখন—কিছু না দেখিব কিছু না স্মরিব
সুপ্তমত আমি তোমায় ডুবে রব
নিন্দা স্তুতি কথা শুনেও না শুনিব
ভরিত আদরে দেখ্‌ব একাকার ॥

এক হ'য়ে মাগো শ্রীভর্গরূপিণী ঘরে ঘরে কি সে সবার ঘরণী
মৌন ব্যাখ্যা শুধু জুড়াবে পরাণী
জন্ম মৃত্যু সব মায়ার বিকার ॥

সারাটি বিশ্বে শুধু সীতারাম যেই সীতারাম সেই রাধাশ্যাম
সবার মাঝে দেখ্‌ব নয়নাভিরাম
কবে—গিরিনভ হবে শ্রীগৌরীশঙ্কর ॥

কবে—শ্যাম শ্যাম রূপে জগৎ ভরে যাবে
অঙ্গে মেখে রাই গরবে দাঁড়াবে
(তোমার) আগমন চিহ্ন গন্ধ জানাইবে
কবে—সর্ব্বেন্দ্রিয় সদা কর্‌বে নমস্কার ॥

শ্রী আমি তোদের ডেকে এই বলে ইহা হ'তে সুখ নাইক ভূমণ্ডলে
চেয়ে চেয়ে ডাক ত্রিকোণে কমলে
হবে আশাপূর্ণ ঘুচ্‌বে হাহাকার ॥

আদি দম্পতি।

আদি নাই, অন্ত নাই, এক সীমাশূন্য প্রকাশ। মধ্যস্থলে আদি দম্পতি—বিন্দুস্থানে এই অর্দ্ধনারীশ্বর। কোথায় মধ্য? এই আকাশ, আদি নাই, অন্ত নাই, যেথানে দেখিবে, সেই স্থানই মধ্য। তখনও জল নাই, স্থল নাই, অম্বরতল নাই—শুধু প্রকাশ! চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, অগ্নি নাই, আছে এই প্রকাশ। এই প্রকাশ কিরূপ—তাহা প্রকাশ করিবে কে?

প্রকাশের মূর্ত্তি এই আদি দম্পতি। অগ্রে পুরুষ পরে প্রকৃতি। ইহারাই আদি প্রেমিক। কেহ কাহারও অধীন নহে, কেহ কাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে: অধীনতা স্বাধীনতা একত্র মিলিত হইয়াছে। মিলন দেহের হয় না—মিলন হয় ইচ্ছার। এক ইচ্ছা দুই দেহে খেলিতেছে। কোথাও বিরোধ নাই—দুই ইচ্ছার মিলনে এই আদি দম্পতি স্থির। চলন পর্য্যন্ত নাই। এক সীমাশূন্য জ্ঞান—এক সীমাশূন্য আনন্দ ইহাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিভোর। পুরুষ প্রকৃতি বোধ নাই—কে পুরুষ, কে প্রকৃতি কেহ যেন কাহাকেও দেখে নাই। পূর্ণ দর্শনে কিছুই দেখা হয় না। এক দিবাব আয়ত চক্ষু ঐরূপ দিবীব আয়ত চক্ষুপানে চাহিয়া আছে—চারি চক্ষু মিলিত হইয়াছে—কত আগ্রহে উভয়ে উভয়কে দেখিতেছে—অনন্তকাল ধরিয়া দেখিতেছে যেন তবুও দেখা হয় নাই। মনে হয় যেন কিছুই দেখিতেছে না। শুধুই সুন্দর নীল নলিনাভ নয়ন যুগল

আনন্দে ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হয় একদিনও বুঝি দেখে নাই। পূর্ণ আনন্দে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়া থাকে না। সমাধিমগ্ন সাধক যখন আনন্দে উপাস্য মূর্ত্তিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন পূর্ণ ভাবে উপাস্যকে দেখিয়াও দেখেন না। যখন অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে তখন প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন না। পরে অন্যের ইচ্ছা তাঁহার মধ্যে উদিত হইয়া উঁহার ইচ্ছা জাগ্রত করে। ব্যুত্থিত সাধককে তাহার উপাস্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায়, অবহেলে তাহার উত্তর দেয়—কারণ, তাহার চক্ষু ত উপাস্যের উপরেই আছে। ইচ্ছাশূন্য অবস্থায় সমস্ত ইচ্ছা আনন্দে ডুবিয়াছিল, যেমন কেহ জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরের ভ্রূ কত সুন্দর?' ইহার উত্তর দিতে তাহার আর বিলম্ব কি হইবে? এই অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান দুই থাকিলেও এক হইয়াছিল।

শুধু আনন্দ, শুধু প্রকাশ, কোন চলন নাই। অকস্মাৎ চলন হইল, অকস্মাৎ ইচ্ছা জাগিল—"অহং বহুস্যাম"। প্রকৃতি, পুরুষের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রে আসিল। পুরুষও প্রকৃতির দিকে ঘুরিল। এস্থানে অগ্রে প্রকৃতি পরে পুরুষ হইল। প্রথমকার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। স্বভাবও বদলাইল।

ছিল অগ্রে চৈতন্য পরে শক্তি—হইল অগ্রে শক্তি পরে চৈতন্য। ছিল উভয়েই প্রেমিক—ছিল স্বাধীনতা অধীনতার একত্র মিলন, হইল অধীনতা প্রবল। পুরুষ প্রকৃতির গোলাম হইয়া গেল। ছিল ঈশ্বর, হইল জীব।

জীব প্রকৃতির দাস হইল। নিজের প্রেমিক ভাব একেবারে ভুলিল। প্রেমে গোলামি নাই। পুরুষ গোলামি করিল—কামুক হইয়া গেল—কামুক কামিনীর সন্তোষে ব্যস্ত—কাম-কিঙ্কর নিজ শক্তির হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা।

এতদিন কোনও অভাব ছিল না এখন শত অভাব জাগিল। কোনও ধনরত্ন আবশ্যক ছিল না, এখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধনরত্নে কুলাইল না। কামুক কামিনীর দাস হইয়া কাঞ্চনের দাস হইল। বড় দুঃখী হইয়া গেল। আদি গৃহস্থ ভারী সংসার করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি আর পূর্ব্বের মত প্রকাশময়ী নহে—আনন্দময়ী নহে। যখন কোন চলন ছিল না তখন বড় সুন্দর ছিল। সে রূপের বর্ণনা হয় না। কোনও খেলা জানে না, আপন গরবে আপনি দাঁড়াইয়া থাকে—আপন গরবও বুঝে না। কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই—সব কথা বন্ধ; যদি কথা কয় সে যেন কিসে জড়িত কথা—আধ ফোটা, আধ ঢাকা, আধ প্রকাশ, আধ অপ্রকাশ—কথাও যেন একজনের নহে, কথাও অৰ্দ্ধনারীশ্বর।

কিন্তু এখনকার দৃশ্য অন্যরূপ। পুরুষের অগ্রে আসিয়া প্রকৃতি নিজের প্রেম ভুলিল—আগে পুরুষকে ভুলাইতে চাহিত না—উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আপনা হইতে ভুলিয়া থাকিত—হাসি, হাবভাব, থাকিয়াও ছিল না—দরকার হইত না। এখনও প্রকৃতি হাস্যময়ী কিন্তু সে হাস্য কামুককে ভুলাইবার জন্য। এখনও প্রকৃতি হাবভাবময়ী কিন্তু সে হাবভাব গোলামকে চিরদিন গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য। বিচিত্র রচনা প্রকৃতি করিতে

লাগিল—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বিচিত্র বেশ। বেশভূষা শুধু পুরুষ ভুলাইতে—রমণী শত শত অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া রাখে শুধু পুরুষ ভুলাইতে—শত শত বিচিত্র বস্ত্রে সাজ সজ্জা করে, কামুক মাতাইতে। পুরুষও প্রকৃতি হইতে কাম শিক্ষা করিয়া কাম দিয়া কামিনীকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কামুক কথন কামিনী মোহিত করিতে পারে না। যে কামজয়ী পুরুষ, যে কামনাশূন্য পুরুষ, একদিন প্রকৃতিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—আজ আর কিছুতেই সে কামিনীর মন পাইল না, গোলামি করিয়াও মন পাইল না; ইহাই পুরুষ প্রকৃতির বিকৃতি—আদি দম্পতির স্বরূপবিচ্যুতি। জীবের স্বরূপবিস্মৃতি।

সব গিয়াছে—সে প্রেম নাই—সে প্রকাশ নাই, আছে কেবল স্মৃতি। এই স্মৃতি অসময়ে উপকাব করিল। জীব কিছুতেই সুখ পায় না। কতই করে, প্রাণের তৃপ্তি মিলে না। সুখের আস্বাদন না থাকিলে কি কেহ সুখের জন্য লালায়িত হয়? সুখের আস্বাদন ছিল বলিয়াই আজ জীব দুঃখী। একদিন সুখ কি বুঝিয়াছিল, একদিন দশ ইন্দ্রিয় শূন্যে শূন্যে বাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকিত ইহা বুঝিয়াছিল, একদিন মন কোনও কামনা করিত না—একদিন চিত্ত বাসনায় আকুল ছিল না। একদিন সংযমী জীব প্রকৃতির সহিত জড়িত ছিল, প্রতি লোমকূপে রমণানন্দ অনুভব করিত—যে ইন্দ্রিয় যে অঙ্গ স্পর্শ করিত সেই ইন্দ্রিয় সেই সেই অঙ্গেই জড়প্রায় পড়িয়া থাকিত—চক্ষু চক্ষুতে মিলিয়াছে, কোন চলন নাই, হস্ত গলদেশে জড়িত, কোন

চঞ্চলতা নাই—আছে এক পূর্ণ আনন্দ। সে রূপে কোটি কাম পুড়িয়া মরিয়াছিল—জীব সেই সুখের স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইল।

কিরূপে সেই অবস্থা লাভ হইবে জীব এই চিন্তায় ব্যস্ত। ক্রমে প্রকৃতি দেখিয়া ভয় পাইল—আর ভাল করিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিতে পারে না—কামভাবে শত লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়—প্রকৃতি দেখিয়া ভয় পায় পাছে স্ত্রীপিশাচী রক্ত শোষণ করে। "দিনকা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী" কখন "পলক্ পলক্ লোহ চোষে," কখন্ এই বাঘিনী প্রাণে মারিয়া ফেলে, এই ভয়ে প্রকৃতি দেখিলে রাম রাম করিতে থাকে—সর্ব্বদা মা, মা বলিয়া মা'র শরণ লইতে লাগিল। দেখিল মা মা বলিলে যেন এই কাম কতক দমিত হয়—অতিশয় প্রবল হইতে পারে না। জীব, প্রকৃতি মাত্রকেই মা বলিতে শিক্ষা করিল। মা বলিয়া শরণাপন্ন না হইলে মুক্তি নাই ইহা বুঝিল।

জীবের প্রথম সাধনা মা বলিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসা। অনুরাগ ভজনের প্রথম অঙ্গ কাত্যায়নী পূজা। ব্রাহ্মী স্থিতির প্রথম কার্য্য "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং"।

মা বড়ই সুন্দর। একদিকের হস্তে অসি, মুণ্ড—ভয়ভীত সাধকের কামশত্রু বিনাশের চিহ্ন, অন্য দিকের হস্তে বর ও অভয়, ভীত সাধককে অভয় দিয়া বর দিবার জন্য। একদিকে লোল রসনা বিকট দশন কামাসুরের রক্তপান জন্য, অন্যদিকে মা বড় আনন্দময়ী।

মা কত সুন্দর কে বর্ণনা করিবে—কালিদাস একদিন পাগল হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অরুণাধরজিতবিম্বাং জগদম্বাং গমনবিজিতকাদম্বাং।
করুণায়ত সুকদম্বাং পৃথুলনিতম্বাং ভজেশ হেরম্বাং॥
শ্যামলিমসৌকুমার্য্যাং সৌন্দর্য্যানন্দসম্পদুন্মেষাম্।
তরুণিমকরুণাপূরাং মদজলকল্লোললোচনাং বন্দে॥
দয়মান দীর্ঘনয়নাং দৈশিকরূপেণ দর্শিকাভ্যুদয়াম্।
বামকুচনিহিতবীণাং বরদাং সঙ্গীতমাতৃকাং বন্দে॥

মা বড় করুণাময়ী, কাহাকেও উপেক্ষা করে না। মল-লুলিত-বপু বালক পড়িয়া পড়িয়া যখন চীৎকার করে, মা ছুটিয়া আসিয়া একবারে সেই মল-লুলিত-বপু শিশুকে কোলে তুলিয়া লয়—একেবারে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া শিশুকে শান্ত করে—শিশুর সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। এমন দয়া কার আছে? যাঁহারা মায়ের দয়া অনুভব করিয়াছেন—তাঁহারাই বলিয়াছেন—

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥

যেমন উচিত হয় মা তাহাই কর—এও বুঝি বলিতে হয় না। মা সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী, আমি অজ্ঞান। অজ্ঞানে কত কি করি, মা জানিয়াই সমস্ত ক্ষমা করে।

সে পূর্ণজ্ঞানময়ী। আমি মনে করি আমার কার্য্য বুঝি সে দেখিতে পায় না। তাকে ফাঁকি দিতে চাই, তাই আপনি

ফাঁকে পড়ি। নতুবা যাহার চক্ষু আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, সে কি আমার কার্য্য দেখে না? আমি যদি শুধু মনে রাখি, আমি যদি শুধু বুঝিয়া দেখি যে সে সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন কি আমি আর কিছু অন্যায় করিতে পারি? অন্যায় না করিলেই আমার নিষ্কাম কর্ম্ম হয়। কেননা মা আমায় দেখিতেছে, আমি শুধু মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কর্ম্ম করিতেছি। ইহাতেই আমার কর্ম্মবন্ধন ছুটিয়া যায়। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি তাহাকে বিস্মৃত হই, তখন প্রাণে বড় জ্বালা হয়।

লোকে বলে তারে কাতর হইয়া ডাকিতে হয়। হায়! আমি তার জন্য কতটুকু কাতর হইব? কিন্তু সে আমার জন্য সর্ব্বদা কাতর—কত কাতর বলাত যায় না। কেননা যে সব দেখিতে পায়, যে সব জানে, যার অনন্ত ভালবাসা, যার অনন্ত হৃদয়, সে যখন আমায় কুপথে যাইতে দেখে, সে যখন দেখে আমি আপন দোষে শত শত যাতনা ভোগ করিতেছি, সে তখন আমার জন্য কতই ব্যাকুল হয়। যে সর্ব্বজ্ঞ—তাহারই ব্যাকুলতা অধিক। আমি যদি এইটুকু মনে রাখি সে আমার জন্য বড়ই ব্যাকুল, আমি ভাল হইলে, আমি তার কাছে গেলে, তার সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়, তখন আমি বড়ই অস্থির হইয়া তাহার কাছে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে থাকি।

"ভালবাসার অনুভব" ইহার নাম ভক্তি। তাঁহার ভালবাসা অনুভব করিলে তাঁরে ভক্তি না করিয়া কি থাকা যায়?

ভগবান্! ভগবান্! কোথায় ভগবান্? তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার স্বভাবটী আলোচনা করিতে হয়। তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দময়ী। অপরিবর্ত্তনীয় কি কোথাও দেখিয়াছ? সব ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—ফুল শুকাইয়া যায়, পত্র ঝরিয়া পড়ে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, মানুষ গরিব হয়, ধনবান হয়, সুখী হয়, দুঃখী হয়—বালক হয়, বৃদ্ধ হয়, সুরূপ কুরূপ হয়। রাজ্য হয়, যায়, ধন আসে, যায়, জগৎ সৃষ্ট হয়, লয় হয়—কিন্তু পরিবর্ত্তন হয় না এমন কি কোন বস্তু দেখিয়াছ?

আছে একটী বস্তু—এটী মা'র স্বভাব মা'র ভালবাসা। এই ভালবাসার পরিবর্ত্তন নাই। ভালবাসার পরিবর্ত্তন যদি থাকিত, তাহাকে ভালবাসা বলা যাইত না। ভালবাসা বস্তুই সৎ। ইহা পূর্ণ তথাপি প্রথমে যেরূপেই প্রকাশ হ'ক, ইহা "অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল"। এই ভালবাসা যাহার স্বভাব, সেই তোমার উপাস্য নমস্য। এই ভালবাসা যাহাতে ফুটিয়াছে সেই তোমার দেবমন্দির। জীব! তুমি ভালবাসা বস্তুটি বুঝিয়া দেখ, ইহাই সৎ ও ইহাই আনন্দ। কিন্তু ইহা হইলেও পূর্ণ হইল না। চিৎ অংশটুকু অনুভব করা চাই।

আর একবার সেই আদিদম্পতি, সেই অৰ্দ্ধনারীশ্বর চিন্তা কর। চৈতন্যই দ্রষ্টা, জড় দৃশ্য। পুরুষ আপন প্রকৃতিকেই দেখে। এ ভিন্ন দর্শন নাই। পুরুষ আপন প্রকৃতিকে দেখিতেছে। যখন এই দেহ দেখিতেছে, সেখানে তুমি পুরুষ, তুমি চৈতন্য, এই দেহ জড়, ইহাই প্রকৃতি। চক্ষু একটা যন্ত্র মাত্র ইহাও

প্রকৃতি, ইহাও পুরুষের দৃশ্য। পুরুষ ভিন্ন দ্রষ্টা কোথায় ?—সাজে প্রকৃতি, পুরুষ সাজে না। পরিবর্ত্তন হয় জড়ের, চৈতন্য অপরিবর্ত্তনীয়। তুমি চৈতন্য, তুমি পুরুষ, প্রকৃতিতে অভিমান কর বলিয়াই দুঃখী। প্রকৃতিকে অগ্রে করিয়াছ বলিয়াই দুঃখ। প্রকৃতির অগ্রে যাও প্রকৃতিকে বশ কর, আবার নিজের অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব প্রাপ্ত হইবে। দেখ শিবত্ব কিরূপ! স্থির হইয়া পুরুষ প্রকৃতির পদতলে দলিত হইতেছে; আপন হৃদয়ে প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে পুরুষ অচঞ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—বলপূর্ব্বক রোধ করিতে পারে না। আপন প্রকৃতিকে ছাড়িবারও শক্তি নাই। বিশালবক্ষ পাতিয়া শবের মত পড়িয়া রহিয়াছে, যেমন দুষ্টা স্ত্রী স্বামীকে ভুলাইয়া কত কি করে সেইরূপ স্ত্রী, পুরুষের বক্ষের উপর বহির্মুখে ছুটিতেছে। কি যে সে তাণ্ডব—বর্ণনা করা যায় না। পুরুষ, পদতলে দলিত হইয়া, প্রকৃতির হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, প্রকৃতির চিন্তাই করিতেছে। জীব যখন উগ্রভাবে প্রকৃতির চিন্তা করিতে পারিল, তখন অজ্ঞাতসারে আপনার দ্রষ্টাভাব, আপনার চৈতন্যস্বরূপ, ধীরে ধীরে জাগাইল। দ্রষ্টাভাবে পৌঁছিলে আপনার বল বৃদ্ধি হইল—ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ সংযম অভ্যস্ত হইল।

পুরুষের উগ্রচিন্তায় প্রকৃতির চমক হইল। এ চমকে প্রকৃতি বহির্মুখে ছুটিতে পারিল না, এ চমকে অন্তর্মুখী হইল। চঞ্চলে স্থির দেখা দিল। কাজ করিতে করিতে করে না, মনে হয় কে যেন টানিতেছে, কে যেন স্মরণ করিতেছে। পূর্ব্ববিস্মৃত

অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব—পূর্ব্বের প্রেমবিভোরতা, স্মৃতিপথে দেখা দিতে লাগিল। আকাশে বিদ্যুতের খেলার মত, ঐ ভাবে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। প্রকৃতির এই ভাবে পুরুষেরও আনন্দ বাড়িতে বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে প্রকৃতি আরও ধীর, আরও স্থির, আরও ব্যাকুল।

সহসা পদতলে দৃষ্টি পড়িল—"হরি হরি"! আমি একি করিয়াছি! আমারই মনোভিরাম পুরুষ আজ, আমারই পদতলে! লজ্জায় প্রকৃতি জড়সড় হইল। আপন লোলজিহ্বা কর্ত্তন করিল। কামিনী, কুলবধূ হইল। আর পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইল।

. মধুর মুরলী। রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই মুরলী বাজিয়া উঠিল। এই প্রকৃতি মুরলী ধ্বনি শুনিয়া পাগলিনী। যমুনা, মুরলীর রবে উজান বয়—গোপীকা, এই বংশীর রবে কুল ত্যাগ করে। কোথায় সংসার—আজ প্রকৃতি পুরুষের পশ্চাতে ছুটিল—কুল মান দৃষ্টি নাই, গুরুগঞ্জনা—চন্দন অঙ্গভূষা।

আবার কুলবধূ স্বামী পাইল, আবার আদি দম্পতি মিলিত হইল—অর্দ্ধনারীশ্বর একত্র হইল। প্রেমব্রত উদ্‌যাপন হইল। জীব গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব ভুলিল—সেই সীমাশূন্য সুখ—সেই সীমাশূন্য আনন্দ - সেই আনন্দে সর্ব্ব সৃষ্টিব্যাপার ডুবিয়া রহিল। ইহাই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি, ইহাই পরমানন্দ-প্রাপ্তি। ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তি সকলের লক্ষ্য। তাই আজ এইজন্যই শক্তি পূজা। শক্তি-পূজা না হইলে সচ্চিদানন্দের দর্শন মিলিবে না। শক্তিই

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—ব্রহ্মবিদের সর্ব্বস্ব, ভিখারী শিবের হৃদয়লক্ষ্মী। শক্তি ছাড়া হইলেই শিব শব।

বেশী বলিবার নাই। আগেই তুমি—"তুমি তুমি" করিয়া তুমি হইলেই প্রকৃতি পুরুষের প্রেমমিলন। তখন জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। খেলা করে প্রকৃতি, দেখে পুরুষ। চলন হয় শক্তির—স্থির—সেই জ্ঞান আনন্দময় পরমপুরুষ চৈতন্য! আনন্দে বল্ড নাই—প্রথমে সব লয় লইয়া গেল, রহিল প্রকৃতি, রহিল শক্তি—ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। শেষে শক্তি, শক্তিমান মিশিল। রহিল সচ্চিদানন্দ পুরুষ।

রাবণ পরাজয়।

লঙ্কার ঈশ্বর আমি ভুবন-বিজয়ী,
একি দশা! চাই আমি পদে লুটাইতে,
চায় যদি একবার তরল কটাক্ষে,
এই সুধামুখী ঐ আঁখিপদ্ম তুলি
আমা প্রতি। কি জানি কি রত্ন যেন তবে,
হয় মোর হস্তগত, কি জানি কি জ্বালা,
ছুটে যায়; উঠে হৃদে ভরিত সুষমা।
একি ভুল! নাহি পারি, আমি লঙ্কাপতি;
সরাইতে ক্ষণতরে হৃদি হ'তে মোর,

ইহার সম্ভোগ আশা, বক্ষে বক্ষঃ ধরা,
এ মোর হৃদয়-লক্ষ্মী, পরাণ-প্রতিমা।
ধিক্ লঙ্কা, ধিক্ মোর অনন্ত বৈভব,
এই মানবীর কাছে ; ধিক্ লঙ্কেশ্বরী,
ধিক্ সে দানবসুতা এ সীতার কাছে ;
কত না অবজ্ঞা করে, কত দেয় গালি
কতই অভিসম্পাত, সকলি মধুর ;
সকলই মধুর লাগে, যখন যা করে।
ধন্য সীতাপতি—যার তরে এই সতী
তুচ্ছ করে, এ লঙ্কার অপূর্ব্ব গৌরব।
ধন্য রঘুপতি ! এ যারে হৃদয়ে ধরে,
শত সোহাগের ভরে—প্রণয়ে ভরিয়া।
ছার আমি ! ছার মম লঙ্কা স্বর্ণময়ী ;
চাহিনা, চাহিনা কিছু, নাহি প্রয়োজন
এ জীবনে ; এ জীবন যদি, নাহি পারে
আনিবারে, হিয়ার ভিতরে, এ প্রেম-প্রতিমা
একি রূপরাশি ! চক্ষু ঝলসিয়া যায়,
শত সাধ জেগে উঠে কম্পিত হিয়ায় ;
তবুও দেখিনি এর সোহাগের হাসি,
লাবণ্যবারি-ভরিত নূতন যৌবন
মাখিয়া যখন ধায় প্রেমাস্পদ প্রতি।
এই দৃষ্টি ! ইহা যবে সান্দ্র অনুরাগে

তরল হইয়া পশে পিয়ার নয়নে—
কি সুন্দর! কি সুন্দর! হয় তবে এই,
আলম্বি কুন্তল-ভরা বদন-চন্দ্রমা!
এই হস্ত! এই হস্ত যবে অতি ধীরে,
আদরে জড়ায়ে ধরে প্রিয়-গলদেশ,
চকোরে ঢালিয়া দিতে অমিয়ার রাশি।
এ চরণ, এ চরণ যবে ধীরে চলে
প্রিয়া গৃহে, নিশাকালে মিলনের তরে,
বরণ মঙ্গল দীপ জ্বালিয়া হৃদয়ে।
আমি লঙ্কেশ্বর! আমি ত্রিদিব ঈশ্বর!
আমি ছার, অতি ছার, ইহার নিকটে।
কি আছে রাঘবে যাহা না মিলে রাবণে?
বিজনে ভাবিয়া এরে আসি যবে ছুটে,
ঢেলে দিতে শ্রীচরণে পরাণ আমার;
কি জানি, কে জানি যেন এ দুখিনীরে
রক্ষা করে। নিবে যায় রাক্ষস-কামনা,
অথবা ইহাই বুঝি সতীর মহিমা।
শত মন্দাকিনী-ধারা হেরিয়া নয়নে,
দীর্ঘশ্বাস বিজড়িত রাম রাম শুনি,
থেমে যায় হৃদয়ের কামের প্রতাপ;
কি যেন কি হ'য়ে যাই না থাকি রাক্ষস।
সুশীতল দেবভাবে ভরে যাই আমি,

মনে হয় রাম-রাণী রাঘব-ঘরণী—
জগৎ জননী ইনি—আমারও জননী।
এ রাক্ষস-দেহ মোরে ডুবায়ে রেখেছে
কামকূপে ; ত্যাগ-যোগ্য ইহা সর্ব্বভাবে
শতেক প্রার্থনা জাগে হৃদয়ে আমার,
বড় ভার বোধ হয় এ রাক্ষস কায়া ;
বড় ভার বোধ হয় রক্ষ মনো-মায়া !
যাক্, এইক্ষণে যাক্, এ রাক্ষস তনু.
সীতাপতি, এস প্রভু, করিতে বিনাশ,
মাতৃহারী-রক্ষবংশ যেখানে যা আছে।
মাতৃবুদ্ধে হরিয়াছি শ্রীরাম-রমণী,
শীঘ্র বিনাশহ প্রভু, আসিয়া আপনি।

বিশ্বনর্ত্তকী।

যে মায়া, মহৎব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র একটী জীবকেও বাদ দেন না, যাঁহার রঙ্গে এই ত্রিভুবনে কেহ কোথাও শান্ত নাই, সেই মায়ার বর্ণনা কে করিবে ? নিগুর্ণব্রহ্মে মায়া নাই। চৈতন্যদীপ্তা মায়া সগুণব্রহ্মকে লইয়া জীবভাবে নৃত্য করেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে একমাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল,

পাতাল, নভস্তল ঐ নটীর পাদবিক্ষেপ ভূমি। তারকাপুঞ্জ ঐ নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু। ঐ নটীর গগনরূপ মুখে, চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডল দোলায়িত। মেঘমালারূপ দশা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর, ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয় বাস। বিবিধ রত্নখচিত সপ্তসাগর, ঐ অভিনেত্রীর হস্তবলয়। ঐ অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষ প্রভৃতি রূপ নেত্র কটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুলপর্ব্বত সকল ঐ অভিনেত্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি, কিরীট কখন অবনমিত, কখন উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী উহার হারযষ্টি। গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী, ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উহার করপল্লব, উহা কখন বাহিরে বিকম্পিত কখন বা তিরোহিত। ভুবনবাসীজনগণ ঐ অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা আবার অবিরত ঝনঝনায়িত হওয়ায়, ঐ নাট্যশালা অতি মনোহর হইতেছে। বলা হইতেছে, এই ব্যোমাত্মক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী, নিয়তই জগতের অভিনয় করতঃ নৃত্য করিতেছেন। সুখ দুঃখ দশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুটকরণ। এই সংসার-নাটকের অভিনয়ে, বিবিধ বিকারভঙ্গীপূর্ণ নিয়তিবিলাস বিষয়ে, পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া, সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ, তিনি উক্ত নটী ও নাটক হইতে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন।

এই বিশ্বনর্ত্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে, এই ত্রিভুবনে এমন লোক কেহ নাই। "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে"। অপরাপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতি, ঈশ্বর, সগুণব্রহ্ম সকলকে

লইয়া ইঁহার রঙ্গ। কর্ম্মী, বিশ্বাসীভক্ত, অর্দ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের উপর ইহার সমান অধিকার। জড়প্রকৃতি চেতনপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই ইঁহার রঙ্গমঞ্চ। আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, আপনিই দর্শক, আপনিই রঙ্গ। বলা যায় না, ধারণা করা যায় না এ রহস্য কি ?

ব্রহ্মে উঠিয়া ব্রহ্মকেই আবরণ ইহাঁর প্রথম ক্রীড়া। শুধু তাহাই নহে, পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অন্যরূপে দেখান ইহাঁর দ্বিতীয় রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীয় পরমপুরুষকে গুণবান্ করিয়া আপনি মায়াবিনী বিশ্বনর্ত্তকী, আর তিনি মায়াবী বিশ্বনর্ত্তক। নৃত্য করিতে করিতে তিনি আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ ধরিয়া সেই মায়াবী পুরুষের অর্চ্চনা করেন, সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় বিশাল শরীরে নৃত্য করেন।

অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়াও বিশ্বনর্ত্তকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরমপুরুষকে লইয়া কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে আসিতেছেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর তিনি আদি প্রেমিকা।

ইনিই বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে শুকদেবের পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাইয়াছেন; জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়া গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয়া প্রাণত্যাগে ছুটাইয়াছিলেন ইনিই। আবার ইনিই ব্রহ্মহত্যা হইবে ভয় দেখাইয়া বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে ব্যাকুল করিয়া বশিষ্ঠদেবকে পাশমুক্ত করাইয়াছেন। শুভ্রশ্মশ্রু পরমভক্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাঁহার গর্ভে

বহু সন্তান সন্ততি—আবার তাহাদের পুত্র কন্যা এই সব করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিবৃতা মৎস্য-জননীর ন্যায় রঙ্গসলিলে ভাসাইতেছেন, খেলা করাইতেছেন, আবার ভয় দেখাইয়া জলমগ্ন করাইতেছেন—আবার স্ত্রীবেশ ঘুচাইয়া, দাড়ী পরাইয়া চমৎকার ভাবে আপনার মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইয়া বলাইতেছেন এ কি— অমন সুন্দর কমনীয় মুখে এই কর্কশ কেশরাশি! গাধীব্রাহ্মণকে একক্ষণেই চণ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াই-তেছেন; আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এক রাত্রির একক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের দুঃখ ভোগ করাইতেছেন—কে ইহার লীলার সংখ্যা করিতে পারে?

বদ্ধ জীবের উপরে ইহার ক্রীড়া কি অদ্ভুত! কাহাকেও রাজেশ্বর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী করিয়াছেন, কাহাকেও আবার বা বৃক্ষতলা সার করিয়া দিনযামিনী দুঃখে কাঁদাইতেছেন, আবার কেহ বা সব শূন্য হইয়া আনন্দে গাহিতেছে—

কেহ সংসারে এসেচে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্যধন রে।
আমার দরিদ্রেরই ধন দু'খানি চরণ
যতনে পরেছি হায় রে॥

এক দণ্ডে হাস্য ক্রন্দন, এক দণ্ডেই শীতে কম্পমান, পর-দণ্ডেই গাত্রদাহ—কি এই বিচিত্র রঙ্গ! তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড-রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বনর্ত্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

কে এই মায়া ? তিনি নৃত্য করেন কি নিমিত্ত ?

"যিনি চিদাকাশ শিব তিনিই মহাকাল, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই মায়া—মহাকালী। মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ, উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ—সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দনশক্তি সর্ব্বদা এক। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দনশক্তি মায়া দ্বারা শিব নামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও লক্ষিত হন। ঐ চিন্মাত্র শান্ত শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অবাঙ্মন-সগোচর ব্রহ্ম বলেন। স্পন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছা। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনিই সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্মে ইচ্ছা নাই সগুণে আছে। আবার ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থী-দিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্যনামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া প্রকৃতিনামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া শুষ্কা নাম ধারণ করেন। উৎপল বর্ণ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি চণ্ডিকা; একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া জয়া সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধা; সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া।

বলে ইঁহাকে কেহ আঁটিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম অপরাজিতা। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইহার নাম উমা (উ, ম, অ)। গায়ক অর্থাৎ জপকারী-দিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া ইঁহারই নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম সাবিত্রী। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী। ইনিই সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদিমাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দ ব্রহ্মনামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়পদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিযাও ইনি উমা।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিযা শরৎকালে ইঁহাকে দুর্গা ভাবিয়া এখনও পূজা করেন; অমাবস্যায় ইঁহাকে কালী ভাবিযা পূজা করেন; অন্যান্য সময়ে অন্য মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা করেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি পূজা নিরর্থক পুতুলপূজা নহে। অজ্ঞানীরা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিমাপূজার নিন্দা করে। যাঁহারা একটু ভিতরে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞানীর শত চীৎকারেও এই রমণীয় পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইতে পারেন না। চিরদিন ইহা আছে; চিরদিনই ইহা

থাকিবে। একটু সংযমী হইয়া—ছেলেখেলা করিতেছ না ভাবনা করিয়া একটু ভক্তিভাবে এই জগৎজননীর পূজা করিয়া দেখ দেখিবে ব্রহ্ম উপাসনার এত সহজ উপায় আর নাই হইতেও পারে না। তোমার ব্রহ্ম-উপাসনা বিশ্বাসের ধর্ম্ম আর এই পূজা বিশ্বাসের ধর্ম্মকে অনুভবসীমায় আনয়নের সুন্দর পন্থা।

৺পুরী—স্বর্গদ্বারে গীত।

—"যে মাতা বাঁধেন মোহে
মোহমুক্ত করিতেও তিনি"

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ
বল কোথায় শিখেচ।
স্বরূপেতে অরূপ যিনি
তাঁরে রূপ ধরিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

রূপটি তোমার কেউ জানে না, তত্ত্বে তোমায় কেউ বোঝে না।
কোথাও নাই তবু তুমি, যথায় তথায় ভেসেচ
তা'তে ভেসে তারে নিয়ে,
রূপধ'রে রূপ দিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

বলে ইঁহাকে কেহ আঁটিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম অপরাজিতা। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইঁহার নাম উমা (উ, ম, অ)। গায়ক অর্থাৎ জপকারী-দিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া "ইঁহারই নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম সাবিত্রী। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী। ইনিই সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদিমাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দ ব্রহ্মনামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়পদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইনি উমা।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়া শরৎকালে ইঁহাকে দুর্গা ভাবিয়া এখনও পূজা করেন; অমাবস্যায় ইঁহাকে কালী ভাবিয়া পূজা করেন; অন্যান্য সময়ে অন্য মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা করেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি পূজা নিরর্থক পুতুলপূজা নহে। অজ্ঞানীরা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিমাপূজার নিন্দা করে। যাঁহারা একটু ভিতরে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞানীর শত চীৎকারেও এই রমণীয় পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইতে পারেন না। চিরদিন ইহা আছে; চিরদিনই ইহা

থাকিবে। একটু সংযমী হইয়া—ছেলেখেলা করিতেছ না ভাবনা করিয়া একটু ভক্তিভাবে এই জগৎজননীর পূজা করিয়া দেখ দেখিবে ব্রহ্ম উপাসনার এত সহজ উপায় আর নাই হইতেও পারে না। তোমার ব্রহ্ম-উপাসনা বিশ্বাসের ধর্ম্ম আর এই পূজা বিশ্বাসের ধর্ম্মকে অনুভবসীমায় আনয়নের সুন্দর পন্থা।

৬পুরী—স্বর্গদ্বারে গীত।

—"যে মাতা বাঁধেন মোহে
মোহমুক্ত করিতেও তিনি"

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ
বল কোথায় শিখেচ।
স্বরূপেতে অরূপ যিনি
তাঁরে রূপ ধরিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

রূপটি তোমার কেউ জানে না, তত্ত্বে তোমায় কেউ বোঝে না
কোথাও নাই তবু তুমি, যথায় তথায় ভেসেচ
তা'তে ভেসে তারে নিয়ে,
রূপধ'রে রূপ দিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

তোমার রূপের নাই তুলনা, প্রাণে ভাসে মুখ ফোটেনা
কেমন চাওয়া কেমন হাসি, উদাস ক'রে রেখেচ
প্রত্যালীঢ় পদে দুলে
ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়েচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি ॥
এই যে সাগর তুফান ডেকে, ওঠ পড় তাহার বুকে
নেচে নেচে সারা বুকে, পদ্মে পদ্ম ছেয়েচ
উঠায় মিলায় নাচ্-তরঙ্গে
এক কর এক দেখাচ্চ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি ॥
জগবন্ধু এই যে নমি, ভিতরে সে বাইরে তুমি
তার প্রাণে তোমার রূপে, দুয়ে একটি হ'য়েচ.
পানার মত জনম জলে
জলকে ঢেকে ভেসেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি ॥
এইই তুমি আদিযুগে, লোভ দেখিয়ে যাগে যোগে
হয়ে কুলাঙ্গনা বিবসনা, রণরঙ্গে মেতেচ
শেষে এলোকেশী ধ'রে অসি
দানবে নাশ ক'রেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি ॥
ত্রেতায় কুলবধূ হ'য়ে, অসুর-গৃহে বন্দী র'য়ে
যেন কত অনাথিনী, কতই কেঁদেচ

এক হ'য়ে আর সেজে

কৌশলে কুল মজিয়েচ।

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

দ্বাপরে আয়ান-ঘরে, সদা ননদিনী ডরে

বধূরূপে বাস ক'রে, কতই করেচ

(তবু) যার বধূ তার বধূ আছ

(শুধু) ক্লীব সংসার তরিয়েচ॥

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

তুমি বরণীয় ভর্গ, তুমি ভোগ অপবর্গ

তুমিই তুমি আর কেন, আমি-সাজা রেখেচ

শ্রীচরণে এই মিনতি, আমি মেরে দাঁড়াও যদি

(তবে) আমায় তুমি চরণ দিয়ে সকল সাধ মিটিয়েচ॥

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

" করতে তু ভয়া

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" তুমি! কি ছিলাম—জানিতাম না—প্রকাশ ছিল না—অপ্রকাশ ছিল না—কি ছিল বলা যাইত না—কি ছিল দেখা যাইত না, যেন কোন চলন পর্য্যন্ত ছিল না। হঠাৎ বোধ হইল—বোধ হইল তুমি। কি তুমি, কে তুমি, জিজ্ঞাসা ছিল না—শুধু বোধ হইল তুমি।

আবার কিছুই দেখিলাম না। আবার দেখিলাম তুমি। বোধ ঘন হইল। রূপ দেখিলাম। সুন্দর লাগিল—বড়ই সুন্দর লাগিল—শুধুই দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না, তোমার মূর্ত্তি স্থানে আবার কি ভাসিল—তোমার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া কি গড়া হইল—কি দৃশ্য জাগিল,—সুন্দর নীল আকাশ—অগণ্য নক্ষত্র—কত সুন্দর! আকাশ কি, নীল কি, তারা কি, তুমি কোথায়—দেখিলাম আকাশ, নীল, তারকা সব একত্রিত হইয়া তুমি। দেখিলাম,—তুমি আকাশ, তারকা, সুনীল দৃশ্য—তারকা দেখিতে লাগিলাম—তোমায় যখন না দেখি, তখন দেখি, তারা—আবার বলিলাম, তুমি কোথায়, দেখিলাম তুমিই তারকা—অনন্ত কোটি তারকায় তোমার মধুর মূর্ত্তি ভাসিতেছে—অনন্ত তারকা হইয়া তুমি আমার দিকে চাহিয়া আছ, তোমার দৃষ্টি হইতে আমি লুকাইতে পারি না। তুমি আর লুকাইলে না। তুমি সব হইয়াছ—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী তুমিই। শিব, শক্তি, মাতঙ্গী, রাম, কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, কল্কী তুমি, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, মনুষ্য, পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা, যুবতী, যুবক, বৃদ্ধা, বৃদ্ধ তুমিই। সুন্দর, কুৎসিৎ, অন্ধ, খঞ্জ, রাজা, প্রজা, রাণী, ভিখারিণী, সধবা, বিধবা,—তুমি। সিংহ, ব্যাঘ্র, সিংহিনী, ব্যাঘ্রিনী, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ; মীন, পতঙ্গ, বাসুকী, অনন্ত, কালীয়, নরসিংহ, কচ্ছপ, বরাহ, সরল, কুটিল, হাস্যমূর্ত্তি, ক্রোধ মূর্ত্তি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি, মশক, ডাঁইস, জলৌকা,

বৃশ্চিক তুমিই ; কোকিল, কাক, ময়ুর, গৃধ্র, পাপিয়া, তুমিই । তুমিই সব দেখিতেছি ; তোমায় দেখিয়া—তোমার সঙ্গেই সব ভাসিতেছে দেখিতেছি—তুমি ভিন্ন কাহারও অস্তিত্ব নাই দেখিতেছি—সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, যোগ, তপ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, হস্তপদ, চক্ষু, কর্ণ তুমিই সব সাজিয়াছ—তুমিই সবরূপে দেখা দিতেছ।

অহো কি অপূর্ব্ব ! তোমায় দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাই না—শুনিতেছি কোকিল সুন্দর স্বরে গান গাহিতেছে—খুঁজি তুমি কোথায়—দেখিলাম তুমিই কোকিল—তুমিই স্বর—তুমিই শ্রবণ। তোমায় দেখিতেছি—দেখিতে দেখিতে যেন দেখিলাম না—যেন সব ভুলিলাম—দেখিলাম ময়ূর নৃত্য করিতেছে, জিজ্ঞাসিলাম তুমি কোথায়—দেখিলাম তুমিই ময়ূর, তুমিই নৃত্য, তুমিই দর্শন। মরি মরি একি প্রহেলিকা ! তুমিই সমস্ত যখন দেখি, তখন তোমাকে সব সাজিয়া থাকিতে দেখি, তুমিই ঘনপল্লবাবৃত বৃক্ষ, তুমিই সহকার, তুমিই মাধবী, তুমিই সাগর, তুমিই গভীরতা, তুমিই জল, তুমিই তরঙ্গ ; তুমিই তরঙ্গভঙ্গ, তুমিই সমুদ্রতীরবর্ত্তী চিত্রিত শঙ্খাদি। তুমি আকাশ, তুমিই সূর্য্য, তুমিই সরোবর, তুমিই পদ্ম, তুমিই চন্দ্র, তুমিই কুমুদিনী, তুমিই পদ্মিনী, তুমিই চকোরিণী, তুমিই জ্যোৎস্না, তুমিই সুধাপান—তুমি ভিন্ন কিছুই নাই।

তুমিই সমস্ত। তুমিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়াছ, বিচিত্র রচনাময়ী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্ববর্ণ প্রতিফলিতা, সুরঞ্জিতা

সুফলা-মলয়জ-শীতলা পরাশক্তি তুমিই। মরি মরি এক বহু হইয়াছ—একই সব সাজিয়াছ !

তুমিই সমস্ত ! তোমাকে দেখিলে সমস্ত দেখা যায় বটে, তুমিই সব বটে কিন্তু সমস্তই তুমি নহে। সব দেখিলে তোমায় দেখা যায় না। কিছু দেখিলে তুমি থাক না। কোন দৃশ্যজ্ঞান থাকিলে তুমি অদৃশ্য। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা এ সমস্ত তুমি নও। তুমি সব সাজিয়াছ। তুমিই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কিন্তু দৃশ্যপ্রপঞ্চ তুমি নহে। দৃশ্য জগতের কথা কহিলেও তুমি পলায়ন কর। তোমার কথা কহিলে কেহ পলাইতে পারে না—মায়া মায়া, ছায়া ছায়া মত তোমার উপরেই ভাসে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় তুমি। তোমায় ভাবিলে তোমায় দেখিলে কত অপূর্ব্ব দর্শন হয়, তাহাদের কোন একটি আকর্ষণ করিলে তুমি থাক না, তাই এই মানবজাতি তুমি নহে—তুমি মানবজাতি। হরি, হরি তোমায় মানবজাতি দেখা ঠিক। মানবজাতিকে তোমার স্থানে বসান ঠিক নহে। এ দেখাও বিচিত্র। এক চক্ষে তোমায় দেখা, অন্য চক্ষে ছায়া ছায়া মত অন্য সমস্ত তোমার উপরে ভাসিতেছে দেখা। ইন্দ্রজালমত তোমার উপরে খেলা করিতেছে দেখা। কি খেলা, কি তামাসা তোমার ! ডিণ্ডিম বাজাইয়া বাজিকরণী আপন অঙ্গ হইতে বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছে, বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে !

এক মনোভিরাম পুরুষ নিদ্রিত। স্বপ্ন জাগিল। কোন

দৃশ্য ত স্বপ্নে থাকে না, দ্রষ্টাও ত স্বপ্নে থাকে না। কোথা হইতে দর্শন হয়? মনই সমস্ত সাজিয়া—আপনিই দ্রষ্টা, আপনি দর্শন, আপনি দৃশ্য হয়। সেইরূপ তুমি তোমার কার্য্যবিচিত্র—মনে মনে ঠিক করা যায়—বলা যায় না।

এককালে সব সাজিতেছ, সব করিতেছ, সব চলিতেছ, তোমায় দেখিলে সব এক সঙ্গে দেখা যায়—এক সঙ্গে করা যায়, এক সঙ্গে বলা যায়, এক সঙ্গে ধারণা করা যায় আর তোমায় ছাড়িয়া কোন একটি কিছু দেখিলে সেই বস্তুর একটি অঙ্গ ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। হাত দেখিলে পদনখ আসে না, পর্ব্বত দেখিতে গেলে ফুল দেখা যায় না। আর তোমায় দেখিলে তোমার অঙ্গে সমস্ত দেখা যায়। দেখা যায়—তোমার স্তবে সবের স্তব হয়—বড় মধুর তোমার স্তব—বড় মধুর তোমার এই বিশ্বরূপ—এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, অন্তরীক্ষ, বনস্পতি, স্তোতা স্তুতি, স্তব্য একমাত্র তুমিই।

"তব নিশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোখিলং জগৎ
বিশ্বভূতানি তে পাদ-শীর্ষদ্যৌ সমবর্ত্তত
নাভ্যামাসীৎ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতি
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়িদেব সর্ব্বং স্তোতাস্তুতি
স্তব্য ইহত্বমেব * * *
ঈশত্বয়া বাস্য মিদং হি সর্ব্বং
নমোস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে"

তুমি! সর্ব্বত্রই তুমি! তোমাকে নমস্কার

নমো দেবি! মহাবিদ্যে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
নমঃ কমলপত্রাক্ষি সর্ব্বাধারে নমোঽস্তুতে॥
স বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ বিরাট্ সূত্রাত্মিকে নমঃ।
দুর্গে সর্গাদিরহিতে দুষ্ট সংরোধনার্গলে॥
নিরর্গল প্রেমগম্যেভর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।
নমস্তে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তে পুরতোঽম্বিকে॥
নম ঊর্দ্ধং নমশ্চাধং সর্ব্বত্রৈব নমোনমঃ।
কৃপাঙ্কুরু মহাদেবি মণিদ্বীপাধিবাসিনি॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকে জগদম্বিকে।
জয়দেবি জগন্মাতর্জয়দেবি পরাৎপরে॥
জয়শ্রী ভুবনেশানি জয় সর্ব্বোত্তমোত্তমে
কল্যাণগুণরত্নানামাকরে ভুবনেশ্বরি
প্রসীদ পরমেশানি প্রসীদ জগতোরণে॥

কি বলিব—তোমার কথা বলিতে পারি না। যাহার কাছে যাই, মনে হয়, কিছু না বলিতেই সকলে উপদেশ দেয়—সকলেত দেয় না। তুমিই বহুমূর্ত্তি ধরিয়া উপদেশ দাও। তাই উপদেশ এত সুলভ। তোমার মূর্ত্তি, তোমার নাম—কিরূপে বলিব, কিরূপ দেখিতে তুমি—তোমাকেই ভজি—চিরদিন ভজিব।

কি বলিব—বলিবার কিছু নাই—শুধু প্রণাম—তোমারই আশ্রয় ভিন্ন অন্য প্রার্থনা কি আছে—

কদম্ব বনচারিণী মুনিকদম্বকাদম্বিনীং।
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী সেবিতাম্॥
নবাম্বুরুহলোচনাম্ অভিনবাম্বুদশ্যামলাং।
ত্রিলোচন কুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে॥

আমি তোমারই। তুমিই সব—সব দেখিতে গেলে যখন তোমায় ভুলি, তখনও সত্যই তুমি থাক। শক্তি ভিন্ন—শক্তি-সমষ্টি ভিন্ন কোন কিছু দাঁড়াইতে পারে না। অনন্ত জগৎ শক্তিসমষ্টি মাত্র। তুমিই সমস্ত। তোমাকেই প্রণাম!

আর আমি। কথা কহিলাম তোমায় দেখিয়া—প্রকাশ হইলাম তোমায় দেখিয়া—চলন হইল তোমায় দেখিয়া—কি ছিলাম বলা যায় না—অব্যক্ত—গুণ কিছুই ছিল না, নির্গুণ—চিন্তা ছিল না, অচিন্ত্য—তুমি ব্যক্ত করিয়াছ—তুমিই জগদাধার, তুমিই জগৎ আধেয়—শক্তি ভিন্ন শিব কি?

শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতিশক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলং স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বমারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথম্ কৃতপুণ্যঃ প্রভবতি।

সত্য কথা তুমি ভিন্ন আমি কি। তুমি আমি সাজিয়াছ—আমাকে দেখিয়াও যখন তুমি বোধ হইবে—তুমি তুমি করিয়া যখন তুমি সব হইয়া যাইবে, তখনই সিদ্ধি। না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনা। তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার মন বুদ্ধি

চিত্ত অহঙ্কাররূপিণী—তুমিই সব, ইহা আমায় ভুলাইও না। আমি চরণে আশ্রিত।

মঙ্গল আরতি।

তুমি কি এসে ছিলে আপন মনে ?
আরতি করে যারে ত্রিভুবনে।
চন্দনে চর্চ্চিত—ফুল ত কাছে ছিল
সরযু নেচে নেচে—নিকটে ধেয়ে এল
চরণে মঞ্জীর পড়িল নয়নে
হলোনা তবু পূজা কি জানি সরমে
কি জানি কি হ'য়ে গেল কি জানি কি ভুল হ'ল
পরাণ লুটাইল চরণে
তুমি কি এসে ছিলে আপন মনে ?
সেত আজ কত দিন গিয়াছে চলিয়া
এখনও চ'খে কেন রয়েচে মিশিয়া
সে ছবি মনোহর ব্রহ্মদ্বারোপর
তখন চিনিনি কেন আপনা ভুলিয়া
এখন বলি বা কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া

সেইত এসে ছিল সরযু সিনানে
আরতি করে যারে এ তিন ভুবনে।
যার তরে ফুটে ফুল
গগনে রবি তারা
তাপস অবিরাম ডাকিয়া হয় সারা
ছাইয়া নীলনভ দাঁড়ায়ে যেইজন
ভরিয়া সব হৃদি রয়েচে সেইজন
কপালে দীপক মোহন মূরতি
পঞ্চ প্রাণ করে মঙ্গল আরতি
চরণে প্রাণ বদি মিশিয়া রহিল
চল চল আর বার সেথায়ে লয়ে চল
মনে মনে সব জনে পরণাম স্মরণে
সেইত সদা ভাসে মঞ্জীর চরণে ॥

তুমি ভিন্ন আমি কি !

(১)

হৃদয়ে তোমায় লইয়া না বসিলে জগৎ তুমি—ময় হয় না। অন্তরে তোমার সমীপে বসিতে অভ্যাস না করিলে বাহিরে যে সর্ব্বত্রই তুমি এ যেন শেখান কথার মত হইয়া যায়—এ যেন

ম্যাপে (map) কাশী দেখার মত তোমায় দেখা হইয়া যায়। তোমার সমীপে বসাই উপাসনা। উপ = সমীপে আর আসন = বসা।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে তুমিত সর্ব্বত্র আছ—তুমিত ঘুস খাওনা—তবে উপাসনা করিব কেন? ঘৃত বড় বলকারক। গো-শরীরে ঘৃত থাকে। তাহাতে কিন্তু উহার পুষ্টি সাধিত হয় না। ঘৃত পান করিতে হইলে প্রথমে গোর দুগ্ধ দোহন করিতে হয়, সেই দুগ্ধ মন্থন করিতে হয়—তাহা হইতে ননী তুলিতে হয়—সেই ননী হইতে ঘৃত হয়। সেইরূপ তুমি আত্মারাম। তুমি সকলের মধ্যেই আছ—কিন্তু বিনা উপাসনায় তোমাকে দেখা যায় না। তোমায় দেখিতে পাইলে বড় সুখ হয়।

তুমি কি না বুঝিলে তুমি ভিন্ন আমি কি বুঝা যাইবে না। সত্যই তুমি কি? তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর। কাঙ্গাল তোমার বড় প্রিয়। শুনি তোমার কিছুই প্রয়োজন নাই। কথাটা বড় গোল তুলিয়া দেয়। যখন তুমি আপনাতে আপনি থাক—যখন তুমি আপনিই থাক—যখন তোমার কোন খেলা থাকে না—যখন তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ খেলা সাঙ্গ করিয়া আপনার সঙ্গে আপনি কি কর—তখন তোমার কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তখন তুমি আপনাতে আপনি তুষ্ট "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ"। তখন তুমি "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ।"

এই তোমার প্রকৃত অবস্থা—প্রকৃত স্বরূপ। যদি তুমি স্বরূপ অবস্থাতেই শুধু থাকিতে, তবে আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়

হইত না। তবে এই জগত ভাঙ্গা গড়ারূপ খেলা থাকিত না। তখন তোমাকে দেখিবার লোকও থাকিত না—তোমার কিছুতেই যখন দরকার থাকে না তখন "কিছুরও" তোমাতে দরকার থাকে না। তুমি আপনি বল, তুমি তখন কি, তাই মানুষ তোমায় জানে—নতুবা মানুষের সাধ্য কি তোমার সেই অব্যক্ত অবস্থার কোন কথা কয়। মানুষ তোমার কথা বলিতে গিয়া বলে "যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। মনই যাহারে পায় না, নয়ন তাহারে কি করিয়া পাইবে ?

এই তোমার স্বরূপ অবস্থা। এ অবস্থায় কি তুমি, কেমন তুমি—কেহই জানে না—কেহই বলিতে পারে না। লোকে ভাবিতে পারে—যখন তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর তখন কি তুমি আপন স্বরূপে থাক না ? তা নয়। জগৎ যখন তুমি সৃষ্টি করিয়া খেলা কর তখনও তোমার ঐ অবস্থা আছে—তোমার স্বরূপ হইতে তুমি এক ক্ষণকালও বিচ্যুত নও। তুমি আপন স্বরূপে নিয়ত থাকিয়াও এই জগৎ খেলা তুলিয়া রঙ্গ কর। সাধক তোমায় বুঝিতে গিয়াও বুঝিতে পারে না—শেষে হার মানে। বলে "বিচিত্র ভবের লীলা ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা"—"ঠিক যেন মা ধূলো খেলা বুঝ্‌তে পেরেছি"। আবার বলে খেলা বুঝিতে পারিলেও তোমায় বুঝিতে পারি না বলে "এতকাল কাছে কাছে বেড়াইনু পাছে পাছে, শেষে বুঝ্‌তে না পেরে এবার হার মেনেছি"। শ্রুতি বলেন "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। তোমাকে

বাক্য দ্বারা পাওয়া যায় না—মন দ্বারা তোমাকে পাওয়া যায় না—চক্ষু দ্বারা পাইবার উপায় নাই। অথচ তুমি আছ—প্রকারান্তরে ইহা বলা হইতেছে। বল কিরূপে তোমার উপলব্ধি করি? আরও বলেন, যে বলে তোমায় জানিয়াছি সে জানে না—যে বলে তোমায় জানি না তাহাকে তুমি আপন স্বরূপ জানাইয়া দাও।

তোমার স্বরূপ অবস্থার কথাই যখন বলা যায় না তখন ঐ অবস্থায় তোমাকে কি করিয়া "কাঙ্গালের হরি" বলা যাইবে? যখন তুমি চিরদিন নির্গুণ বা গুণাতীত থাকিয়াও—সগুণ অবস্থা গ্রহণ কর—যখন তুমি গুণ লইয়া খেলা কর তখন তোমাকে কাঙ্গালের ঠাকুর বলা যায়। তখন তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে—তোমার উপর মান অভিমান চলে--এমন কি তোমার সহিত রঙ্গ করাও চলে। কেননা তুমি ঐ জন্যই সগুণ হও। আপনিই আছ—আপনাকে আপনি সৃজন কর—সৃজন করিয়া—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" যাহা সৃজন করিলে তন্মধ্যে আপনি প্রবিষ্ট হও। প্রবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ ঢাকা দিয়া অন্যরূপ হও। "স্বয়মন্যইবোল্লসন্" আপনি অন্যমত দেখাও—এই তোমার উল্লাস।

যখন তুমি লীলা জগতে, তখন তোমার সঙ্গে কথা চলে। তুমি ত তখন কাঙ্গালের হরি নিশ্চয়—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি নিজে কি তখন কোন কিছুর জন্য কাঙ্গাল হও? আমার মনে বড় সন্দেহ হয়—সর্ব্বেশ্বর তুমি কিন্তু তুমি লীলা করিতে যখন

আইস তখন তুমি বড় কাঙ্গাল। আর কোন বস্তুর কাঙ্গাল নও কেবল প্রাণের কাঙ্গাল। লোকের প্রাণটি লইবার জন্য পাকে চক্রে ঘুরিয়া বেড়াও। এই যে দুনিয়ার লোক তোমার গুণকীর্ত্তন করে, তোমার নাম জপ করে, ফুলচন্দন দিয়া তোমার পূজা করে, তোমার লীলাগ্রন্থ পাঠ করে—এই যে জগতের লোককে তোমার স্বগুণ-কীর্ত্তন ব্যাপারে নিযুক্ত কর একি কেবল লোকেরই উপকার জন্য ? এই কাজটি কি তোমার একবারে নিঃস্বার্থ ? মনে ত হয় না ইহা তোমার নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। স্বগুণ-কীর্ত্তন শুনিলে কার না আনন্দ হয় ? তোমার হয় বলিয়াই জগতের লোকের হয়। যে তোমার গুণ গায় তার সুখ বেশী হয়, না তোমার সুখ বেশী হয় ? ভ্রমর যখন কমলের মধুপান করে তখন ভ্রমরের সুখ বেশী না পদ্মের সুখ বেশী ? আমার মনে হয় পদ্মের সুখই বেশী। যে ভোগ করে তা অপেক্ষা যে ভোগ করায় তার সুখ বেশী। কাজেই যে খেলা খেলিতেছ সে খেলাও বলিতে পারি তোমার সুখের জন্য। সাধক যখন ভগবানকে লীলা-কথা শ্রবণ করান, যখন তন্ময় হইয়া গ্রন্থপাঠ করেন—তখন যিনি পাঠ করেন তদপেক্ষা যিনি শ্রবণ করেন তাঁহার সুখ অনেক অধিক।

তবে দেখা গেল লোককে যে কাঙ্গাল করিয়া তার ঠাকুর হও—লোককে সব ছাড়াইয়া যে কেবল তোমার হইয়াই থাকিতে বল এই ত তোমার কাঙ্গালত্ব। তুমি সর্ব্বেশ্বর সত্য কিন্তু ভক্তের মন প্রাণ লইবার জন্য তুমি কাঙ্গালের কাঙ্গাল সাজ। কৌপীন

পরিয়া করঙ্গা লইয়া দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াও "তোমরা আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও"—তোমরা সব ছাড়িয়া আমায় ভজ। ইহাতে আমার বড় তৃপ্তি।

একদিক দিয়া দেখিলাম তুমি কি! আমার জন্যই তুমি কাঙ্গাল। আর তোমার জন্য যে কাঙ্গাল না হয় তার জন্য তুমি দুঃখিত। সচ্চিদানন্দ তুমি তথাপি যখন লীলা কর, তখন লীলা যদি সত্য হয়, তোমার দুঃখও সত্য।

(২)

আমি জানিয়াছি তুমি আমার সকল কথাই শুন—তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে আছ তবু যে অজ্ঞানের মত বিলাপ করি সে কেবল তোমাকে মনের মতন করিয়া পাই না বলিয়া—সে কেবল তোমাকে মনের মতন করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পাই না বলিয়া। আমি বলি তুমি শুন বা না শুন এস বা না এস—আমার যা কিছু আয়োজন সকলই তোমার জন্য।

তুমি নিত্য তৃপ্ত শুনি। তোমার তৃপ্তির অভাব কি আছে? তবু আমি কর্ম্ম করিয়া তোমায় তৃপ্ত করি—আর তুমি যে তৃপ্ত হইয়াছ তাই অনুভব করি এই আমার সাধ। এই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম। এই সাধ মিটে না বলিয়াই আমার দুঃখ। পূজা করি, জপ করি, পাঠ করি—করিয়া বলি পূজা কি হইল? তুমি কি তৃপ্ত হইলে—ভাল করিয়া বুঝি না বলিয়াই আমার দুঃখ। আমার দুঃখ কে বুঝিবে?

আমি যাহা করিতাম তাহা নিজের সুখের জন্য। তুমি বুঝাইলে আমার সমস্ত ব্যাপার কামজ। আত্মসুখের ইচ্ছাই কাম। আমি দেহ ও ইন্দ্রিয়কেই আত্মা ভাবিয়া তাহাদের সুখ যাহাতে হয় তাহাই করিতাম। তুমি বলিয়া দিলে ইহা কাম—আমি ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তোমার সুখের জন্য কর্ম্ম করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম।

আপনা লইয়াই ছিলাম—আপনার কষ্টের জ্বালায় আহা—উহু করিতাম। রঙ্গালয়ের অভিনয়ে যেমন উঃ—প্রাণ যায়—বড় জ্বালা—এই সব চাই—আমি আমার অভিনয় স্মরণ করিয়া এখন আপনিই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। এখন ভাবি তোমার জন্য আমি কোন্ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি? যে যাহাকে ভালবাসে তাহার জন্য সে কতই ক্লেশ স্বীকার করে। যাহারা শরীর ভালবাসে তাহারা শরীর জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করে—যাহারা স্ত্রীপুত্র ভালবাসে তাহারা স্ত্রীপুত্রের জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া চাকুরী করে—যাহারা নাম ভালবাসে তাহারা নামের জন্য কত ক্লেশ করে। আর আমি? তোমার জন্য কোন্ ক্লেশ স্বীকার করিলাম? ব্রত করি, উপবাস করি—সকলে করে তাই অভ্যাস বশতঃ যেন করি—না করিলে লোকে ভ্রষ্টাচারী বলিবে তাই করি—কিন্তু তোমার জন্য ক্লেশ করিতেছি ইহা কি মনে রাখিয়া করি?

যদি এই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারি যে এই জগতে যাহা কিছু আছে সকলের ভিতরেই তুমি, যদি তোমার দিকে চাহিয়া

তোমার জন্য ক্লেশ করিতেছি অনুভব করিতে পারি তবে সে ক্লেশে আমার বড় সুখ হয়। তোমার জন্য কষ্ট করা বড় আনন্দ।

তোমার জন্য ক্লেশ করিতেছি ইহা জানিলে আমার কোন ভয় থাকেনা। মৃত্যু ভয়ও থাকেনা।

কোথাও যাইতে হইলে লোকে সঙ্গী খুঁজিয়া থাকে। কিন্তু যাইতে হইবে ত বহুদূর, রাস্তাও ত জানা নাই, সঙ্গে যাইবারও ত কেহ নাই। রাস্তায় বড় ভয়ও আছে। সেই দূর দূরান্তরের সাথি কে? কে আমার সঙ্গে যাইবে?

যাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম সে কি আমার সঙ্গে যাইবে? কি ভাল বাসিয়াছিলাম? চেতন না জড়, দেহ না অন্তর্যামী? কাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম? কি পাইবার জন্য ব্যাকুল হই? মৃত্যুর পরে সে কি আমায় সেই ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে?

আমি কারে নিত্য স্মরণ করি? তার কি প্রাণ আছে না সে জড়? যারে স্মরণ করি সে কি জীবন্ত জাগ্রত, না সে পটের ছবি, না সে ধাতু পাষাণের সাজান মূর্ত্তি, না সে ফটো-গ্রাফ? আমাকে তুমি স্মরণ কর এই আমি চাই। তুমি যদি আমায় স্মরণ কর তবে আমার মৃত্যু থাকে না। তুমি বড় প্রেমিক; তোমাকে যে ভালবাসে তাহাকে তুমি কখন ভুলিতে চাওনা, তোমার স্বভাবে তাহাকে ভুলিতে দেয় না। কোথায় সে প্রেমিক যাহাকে ভালবাসিলে সে আমায় কখন ভুলিবে না?

সেই প্রেমিককে যদি ভালবাসিতাম? তারে ভালবাসিয়া যদি আমি মরি? সে ত মৃত্যু নয় সেই অমরত্ব। তারে ভালবাসিলে সে কখন ভুলে না। আমার দেহ যদি ছুটিয়া যায় তবু তার জগৎ যেন আমার জন্য শোক করে। তারে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়া তার বায়ু বুঝি আমার জন্য হা হুতাশ করে, তার পুষ্প বুঝি আমার জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তার সমুদ্র, তার আকাশ, তার তারা, তার সূর্য্য, তার চন্দ্র সকলেই আমার জন্য শোক করে। এরা যত দিন থাকিবে তত দিন এরা আমায় স্মরণে রাখিবে।

. কিন্তু এখন যদি মৃত্যু হয় তবে? "রামপ্রসাদ মোলো কান্না গেলো অন্ন খেলাম অনায়াসে।" হরি হরি তোমায় না ভালবাসিলে আমার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে। স্বার্থের জন্য যাহারা আমায় ভালবাসিত তাহাদের স্বার্থতৃপ্তির অভাবে আমারও অভাব হইবে। কামের ভালবাসা কামের চরিতার্থতে যায়, প্রেমে ভালবাসা যায় না—অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া থাকে। প্রেমিককে ভালবাসিলে অনন্ত অনন্ত কাল জীবন-প্রবাহ আনন্দ সাগরে মিশিয়া থাকে।

তাই বলি কোথায় সেই প্রেমিক? কে সেই প্রেমিক? কোথায় সে থাকে?

শুনি দৃশ্য জগতের সকলি তার মূর্ত্তি। তবু সে কোন চিহ্নিত মূর্ত্তিতে আমায় ভালবাসে। আমার গুরু, আমার ইষ্টমূর্ত্তি, আমার মন্ত্রমূর্ত্তি ভিতরে বাহিরে সেই চিহ্নিত মূর্ত্তিতেই

সে আমায় ভালবাসে। কে সে? তুমি। তুমি আমাতে কি ভাবে আছ?

এই আমায় বুঝাইয়া দাও দেখি, তাহা হইলে আমি বুঝিব "তুমি ভিন্ন আমি কি?"

(৩)

যখন নির্জ্জনে তোমায় খুঁজি, যখন তুমি যে নিত্যকর্ম্ম করিতে বলিয়া দিয়াছ তাহা করিয়া একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি—তুমি আসিবে বলিয়া, তখন মনের ব্যাপারে কত কি দেখি। এই মানসিক ব্যাপার দেখিতে দেখিতে "তুমি ভিন্ন আমি কি" ইহার উত্তর যেন পাই।

চুপ করিয়া একান্তে বসিয়া থাকিলে দেখি মনের মধ্যে দুই প্রকারের চিন্তা হয়। (১) সংসার-চিন্তা (২) ঈশ্বরচিন্তা। সংসার-চিন্তা বা বিষয়-চিন্তা আপনি আইসে—ইহাদিগকে ডাকিতে হয় না, সাধিতে হয় না ইহারা আপনি আসে—আসিয়া আমার জন্য বহু কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আবার এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইলে কোন্ কোন্ উপায়ে করিতে হইবে, আবার সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কত কৌশল করিব তাহাও মনের মধ্যে লক্ষিত হয়। মূল বিষয়-চিন্তা বা সংসার-চিন্তা বিনা আয়াসেই আইসে ইহাতে কোন চেষ্টা আবশ্যক করে না—ইহার শাখা প্রশাখার জন্য চেষ্টা আবশ্যক হয় বটে। শাস্ত্র বলেন সংসার-চেষ্টার নাম উন্মত্ত-চেষ্টা।

সংসার-চিন্তা মনে যেমন বিনা আয়াসে আইসে ঈশ্বরচিন্তা কিন্তু সেরূপে আইসে না। ঈশ্বরচিন্তার জন্য পুরুষার্থ চাই। ঈশ্বর-চিন্তা যখন এখনকার সংসার-চিন্তার মত বিনা আয়াসে আসিবে তখন আমার স্থান ধর্ম্মজগতে।

কিন্তু বুঝিতে যাইতেছি তুমি আমাতে কি ভাবে আছ। আচ্ছা —যখন সংসার-চিন্তার প্রকোপে মস্তিষ্ক গরম হয়, যখন সংসার-চিন্তায় ক্লেশ পাইয়া বলি আর পারি না, তখন ভাবি সংসার ত আমার সঙ্গে নাই—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্বালা যন্ত্রণা কাহাকেও ত চক্ষে দেখিতেছি না তবে শোক করি কেন? উত্তর পাই সংসারটা চিন্তা লইয়া। চিন্তাটা মনেই হয়। বিষয়-চিন্তাকুল মনই সংসার। "চিত্তমেব হি সংসারো রাগাদিক্লেশদূষিতম্।" চিত্ত বা মনই সংসার। কষ্ট মনই পায়। ভাল, মনই না হয় কষ্ট পাইল ইহাতে আমার কি? আমি কি মন? দেখি মনই অগ্রে চিন্তা করে, তাহার পরে কথা কয়, তাহার পরে কর্ম্ম করায়। "যৎ মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি তৎকর্ম্মণা করোতীতি শ্রুতিঃ"।

বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি—আমি মন না হইলেও, আমার মন তাহার সহিত আমাকে এক করিয়া রাখিয়াছে। মন যাহা করে তাহাই আমার কার্য্য বলিয়া আমি মানিয়া লই। মন কষ্ট পায়, আমি বলি আমি কষ্ট পাইতেছি।

আমি মন হইতে পৃথক হইতে চেষ্টা করি—আমি বলি—আমিত মন নহি। আশ্চর্য্য—যখন বুঝিয়া বলি আমিত মন নহি—তখন কি এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আমার মধ্যে ঘটে; আমি

দেখি আমার আর কোন ক্লেশ নাই, কোন চিন্তা নাই, আমি মন নহি, তবে আমি কি? কিসের যেন আভাস পাই; ক্ষণকালের জন্য "অভিমান" মনের উপরে না রাখিয়া যেন আর কাহারও উপরে রক্ষিত হয়, তাই ক্ষণিকের জন্য বড় শান্তি আইসে। শাস্ত্র যে অভিমান বা অহংকে তিন প্রকার বলিয়াছেন, যে অভিমান বা অহং দেহের উপর স্থাপিত, তাহাই আমাদের সমস্ত শোকতাপের মূল; কিন্তু "আমিই এই নিখিল বিশ্ব" অথবা "আমিই এই নিখিল বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র" এই দুই ভাবে যখন অহং স্থাপিত হয় তখন আর আমাদের কোন শোক থাকে না, আমি সীমাশূন্য আকাশের মত এই ভাবে আপনাকে ভাবনা করিতে পারিলে এই দেহটা যে অপরের কৌতুক উৎপাদনের জন্য নৃত্যকারী কাষ্ঠপুত্তলিকা তাহা বোধ হইয়া যায়।

বলিতেছিলাম "আমি মন নহি" বুঝিয়া বলিলে যতই ক্ষণিক হউক না কেন একটা শান্ত অবস্থা আইসে। এ অবস্থাতে আমি যেন কোন এক স্থানে গিয়াছি কোন অবলম্বন নাই—শাস্ত্রে যাহাকে নিরোধ অবস্থা বলেন ইহা যেন তাহারই আভাস। কাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নাই—কিছুই অবলম্বন নাই—সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, অধে, সীমাশূন্য আমি—কিন্তু মনে হয় বুঝি পড়িয়া যাইতেছি—পরম শান্ত সীমাশূন্য এই পরম পদে উৎকৃষ্ট সাধক ভিন্ন কেহই থাকিতে পারেনা। এই স্থানে থাকিতে না পারিয়া কোন এক অবলম্বন যেন প্রার্থনা করি।

এই সময়ে আরও সূক্ষ্ম ব্যাপার সংঘটিত হয়। "আমি

মন নহি” তবে “আমি কি” যখন বিচার করি তখন অন্য এক অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। দেখি আমি মনের দ্রষ্টা। দ্রষ্টা হইয়াই আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা করে। পরিপূর্ণ কোন কিছুর সহিত যেন আমি এক হইতে চাই। কিন্তু অবলম্বনশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না বলিয়া সেই পরিপূর্ণ পরম শান্ত পদের যাহা প্রিয় নাম শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করি। নামের সঙ্গে রূপ। প্রথম রূপই তেজ। সেই পরম ব্রহ্মের উপাসনীয় তেজ—তাঁহার শক্তি ধ্যান করি। ইহাই সীমাশূন্য। এই অনন্ত বস্তুতেও যখন থাকিতে না পারি তখন তিনি কৃপা করিয়া যে তেজোময়. যে অমৃতময় মূর্ত্তি উদয় করিয়া দেন তাহাই আমার অবলম্বন হয়।

মনের দ্রষ্টা আমি এই অনুভব হইলে উপরের বস্তুসমূহের সহিত,একত্ব স্থাপন হইয়া যায়।

এখানেও বিচার আবশ্যক। “আমি” মনের দ্রষ্টা। আর “তুমি” ? “তুমি” সকলের দ্রষ্টা—ভিতরে বাহিরে যাহা আছে সকলের দ্রষ্টা তুমি। কিন্তু দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের কি সম্বন্ধ ? দ্রষ্টা চেতন. দৃশ্য মাত্র জড়। আমি যখন মনের দ্রষ্টা হই তখন মন জড়, আমি চেতন। তুমিও চেতন আমিও চেতন। চেতনই সীমাশূন্য পরম শান্ত। আমি দ্রষ্টা ভাবে পৌঁছিলেই সীমাশূন্য বস্তু হইয়া যাই। আর তুমি ? এক্ষেত্রে দ্রষ্টা আর দুই থাকে না—জীব ঐ ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার সহিত যে সে এক তাহাই

দেখে—স্পষ্ট বুঝিতে পারে "আমি" কি—"তুমি" কি। এই কথা আর একবার বুঝিতে চেষ্টা করা হউক। যখন প্রশ্ন করি আমার "আমি" কে? উত্তর পাই "তুমি"। তুমি—পরম শান্ত—পরিপূর্ণ, সীমাশূন্য—কি জানি কি—ভাল করিয়া তোমায় ধরিয়া থাকিতে পারি না। যাঁহারা এই পরম শান্ত, সীমাশূন্য, সর্ব্বসংসারচিন্তাশূন্য, পরম আনন্দপদে স্থির থাকিতে পারেন তাঁহারাই দেখিতে পান তুমি কি? তুমি সচ্চিদানন্দ, তুমিই নিত্য-জ্ঞান আনন্দময়, শান্ত পরমপদ। আর এই পরম পদের আভাস পাইয়াও সাধনা অভাবে যিনি এখানে স্থির থাকিতে পারেন না তিনি সেই দেবতার পবিত্র সীমাশূন্য পরম তেজের দিকে দৃষ্টি করেন—তেজের ধ্যান করেন, শক্তির ধ্যান করেন। এখান হইতে নাম রূপ। তেজের ধ্যানও যাঁহার দুঃসাধ্য হয় তিনি তেজোময়ী বা তেজোময় মূর্ত্তি ধ্যান করেন। ইহাও যাঁহারা পারেন না তাঁহারা ধ্যানমার্গের উপাসনা ছাড়িয়া কর্ম্মমার্গে উপাসনা করেন। ইঁহারা বিশ্বাসে ভর করিয়া তোমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করেন। তোমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাইতে হইলে তোমাকে বুঝিতে হয়, যাহাকে না জানি তাহাকে ভক্তি করা যায় না। বিশ্বাসে যতটুকু জানা হয়, ভক্তিও ততটুকু হয়। কিন্তু ঠিক ঠিক যখন জানা যায়, তখন ঠিক ঠিক ভক্তি জন্মে। বিশ্বাস-জনিত ভক্তি দ্বারা সাধনা করিতে করিতে যখন তোমার কৃপা লাভ হয়, তোমার কৃপা লাভ করিয়া যখন তোমার জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের পর যে ভক্তি তাহার নাম পরাভক্তি বা অভেদ

ভক্তি। সে ভক্তিতে তোমায় আমায় ভেদ নাই। যেমন নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি যদি পূজা করিতে আইসে সে পূজার অবসান হয় যেমন আলিঙ্গনে, সেইরূপ পরা ভক্তির পূজা সাঙ্গ হয় একত্ব স্থাপনে। তথাপি সাধক দাস অভিমান রাখিতে ভালবাসেন। এই পরাভক্তির পরে পরমজ্ঞান। তত্ত্বের সহিত তোমায় জানা। ইহাই জীবন্মুক্তি।

তুমি আমার মধ্যে দ্রষ্টা ভাবে আছ। আমি যখন আমার মধ্যে দ্রষ্টা ভাবে থাকি, আমার মনে যখন যাহা উঠে তাহার দ্রষ্টা ভাবে থাকি তখন আমি কে? তুমি। ভিতরেও তুমি বাহিরেও তুমি।

(৪)

তুমি না হইলে আমার এক ক্ষণও চলে না। তুমি বল তুমি ভিন্ন আমি কি? আমি ভিন্ন তুমি কি? তুমি বেদমুখে কত কথা বলিয়াছ—সব কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কিন্তু চেষ্টা করি। তোমার কথা বুঝিতে আমার বড় সুখ হয়।

জগত সুখের জন্য ব্যাকুল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় লোকে যাহা কিছু করে সমস্তই সুখের জন্য। আমি কল্পনায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম তুমি ভিন্ন আমার সুখ নাই। তোমায় পূর্ণভাবে না জানিতে পারিলে আমার শান্তি নাই। তুমি ভিন্ন আমি কোথাও স্থির থাকিতে পারি না। সংস্কারবশে চিত্ত বিষয়ে গিয়া পড়ে, কিন্তু আবার তাড়া

খাইয়া ফিরিয়া আইসে। এরূপ হয় কেন? আমার বড় দুঃখ হয়। চিত্তের এ চঞ্চলতা আমার সয় না।

ঐ দেখ কি বলিতেছিলাম—তোমার কথা শুনিতে আমি ভালবাসি। ইহা তুমিই জান, আর কেহ জানে না। তুমি যখন বিষয় দোষ বর্ণন কর যখন নবদুর্ব্বাদলশ্যাম বাহু তুলিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বল—

ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্ত লোহস্থ জলবিন্দুবৎ ॥

পৃথিবীর ভোগ বা স্বর্গের ভোগও মেঘ সমূহ মধ্যে বিদ্যুল্লেখার গতির মত চঞ্চল আর আয়ু অগ্নিতপ্ত রক্তবর্ণ লৌহখণ্ডে জল-বিন্দুবৎ—আবার যখন বল—

"নারীস্তনভর নাভিনিবেশং
মিথ্যা মায়া মোহাবেশং"

তখন আমার বেশ লাগে। আমি সব ভুলিয়া তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকি। গুরু বশিষ্টের বাক্য শুনিতে শুনিতে রাম যেমন সব ভুলিয়া যাইতেন, সব ভুলিয়া মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন "বশিষ্ঠস্যাননে রামঃ ক্ষণং দৃষ্টি নিবেশয়" আমার ইহা মনে পড়ে। ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিলে যেমন ভ্রমরের সুখ আবার পদ্মের মধুপান করে বলিয়া পদ্মেরও যেন তদপেক্ষা অধিক সুখ, আমার মনে হয় মানুষের চিত্ত-ভ্রমরকে তোমাতে বসাইতে পারিলে তোমার না জানি কত

সুখ হয়। তাই তুমি শাস্ত্রমুখে সাধুমুখে কত কথা কহিয়া সকলকে তোমাতে আকর্ষণ কর।

আমি তোমার কথা লইয়া থাকি বলিয়া লোকে আমায় বোকা বলে, লোকে আমায় অকর্ম্মণ্য বলে। কিন্তু তুমি কি বোকা, তুমি কি অকর্ম্মণ্য, যে তোমায় ভজিয়া আমি বোকা হইব, তোমায় ভজিয়া আমি অকর্ম্মণ্য হইব? কাজেই লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না—সেও তোমার জোরে।

"তুমি ভিন্ন আমি কি" মোটামুটি এই কথা বুঝাই। তুমি যদি না থাক তবে আমার কি হয় এই স্থূল অর্থ। "যদি তুমি না থাক" একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আত্মা নাই আমি আছি, আত্মারাম নাই আমি আছি এ কথা বালকেও ধারণা করিতে পারে না। তুমি পরিপূর্ণ তুমি সত্য কেমন করিয়া কল্পনা করিব "তুমি যদি না থাক"? চক্ষে না দেখিলেই যে বস্তুটি নাই কে বলিল? বীজ মধ্যে বৃক্ষ থাকে চক্ষে দেখি না তাই বলিয়া বীজ মধ্যে কি বৃক্ষ নাই? যদি না থাকে তবে আসে কোথা হইতে? জলে লবণ মিশ্রিত করিলাম; চক্ষে দেখিনা কিন্তু লবণ কি নাই? এই পৃথিবীর কত স্থানে কত বস্তু আছে যাহা চক্ষে দেখি নাই; কিন্তু নাই ত বলি না। অন্যে যাহা দেখিয়াছে তাহাও আছে বলিয়া মানিয়া লই। যদি সকলে বলিত কেহ তোমায় দেখে নাই—তবু বলিতাম তুমি আছ। আমি যে মনে মনে তোমার সত্ত্বা অনুভব করি প্রমাণ করিতে পারি না সত্য, কারণ তুমি অপ্রমেয় তুমি নিজবোধ রূপ। তবে তুমি "যদি" না

থাক—এ "যদি" টুকু আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। যে পারে সে পারুক আমি তার কি করিব তুমি তাহাকে পারাইয়া দিও।

'তুমি ভিন্ন আমি কি' ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে। তুমি ছাড়া হইলে আমি কি? তুমি কি সত্যই আমাকে ছাড়িয়া থাক? কখন কি ছাড়িয়া থাকিয়াছ? কখনই থাক না। আচ্ছা যখন মানুষ মরে তখন কে কাহাকে ছাড়ে? তুমি দেহটা ছাড়। দেহটা জড়—তুমি চেতন। চেতন জড়কে ছাড়ে। কিন্তু আমি কি? চেতন না জড়? কেহত বলে না আমি জড়। কেহ বোঝেও না আমি জড়। আমিও চেতন। আর তুমিও চেতন। তবে তুমি আমায় ছাড়িয়া থাকিয়াছ কোথায়? যখন তুমি আমাকে তোমার সহিত এক করিয়া রাখ, তখন আমি তোমার মত আনন্দ, তোমার মত জ্ঞান, তোমার মত নিত্য। আমি তোমার সহিত এক হইয়া মিশিয়া থাকিলে কি আমি "নাই" হইল? তা নয়। তুমি কত আদর জান—আমাকে যখন অভিন্ন করিয়া রাখ তখন আমি যে কি আনন্দে থাকি তা বলিতে পারি না। তুমি ত কখন আমায় ছাড়িয়া নাই।

আর এক কথা তুমি যে আমার সহিত অভিন্ন তাত বুঝিতে পারি না। তুমি দ্রষ্টা—আমিও দ্রষ্টা বুঝি। কিন্তু তুমি দ্রষ্টা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের, আর আমি দ্রষ্টা আমার মনের। আমার মন যে সীমাশূন্য তাহাত বুঝি না—আমিও যে কোন একটা সীমাশূন্য বস্তুর দ্রষ্টা তাহাও বুঝি না। তুমিও যে অনন্ত

কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতা তাওত বুঝি না। বিশ্বাস করিলাম তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু দেখি যে আমি অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান। আমি যে অল্পজ্ঞ এবং অল্প শক্তিমান ইহা আমি অনুভব করিতে পারি। আমি সর্ব্বশক্তিমান আমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা যেমন অনুভব করিতে পারি না সেইরূপ তুমিও যে সর্ব্বজ্ঞ তুমিও যে সর্ব্ব-শক্তিমান ইহা অনুভব করিতে পারি না। অনুভব করিবার কি কোন উপায় আছে ?

আছে বৈকি। তুমিও দ্রষ্টা আমিও দ্রষ্টা। তুমিও চেতন আমিও চেতন। আবার তোমাকে আমি কখন ছাড়িয়া নাই। এক বিন্দু যখন সিন্ধুতে পড়ে তখন বিন্দুটি কোথায় যায় ? এক কণা অগ্নি যখন অগ্নিরাশিতে পড়ে তখন সেই কণাকে কি খুঁজিয়া পাওয়া যায় ? একটি রশ্মি যখন অনন্ত রশ্মির সহিত মিলিত হয় তখন কি এক আর অনন্ত এইরূপ পার্থক্য থাকে ? তুমি পূর্ণ তুমি সর্ব্বদাই দেখিতেছ তুমি ভিন্ন কিছুই নাই। তুমি জানিতেছ "আমি"ও সেই পরিপূর্ণ "তুমি।" কিন্তু "আমি" কি এক কুহকে যেন ভাবিতেছি আমি অল্পজ্ঞ, আমি ক্ষুদ্র, আমি অল্পশক্তিবিশিষ্ট। আমার এই ভ্রম ঘুচাইবার জন্য তুমি ব্যবস্থা করিয়াছ—তুমি বলিয়াছ সাধনা করিতে। সাধনা করিতে হইবে—

(১) আমি তোমার,

(২) তুমি আমার,

(৩) আমি ও তুমি এক।

(৫)

এই সাধনাটা ভাল করিয়া বলিবে ?

শুন। ভক্তি কর সমস্ত বুঝিবে। আমি যাহা বলিতেছি তাহাত ধারণা করিতে পারিয়াছ ?

যাহা ধারণা করিয়াছি তাহা একবার বলি—তুমি সৎ, তুমি দ্রষ্টা তুমি চৈতন্য। আমিও চেতন। সতের সঙ্গে যখন আমি থাকি তখন সৎই হইয়া যাই। সৎস্বভাব পাইয়া দেখি যে তুমি এক দণ্ডও আমায় ছাড়িয়া থাক না। ওতপ্রোত ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছ। তুমি সর্ব্বদা আমাকে সঙ্গে করিয়াই আছ। তবু আমি মনে করি কখন তুমি দেখা দাও কখন দাও না। যখন দেখা না দাও—সঙ্গে আছ তবু মনে হয় দেখা পাইনা—যখন তোমার বিরহে আমি ব্যথা পাই, তখন বিরহে বিরহে তোমায় সাধনা হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া তোমার সাধনা করিতে হয়।

"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"
"হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে লোকে বলে। ইন্দ্রিয় অর্থে শক্তি। কর্ম্ম করিবার যে সমস্ত শক্তি আছে তন্মধ্যে যে শক্তি দ্বারা হস্ত পদ এবং বাক্য কর্ম্ম করে সেই শক্তি গুলিই প্রধান।

তীর্থ পর্য্যটনে হস্ত পদ বাক্যের কার্য্য অনেক হইয়াছে। কত স্তবস্তুতি, কত পূজার দ্রব্য সম্ভার, কত আহারাদি সেবা।

এই সমস্ত কার্য্যই যে শক্তি তাহা নহে। শক্তির বিকাশের নাম কার্য্য। এখন আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি এখন সে সমস্ত কার্য্য নাই। কিন্তু যে শক্তির বিকাশে ঐ সমস্ত কার্য্য হইয়াছিল সে শক্তি এখনও আছে। আমি যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি তখন যে শক্তি দ্বারা মন হস্তকে তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে নিযুক্ত করে, যে শক্তি দ্বারা মন চরণকে তোমাকে প্রদক্ষিণ করিতে বলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বলে, তোমার পাদোদক গ্রহণ করিতে বলে, তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে বলে, যে শক্তি দ্বারা তোমার সঙ্গে কত কথা কয়—সেই সমস্ত শক্তি হস্ত, পদ ও বাক্য দ্বারা কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। যখন আমি তোমার বিরহে জ্বলি, পুড়ি তখন হস্ত পদাদিতে শক্তি থাকে না। থাকে বাক্য। তুমি আমার হৃদয়গুহায় শয়ন করিয়া আছ, তুমি আমার অন্তর্যামী, তুমি আমার অন্তরে রহিয়াছ—তোমার সহিত কথা কহার যে কত সুখ তাহা আমি জানিয়াছি। যে সে সুখ জানিয়াছে সে তোমার কথা এক দণ্ডও না কহিয়া কি থাকিতে পারে? তোমায় ছাড়িয়া অপর লোকের সহিত কথা কহিতে সে ত রাজী হয় না। অভ্যাসবশতঃ অপর ব্যক্তি বা বস্তুসম্বন্ধে কথা কহা ত ব্যভিচার। কিন্তু কথা কহা মানুষের বড় প্রিয় হয়, যদি বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে বন্ধ করিলেও মন ভিতরে বিষয়-কথা কয়, যদি হস্তপদাদি রোধ করিলেও এই ভিতরের কথা বন্ধ না হয়, যদি ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র না করা পর্য্যন্ত কথা

বন্ধ না করা যায় তবে অত কঠিন করিয়া কথা রোধ করাও ত উচিত নহে। কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে—ভাল তুমিত হৃদয়ে—তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কেহ নিবারণ করে না। তোমার সহিত কথা কহার কত সুখ। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সেবায় কত আনন্দ। ইহারই নাম ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের সেবা।

যাহারা বড় ব্যভিচারী তাহারাও কিছু দিন যদি অভ্যাস করে তোমার কথা ভিন্ন অন্য কথা কহা অভ্যাস অথবা তুমি ভিন্ন অন্যের সহিত কথা কহা অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে। তাহারা অভ্যাসবলে মনকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করুক মন কাহার সহিত বা কাহার সম্বন্ধে কথা কহিতেছ? পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাসে তোমার সঙ্গে ভিতরে কথা চলিবে। যাহা পড়ি এ যেন তোমায় শুনাইবার জন্য, যাহা লিখি এ যেন তোমারই কথা আমি নকল করি মাত্র। অথবা তোমার কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য বাহিরে আবৃত্তি করি। কারণ তোমার কথা একটিও আমি ভুলিতে পারি না—তোমার প্রত্যেক বাক্য আমার হৃদয় স্পর্শ করে, তোমার প্রত্যেক বাক্যেই যেন তোমার হৃদয় মাখান থাকে, তোমার প্রতি বাক্যই যেন মূর্ত্তিমান। আমি তোমারই কথা তোমায় শুনাইয়া বড় সুখ পাই। আমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া তোমার কথা পাঠ করি, পাঠ করিতে করিতে শূন্য মনে শূন্য পানে চাহিয়া দেখি তুমি শুনিতেছ কিনা? শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে না

পারিলে বড় কাতর হইয়া বলি "গুরো! বুঝাইয়া দাও"। আমার বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া দাও। তুমিই ত বুদ্ধিরূপিণী "সর্ব্বস্ব বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে" তুমি জান সব—দেখ সব তথাপি তোমায় সব বলিতে, সব দেখাইতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বদা যখন তোমার সঙ্গে কথা চলে তখন কত সুখ অনুভব করি। অপর লোকে আমার সঙ্গে কথা কয় আমি দেখি তুমি কত প্রকারের সাজ করিয়া ঐ সমস্ত লোক সাজিয়া একটু মুখসের মুখ হইতে কত কি বাহির করিতেছ। আমি কিন্তু আমার প্রাণের কথা—ঐ সমস্ত মুখসের ভিতরে যে স্থির তুমি রহিয়াছ সেই ভিতরকার তোমার সহিতই কথা কহিতেছি। কাজেই মুখস কি বলে সব সময়ে লক্ষ্য করিতে পারি না তাহা সকল সময়ে শুনিতেও পাই না অথবা এক কর্ণ দিয়া কথা প্রবেশ করিয়া কর্ণান্তর দিয়া বাহির হয়। আবার দেখ আমি কত কথা যেন শুনাইতেছি—শুনাইতে শুনাইতে চুপ করিয়া করিয়া যাই—দেখি একটা বৃক্ষ সাজিয়া তুমি রহিয়াছ নিস্পন্দ-কায়ে বড় স্থির হইয়া আমার অন্তরের অন্তস্তলে যে কথা হইতেছে তুমি তাহা শুনিতেছ। সাগর-সঙ্গমে নদী যেরূপ কুল কুল শব্দে বেগে ধাবিত হয় কিন্তু মিশিতে পারিলে আর শব্দ থাকে না, আর সাগর গম্ভীর হইয়া নদীর ঐ ভাষাহীন ভাব অনন্ত হৃদয়ে লুকাইয়া রাখে, আমারও তাহাই হয়। সত্য কথা, যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তখন আর কথা থাকে না, যত দেখি ততই দেখি, কি দেখি তাও জানি না। কত সুন্দর তুমি—

দর্শনে কথা থাকে না। ইহাকেই ধ্যান বলে। যখন দেখা না পাই তখনই কথা কই। কথা কহিতে কহিতে কখন তোমায় দেখা দিতে হয়। তুমি চন্দ্র হইয়া শোন, আকাশ হইয়া দেখ। যা দেখি তাই তুমি মনে হয়। আমার প্রার্থনা তুমি যে শুনিতেছ আমি যাহা চিন্তা করি—আর কি করিব তুমি ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতে ইচ্ছা যায় না—যখন হঠাৎ অন্য চিন্তা হয় তখন বড়ই ধিক্কার আইসে, তোমা ভিন্ন অন্য চিন্তা করাই ব্যভি-চার। আমি যাহা মনে মনে করি সমস্ত তুমি জানিতেছ, শুনিতেছ, দেখিতেছ এইটি যখন অনুভব করি তখন চিত্ত বড়ই প্রসন্ন হয়। তবুও তোমায় দেখিতে পাই না—কোথায় লুকাইয়া তুমি রহিয়াছ ? শুনি তুমি বাহিরের বস্তু নও অন্তরের অথবা তোমার সম্বন্ধে অন্তর বাহির নাই সবই তুমি সাজিয়া আছ, অন্তর বাহির কোথায় ? তথাপি ভিতরেই তোমাকে ধরিতে হয়। চিত্ত অন্তর্মুখী হইলে অল্পে অল্পে তোমাতে চিত্ত একাগ্র হইতে চায়, পরে বড় আগ্রহে চিত্ত অন্তর্দ্দেবের অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ মননাদি দ্বারা দর্শন লাভ করে। ইহা জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার অনুশীলন। ভক্তি যোগে সাধনা দ্বারা "আমি তোমার" অতিক্রম করিয়া "তুমি আমার" হইলেই সে "তুমি আমি" সমান করিয়া লয়।

শ্রীগুরু।

গগন সদৃশ সে যে আছে সব ঠাঁই
কি ভাবিয়া মনে করি সেত কাছে নাই ?
আকাশ সতত দেখে—সদা চেয়ে আছে
কে তারে ভুলিতে পারে ? কে এমন আছে ?
জীবন্ত আকাশ মত শ্রীগুরু আমার
সীমাশূন্য হয়ে ভাসে উপরে সবার।
সীমাশূন্য হয়ে ভাসে আমার উপরে
উর্দ্ধে অধে পার্শ্বে পৃষ্ঠে ভিতরে বাহিরে।
তবু তারে ভুলে যাই এ মায়া কাহার
বৃহতে ভুলয়ে ক্ষুদ্র একি চমৎকার ?
আপন অঙ্গুলে ঢেকে নয়নের তারা
সে নাই সে নাই বলি হই দিশেহারা !
কি লইয়া ভুলে থাকি হাহাকার করি
তাহার ভিতরে থেকে তাহারে বিসরি !
সুনীল অনন্তাকাশ সীমাশূন্য তুমি
শতবার নমস্কার করিলাম আমি।
সীমাশূন্য তবু দেখি আকার তোমার
জপিব তোমায় নাথ না ভুলিব আর।
যথা সতী নাহি গণে ননদিনী জ্বালা
স্বামীসঙ্গতরে যার পরাণ উতলা।

সেইরূপে চেয়ে চেয়ে আকাশের পানে,
সেইরূপে কথা কয়ে জীবন্তের সনে।
ভুলে যাব সব জ্বালা তোমা হৃদে ধরে
এ তুচ্ছ সংসার বল কি করিতে পারে ?
তোমায় হৃদয়ে ধরা কিযে সুখ তায়
সেই জানে যে ধরেছে আপন হিয়ায়।
হৃদয় অনন্ত হয় অনন্ত ধরিয়া
সব শান্ত—সব জ্বালা যায় জুড়াইয়া।
জড়ের মতন থাকে অসাড় সে জন
তোমার পরশ সুখে ডুবে যায় মন।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখে
সাধের বিরাম নাই যা দেখে তা দেখে।
চাপিয়া এ নীলনভ হৃদে একবার
দেখ দেখি কোথা থাকে সংসার তোমার ?
আর এক কথা বলি দেখহ ভাবিয়া
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি দেহত্ত ছাড়িয়া ?
ভ্রমর কমলে যবে করে মধুপান
চন্দ্রমা চকোরে যবে দেয় সুধা দান।
ভ্রমর সে সুখ বল বুঝিবে কেমনে
চকোরিণী সে আনন্দ জানিবে কেমনে।
যে আনন্দ কমলের যে সুখ চাঁদের
ভক্তে হৃদে ধ'রে সুখ যথা ঈশ্বরের।

সুখ, ভগবৎ স্বার্থ জানিও নিশ্চয়
আনন্দের বৃদ্ধিহেতু সৃষ্টিখেলা হয়।
এস এস হৃদয়ে ধরি করি নমস্কার
তোমাতে তুমিই প্রভু করহ বিহার।

ভুল ভুল খেলা

এক স্ত্রী পুরুষ। জানাইয়া দিলে ইহাদিগকে সকলেই জানে। না জানাইয়া দিলে সকল ঘরে থাকিলেও ইহাদিগকে কেহ জানে না।

এই স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বড়ই ভালবাসে। একজন না হইলে আর একজনের হয় না। ইহাদের ভালবাসা বলা যায় না। ইহারা সর্ব্বদা কথা কয় তথাপি কথা ফুরায় না।

প্রথম প্রথম ইহাদের কোন কাজ ছিল না। উভয়ে উভয়কে দেখিত আর কেবল গল্প করিত। স্ত্রী বলিল আরও কিছু করা যাক্ এস।

স্বামী। কি করিবে?

স্ত্রী। খেলা করি এস।

স্বামী। এ আবার কি? কি খেলা?

স্ত্রী। ভুল ভুল খেলা।

স্বামী। সে আবার কি ?

স্ত্রী বলিতে লাগিল—বেশী আর কি ? এই তুমি সর্ব্বদা আপন ভাবে আপনি-আপনি থাকিবে। সকল কর্ম্ম, সকল ভাবনা, সকল বাক্য—এক কথায়—যাহা কিছু অনাত্মা তাহা ছাড়িয়া বিন্দুস্থানে সিন্ধু দেখিয়া সিন্ধু হইয়া আপনি-আপনি থাকিবে আর আমি তোমাকে ভুলাইয়া তোমার আপনি-আপনি ভাব ছাড়াইয়া আমার বশ করিব। স্বরূপ ছাড়িয়া যখন তুমি আর কিছু লইয়া ফেলিবে তখন আমি বিদ্রূপ করিব কেমন ? আর বলিয়া দিব এই দেখ স্বরূপ ভুলিয়া কি করিতেছ। কেমন এই খেলা কি মন্দ ?

স্বামী। আচ্ছা।

স্ত্রী তখন স্বামীকে বলিল দেখ তুমি একটি নাম। ধর নামটি নামী। নামটিই তোমার স্বরূপের নাম। তুমি বিন্দুস্থানে সিন্ধু হইয়া ভাবনাতে "হরি" হইয়া "হরি" "হরি" কর। আর আমি তোমাকে রূপ ছাড়াইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপ বকাই, তোমাকে অন্য চিন্তায় আনি। তুমি কর—দেখ দেখি আমি পারি কিনা ?

স্বামী খুব হুঁসিয়ারে জপে রহিলেন। আশ্চর্য্য! স্ত্রীর কৌশল দেখিয়া তিনি অবাক্। স্ত্রী কত সাজে, কত হাব ভাব ভঙ্গিতে, সাজিয়া আসিল। আর দেখিতে দেখিতে স্বামীকে তাঁহার জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে নানা প্রকারে তাঁহাকে ভুলাইতে লাগিল।

স্বামীও তখন বহু কৌশল করিতে লাগিলেন। কিছুতেই

স্বরূপ ভুলা হইবে না। স্ত্রীকে দেখিলেন আপনি-আপনি। আপনি-আপনিই স্ত্রী সাজিয়াছে, আপনি-আপনিই পুরুষ হইয়াছে। যেই স্ত্রীর ঘোমটা খুলিলেন দেখিলেন স্ত্রী নাই আপনি-আপনিই সব।

স্বামী সতর্ক হইলেন। স্ত্রী আর পারিল না।

এই স্ত্রীও স্বামীকে সকলেই জানেন—একটু বলিয়া দিলেই হয়।

সন ১৩১৫ সাল, আশ্বিন।

বেশী কি।

আর বেশী কি হবে
এই দেহটা যাবে
তা যাক্ যায় না যাহা নিকটে তোমার
কোন্ ফল সেবে তায় হইবে আমার ?
যারে ভুলে তোমা পাই
যে থাকায় সুখ নাই
মনে মনে পদে পদে প্রদক্ষিণ নিতি
মনে মনে তুলে ফুল প্রণাম আরতি।

এই করিলাম ব্রত
মন রাখি অবিরত
চরণে তোমার সদা ফুল তুলি দিব
পূজা সাঙ্গে কথা কবে তাহাই শুনিব।
তবে দেহ যায় যাক্ যাবেইত একদিন
এটা ভুলে তোমা লয়ে থাকা সুখ চিরদিন

স্থিরে আনন্দ।

(১)

সরোবরের নীল সলিলে পদ্ম ফুটিল। প্রভাত-সমীরণ, সূর্য্য-কিরণ মাখিয়া হৃদয়পদ্মের সহিত খেলা করিতেছে। কত ভাবে পদ্ম দুলিতেছে। আর সমীরণ চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গুঞ্জনরত মধুকর আসিয়া জুটিল। ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিল আর গুঞ্জন থামিয়া গেল।

মন ভ্রমর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুঞ্জন করিতে করিতে হৃদয়পদ্ম প্রাপ্ত হইল। গুঞ্জন করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিল। আর উড়িতে পারিল না। আর গুঞ্জনও রহিল না। "থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার"। "মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার" হইয়া গেল।

ভ্রমরের ত গুঞ্জন আছে। পদ্মও কি কথা কয়? পদ্মেরও কি অব্যক্ত ভাষা আছে? মন-ভ্রমর কি এই ভাষা শুনিয়া এই গুঞ্জন শুনিয়া আপনার গুঞ্জন ভুলিয়া যায়? আছে বৈকি। তুমিত ডাক। কিন্তু কি সাড়া পাও? তার জন্য অপেক্ষা করনা সাড়া পাইবে।

গায়ত্রী ত গুঞ্জন। মন এই গুঞ্জন করিতে করিতে যখন হৃদয়-পদ্মে ডুবিয়া যায়, তখন বুঝি দেখিতে পায় এই গুঞ্জন কাহার?

গায়ত্রীর গুঞ্জনই মন-ভ্রমর গাইতেছিল। যার গুঞ্জন, যখন তার বক্ষে প্রবেশ করিল তখন মন-ভ্রমর কি দেখিল? কিসে স্থির হইল?

ভৃঙ্গ আপনার স্বর তারে দিয়া তার হইয়া তাতে বসিল আর উড়িতেও পারিল না আর কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না।

মন-ভ্রমরকে একবার শ্যামাপদ-নীলকমলে বসাও না। বিষয় গুঞ্জনে এ কিন্তু কমলে বসিবে না। গায়ত্রী গুঞ্জনে বসাইতে হইবে। দেখ না করিয়া। প্রত্যহ প্রণব-গুঞ্জন কতক্ষণ কর। করিয়া পদ্মে উপবেশন কর।

বঁধু যখন তুমি ছাই রাই ভাবনা কর তখন আমি বড় কষ্ট পাই। আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। তুমি যখন যা কর তাতেই যে আমাকে মাথা হইয়া যাইতে হয়। তোমাকে যে আমি আমার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে অভ্যাস করিয়াছি। যা করিয়াছি তার জন্য দুঃখিত নই। তুমিই আমার আপনার। চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, তুমি আমার তেমনি; তোমায়

আমায় ভেদ থাকিয়াও অভেদ। তাইত তোমার ছাই রাইতে আমার এত কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু তুমি যখন আমার কথা কও, যখন আমার রূপ গুণ কর্ম্ম নাম স্বরূপ—যখন আমার শ্রবণ মনন করিতে করিতে আমাকেই দেখিতে থাক তখন আমি বড় সুখ পাই।

তোমার মুখে যখন কাতরোক্তি শুনি তখন একটা অকথ্য যাতনা ভোগ করি। আর তুমি যখন আশাভরসার কথা কও তখন যে আমি কত সুখে সুখী তা তোমায় কি বলিয়া জানাইব?

বঁধু! এইত কত দুঃখের কথা কহিতেছিলে, কিন্তু তাই আবার লিখিতে বসিলে! দেখ এখন ত আর সে দুঃখের অবস্থা নাই। তাই বলি, দুঃখ আর করিও না। কাজ কর আর বসিয়া থাক—এই বেশ। শেষে যখন কাজ আর আদৌ থাকিবে না শুধু স্থির, তখনই আমার পূর্ণ আনন্দ।

গায়ত্রী।

(১)

প্রণব সম্পুট করি, দাঁড়াও যখন
রূপের ছটায় ভাসে সকল ভুবন!
বৃক্ষ-পত্র অন্তরালে, সুনীল মেঘের কোলে,
রশ্মি ছটা মাঝে যেন প্রভাত তপন!
শান্ত, বিশ্বরূপ মরি সুন্দর কেমন!

(২)

শান্তমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া প্রণব ভিতরে
হাসি হাসি ভাস', সে কি অন্তরে ?—
বাহিরে ?
প্রণব ছটায় হায়, কত রূপ উথারয়,
জ্যোতির্ম্ময় ভাল-তটে সুনীল অলকা।
নীল-নলিনাভ চক্ষে চেয়ে চেয়ে ডাকা॥

(৩)

পাই' পাই' হারাইয়া যাও যবে তুমি,
লুটা'য়ে ব্যাকুল প্রাণে কত কাঁদি আমি !
এমনি করিয়া ডেকে, কেমনে কোথায় থেকে,
যেতে বল' কাছে তব, পাই না সন্ধান ?
যাই যাই ফিরে আসি, কেঁদে-সারা প্রাণ॥

(৪)

কার্ত্তিকে একাকী তারা শ্যাম-সন্ধ্যাকাশে
উজলি' সবার কাছে সমদূরে ভাসে,
পুষ্করে সাবিত্রী-ঘাটে, কিম্বা নীলধারা তটে,
যথা যাই, তথা দেখি চিত্তাকাশে তুমি !
এত কাছে—তবু কেন নাহি পাই আমি ?

(৫)

হে প্রণবময়ি ! করি কোটী নমস্কার,
চতুর্দ্দশ লোক দেখি শ্রীঅঙ্গে তোমার—

অধেতে পাতাল বর্গ, ঊর্দ্ধপুটে সপ্তসর্গ,
তদুপরি অর্দ্ধমাত্রা বিন্দু তার কোলে।
মৌলে চন্দ্রদলে টিপ্ তোমার কপালে ॥

(৬)

নিশা হ'য়ে ধীরে ধীরে আঁধার মাখিয়ে,
লুকা'য়ে আপন জ্যোতিঃ, থাক' দাঁড়াইয়ে ;
আঁধার অঞ্চল তলে, সব ঢেকে কর কোলে,
তোমার পরশে দেখি ব্যাকুল হইয়া।
ঊর্দ্ধে তারাচয় আছে আকাশ ছাইয়া ॥

(৭)

দিবা হ'য়ে দেখ চেয়ে তপন-নয়নে,
ত্রিসন্ধ্যায় তিনমূর্ত্তি আলোক ভবনে---
কুমারী প্রভাতে খেলা, যুবতী মধ্যাহ্ন বেলা,
সায়াহ্নে, বার্দ্ধক্য, যেন সূর্য্য-বিহারিণী,
বেদময়ি! নিত্য বালা, নিত্য বৃদ্ধা তুমি ॥

(৮)

তুমি যে উপাস্য ; তবে কেন দূরে থাকা ?
অথবা নিকটে তুমি, তবু নাহি দেখা ?
বল কি করিবে তুমি ? বল কি করিব আমি ?
কল্পনা-অজ্ঞান কবে কাটিবে আমার ?
কত দিনে র'ব নিত্য নিকটে তোমার ?

প্রশংসা পত্র।

গ্রন্থকার প্রণীত কৈকেয়ী ১ম সংস্করণ।

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম,এ, মহোদয় প্রণীত "কৈকয়ী" পাঠ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। গ্রন্থকার উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রচর্চ্চা নিয়ত, কর্ম্মবীর ও সাধক। সেই জন্য তাঁহার সকল গ্রন্থেই ঐ সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই জন্যই সুধীসমাজে তাঁহার গ্রন্থের সমাদরও অধিক। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে নূতনত্ব আছে। সে নূতনত্ব শাস্ত্রানুগত, যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মভাব-উদ্দীপক। কৈকয়ীচরিত্রও সেইরূপেই অঙ্কিত। বাল্মীকির বর্ণনায় বহি-র্দৃষ্টিতে যে কৈকয়ী সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন, রামদয়াল বাবুর অন্তর্দৃষ্টিতে সেই কৈকয়ী সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন. সঙ্গদোষে মানুষের স্বভাব কিরূপে কলুষিত হয়, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের ফলে সেই মানুষই আবার কিরূপে সন্মার্গগামী হইয়া ভগবৎ কৃপালাভে সমর্থ হয়, কৈকয়ীচরিত্রই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কৈকয়ী চিরকাল রামচন্দ্রকে আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায়--বোধ হয় তদপেক্ষাও অধিক—ভাল বাসিতেন। কিন্তু নীচবংশজা নীচপ্রকৃতি মন্থরার সংসর্গে, তারই পরামর্শে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মতির পরিবর্ত্তন হইল—তিনি কুমতি পরি-চালিত হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে বাধা দিয়া তাহাকে চৌদ্দবৎসরের জন্য—প্রাণে মারিবার জন্য—হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বনে পাঠাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন,--উচ্চবংশসম্ভূতা হইয়াও নীচ প্রবৃত্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। তৎপরে সাধুচরিত্র স্বীয় গর্ভজাত ভরতের তিরস্কারে, তাঁহার উপদেশে ক্ষণমাত্রেই তিনি আত্মাপরাধ বুঝিতে পারিলেন, যার পর নাই অনুতপ্ত

হইলেন, সেই অনুতাপে ব্যাকুল হইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের সহিত নিজেই বন পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র যখন কিছুতেই ফিরিলেন না, তখন তিনি অগত্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই চৌদ্দ বৎসর যার পর নাই অসুখে ও অশান্তিতে কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপ অনুতাপের, এইরূপ ব্যাকুলতার ফলে ঈশ্বরাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি এরূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে চৌদ্দ বৎসরের পর বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আপন জননী কৌশল্যাকে প্রণাম করিবার অগ্রে কৈকয়ীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কৃতার্থ করিলেন। রামদয়াল বাবুর "কৈকয়ী"তে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক মনে করি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এতই আনন্দ বোধ হইল যে সেই আনন্দের বশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এত কথা লিখিলাম। মূল্য ||০ ১৬২নং বৌবাজার উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য ইতি।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।
শিবপুর।

গ্রন্থকার প্রণীত ভদ্রা।

১৩১৯ অগ্রহায়ণের "গৃহস্থে" প্রকাশিত শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র
দর্শনরত্নের 'ভদ্রা' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

"ভদ্রা'র রুচি মার্জ্জিত। "ভদ্রার" চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্রসজ্জা-প্রণালী সুদক্ষ নাটককারের মোহন অঙ্গুলীর পরিচায়ক......ইহার সাগরের বর্ণনা, আকাশের বর্ণনা অতি মধুর।......'ভদ্রা'র লক্ষ্য উৎসর্গ পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভদ্রা'র লক্ষ্যবিধির উপায়ভূত সাধনরহস্য পরিশিষ্টে প্রকটিত।

লেখক সংযম ও সাধনার প্রকট মূর্ত্তি সমাজের সম্মুখে ধারণের নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণ, ভদ্রা ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন।······বিবাহ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পশুবৃত্তির পূর্ণাহুতির জন্য নহে। বিবাহে যে অনুরাগের সূত্রপাত হয়, তাহাই ক্রমশঃ ভগবৎপ্রেম-মহার্ণবে পরিণত হয়—ইহাই 'ভদ্রা'র ইঙ্গিত।···ভদ্রার পরিশিষ্টই ভদ্রা-জীবনের গৌরব ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। ভদ্রার পরিশিষ্টই এই পুস্তকের জীবন। 'ভদ্রার সাজসজ্জা এই প্রাণপ্র তিষ্ঠার জন্যই। ইহাতে লেখক সমগ্র ধর্ম্ম-সাধনতত্ত্ব বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পতিনারায়ণ-ব্রত উদযাপন করিতে হইলে, সাধ্বী স্ত্রী যে ক্রম অবলম্বন করিবেন—তাহা বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ······সর্ব্বোপরি গীতাতে যে সার্ব্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিলেপ শূন্য ধর্ম্মের সনাতন শাশ্বত ছবি ও "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" সাধনপন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে।······বর্ত্তমান কালে সভ্যতার চশমা পরিয়া আমরা যে বিকৃতি, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার গহ্বরে পতিত হইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'ভদ্রা' যে আশ্বাস লইয়া আসিয়াছেন—তাহা পরিপূর্ণ হইয়া প্রতিগৃহে পতি-নারায়ণ-ব্রত উদযাপিত হউক,—প্রতি জীবের অসীমের প্রতি পিপাসা জাগ্রত হইয়া ভারত-সমাজকে সকল প্রকার দূষিত বায়ু হইতে রক্ষা করুক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

বঙ্গবাসী বলেন---"ভারত সমর" শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, লিখিত। সুললিত গল্পচ্ছলে মহাভারতীয় কথা এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারেন এমন লোক দেখি নাই। প্রবন্ধ ক্রমশঃ চলিতেছে, সম্পূর্ণ হইলে একটা নূতন জিনিষ হইবে।···"ভারত সমর" প্রবন্ধে মহাভারতেরই কথা প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। আলোচনা টুকু বেশ হইতেছে।

অর্চ্চনা,---জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, 'ভারত সমরের, প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। রামদয়াল বাবু পণ্ডিত এবং জ্ঞানী উভয়ই, তাঁহার এই সন্দর্ভটি তাঁহার চিন্তার গতি নির্ণয় করিতেছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার বলেন—"ভারত সমর" প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য।

রত্নাকর বলেন---"ভারত সমর" নামক পৌরাণিক প্রবন্ধটা শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদারের লেখনীপ্রসূত। রামদয়াল বাবুর লেখনীর গুণে গল্পটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বাবু রামদয়াল মজুমদারের "ভারত সমর" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

টেলিগ্রাফ বলেন—Babu Ramdoyal Majumder's "Bharat Samar" is highly appreciative.

ভারত সমর প্রথমখণ্ড। (মূল্য ৷৷০ আনা)।

Very interesting Book "ভারত সমর" * * will occupy a very high place * * Great Epic in a concise form garbed in a beautiful and pleasant style.

KUMUD CHANDRA SINGHA, B.A.,
MAHARAJA, DURGAPUR, SUGANG.

গ্রন্থকার প্রণীত সাবিত্রী। ৩য় সংস্করণ।

সমালোচনার জন্য এই পুস্তক কোথাও প্রেরণ করা হয় নাই। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের দুই এক জনের অভিপ্রায় প্রকাশ করা গেল—

"আমি প্রতি বৎসর সাবিত্রী ব্রত করিয়া থাকি, আমার পরম দেবতা স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশমতে আমি মহাভারত গ্রন্থ হইতে সাবিত্রী উপাখ্যান পাঠ করিতাম। আপনার সাবিত্রী পাইয়া ঐ উপাখ্যান পড়িবার একটি সহায় হইল। মহাভারতের উক্ত উপাখ্যান পড়িয়া যত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, আপনার বই পড়িয়া তদপেক্ষা অধিকতর সুখী হইলাম। বিশেষতঃ ২৩, ২৪ , ২৫, পৃষ্ঠা পাঠে আমি আত্মহারা হইয়াছি। শেষে নিবেদন বঙ্গমহিলাগণের ঘরে ঘরে আপনার সাবিত্রী যাইয়া সকলের অন্তরকে নিজরূপ করুন এই প্রার্থনা"। ১০ই বৈশাখ ১৩১০ সাল।

শ্রীমতী মৃণালিনী গুহ।

কৈজুড়ী টাঙ্গাইল।

সোণামুখী মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ৮ শ্রাবণ ১৩১০।

আপনার সাবিত্রী পাঠ করিলাম। ভাবের স্রোতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরঙ্গগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এক হইয়াও আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেবা করিবার সাধ হয় এটি আরও সুন্দর। যাঁহাদের জন্য লিখিত হইল তাঁহাদের মধ্যে একজনও সাবিত্রীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রম সফল হয়। যাহা হউক সাবিত্রী পড়িয়া সাবিত্রীর কথা মনে হইল, চক্ষে একটু জলও আসিল। যেটা অন্তরে আঘাত করে সেটা অবশ্যই অন্তর হইতে বাহির হইয়া থাকে। সাবিত্রী আপনার অন্তরের ধন। প্রবল ভাবের আবেগে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রী প্রীতি দিতে পারিবে।

৺রাধাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার প্রণীত **বিচার চন্দ্রোদয়**। ২য় সংস্করণ।

বেদান্ত বিচার, গীতোক্ত সাধনা ও স্তবাদিসঙ্কলিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতের উজ্জ্বল মেধা আর্য্য শাস্ত্রের তত্ত্বান্বেষণে নিয়োজিত হইয়া আজিকাল কিরূপ বহুমূল্য রত্ন আবিষ্কার করিতেছে এই গ্রন্থখানি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গ্রন্থে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় যেরূপ অপূর্ব্ব উপায়ে বেদান্ত প্রভৃতির জটিল তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দেশের দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ ভাবে আর্য্য শাস্ত্রালোচনে মনোনিবেশ করিলে দেশের উপকার হয়। আজি কালি স্রোত ফিরিয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রসিন্ধুতলে রত্নলাভ প্রয়াসে আয়াস ও যত্ন হইতেছে যথেষ্ট, সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুধা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।

গ্রন্থকার প্রণীত—

গীতা-পরিচয় প্রথম সংস্করণের সমালোচনা।

বঙ্গবাসী (১২।৪।১২) বলেন—গীতার বিশেষত্ব, গীতার শক্তি-সঞ্চার, গীতার স্থূল পরিচয়, গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত, গীতার কর্ম্মসঙ্কেত, গীতার স্থান কাল পাত্র,—পুস্তকে এই ছয়টা প্রবন্ধ আছে। রামদয়াল বাবু কৃতবিদ্য ও প্রগাঢ় দার্শনিক; পাশ্চাত্য ও আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। গীতার তিনি যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। আজ কাল দেখিতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অধিকাংশ দার্শনিক লেখকগণ আর্য্য ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিলেই, প্লেটো, আরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনসার মার্টিনো পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণকে আসরে না নামাইয়া ছাড়েন না।

পাশ্চাত্য-দর্শনের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা খণ্ডন হউক বা না হউক, পাশ্চাত্য দর্শনের ভূরি ভূরি অনাবশ্যকীয় মত উদ্ধৃত করিতেই হইবে। রামদয়াল বাবুর "গীতা-পরিচয়" গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া আমরা সুখী ; পরন্তু ইহা রামদয়াল বাবুর একান্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও শাস্ত্রভক্তিরই ফল। রামদয়াল বাবু প্রগাঢ় দার্শনিক হইলেও তিনি যে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, আলোচ্য পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—'পুস্তক প্রকাশ নামের জন্য নহে, প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। ভগবান্ প্রসন্ন হও' এই লক্ষ্যে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য,—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন—পূর্ব্ববিস্মৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপা-কটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার গ্রন্থকারকে স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—সাধু মহাত্মার স্মরণমাত্রে হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরূক দেখিবেনই। সাধু-কৃপায় ভগবৎ-কৃপা লাভ হইবে। ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা। হিন্দুশাস্ত্র ও গীতা হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া রামদয়াল বাবু গীতা শাস্ত্র সরল ও সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রচনাও প্রাঞ্জল ও অতিশয়োক্তি-বিহীন। বহু অসার উপন্যাস, গল্প ও কবিতায় বাঙ্গালা ভাষা এখন কণ্টকাকীর্ণ। ভাষার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী কি এই মহাগ্রন্থের সম্যক্ আদর করিতে পারিবে ? ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিমাত্রকেই এই পুস্তক একবার নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

শ্রীকেশবলাল গুপ্ত, এম্,এ, বি,এল।

গ্রন্থারম্ভে প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—"গ্রন্থকারের সেই হৃদয়-

রত্নগুলি আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম —গীতা-পরিচয় তাহারই অংশ মাত্র।" পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে এ কথাটী কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু "গীতা-পরিচয়" পাঠ করিবার পর উপরোদ্ধৃত আশ্বাস-বাণী পাঠকের হৃদয়ে বল আনয়ন করে, তাহার হৃদয় আশায় পূর্ণ করিয়া দেয়। এই অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ, সরল বাক্যে বর্ণিত গূঢ়তত্ত্ব আরও শুনিতে পাইব এ আশ্বাসবাণী বড়ই শান্তিপ্রদ, বড়ই আশাবর্দ্ধক।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবুর পরিচয় "অর্চ্চনা" পাঠকের নিকট অনাবশ্যক। তাঁহার বাক্যামৃত প্রতি মাসেই অর্চ্চনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশী শাস্ত্রাদি লইয়া পরিশ্রম করিলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত জীবন যাপন করিলে, আর্য্যসন্তানের কিরূপ দিব্যজ্ঞান জন্মে "গীতা-পরিচয়" পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক পাঠকালে মনে হয় এ লেখা সামান্য রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত সর্ব্বনর নারী-বিজড়িত বিশ্ব মূর্ত্তির বাক্য, লেখক ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্য মাত্র।

গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক কূটতর্ক-সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থ বলিলে আজ কাল আমাদের যুবকদের নিকট একটা ভীতিপ্রদ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। "গীতা-পরিচয়" ও, ঐ শ্রেণীর শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে, সমাসান্ত শব্দ আছে। তথাপি ইহার সরলতা, ইহার মাধুরী বর্ণনা করা দুরূহ। গীতা-পরিচয় শুধু পণ্ডিতের জন্য নহে, ইহা পাঠে সকল শ্রেণীরই পাঠক সুখ ও তত্ত্বলাভ করিতে পারে, হৃদয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে পারে। এত বড় দুরূহ বিষয় এত সাদা কথায় বুঝাইয়া দেওয়া সামান্য কৃতিত্ব নহে।

গীতা-পরিচয় আট অধ্যায়ে বিভক্ত।

১। মঙ্গলাচরণ ২। উৎসর্গ ৩। গীতার বিশেষত্ব ৪। গীতার

সক্তিসঞ্চার ৫। গীতার স্থূল পরিচয় ৬। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ৭। গীতার কর্ম্মসঙ্কেত ৮। গীতার স্থান, কাল, পাত্র।

লেখক কেবল গ্রন্থকর্ত্তা নহেন। তিনি সাধক যোগী। যোগবলে মানসচক্ষে যেমন যেমন তত্ত্ব দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ গ্রন্থকারের রচনাশিল্প আশ্রয় করিলে তিনি প্রথমে "গীতার স্থূল পরিচয়" দিতেন, তাহার পর "গীতার স্থান, কাল, পাত্র" নির্দ্দেশ করিতেন পরে গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য অধ্যায় সন্নিবেশিত করিতেন। লেখক সামান্য গ্রন্থকার হইলে আমরা অধ্যায়গুলির এরূপ বিপর্য্যয়কে দূষণীয় বলিতাম। রামদয়াল বাবুর পক্ষে এদোষ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।

গ্রন্থকারের সকলই আধ্যাত্মিক, তাঁহার গ্রন্থোৎসর্গেও সাধনার পরিচয় পাই। লেখক বলিয়াছেন—

"হে গুরো! হে মহাদেব আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্ব্ব নরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তে! এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল।" কি স্বর্গীয় কামনা! কি স্বর্গীয় বৃত্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকার তাঁহারই শক্তিতে বলীয়ান হইয়া শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশ প্রণয়ন করুন।

গীতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

ভাই,—

যে বস্তুটি যাহার হৃদয়ের ধন, তাহার মূল্য তিনিই সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন। তাই অনন্ত করুণানিধান, অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, স্থাবর জঙ্গম—সজীব নির্জ্জীব—সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে "সর্ব্বস্য হৃদি

সন্নিবিষ্টঃ” শ্রীভগবান—“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতামে সারমুত্তমম্” ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগীতার প্রকৃত মূল্যের অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবদুক্ত এই মহা বাক্যটিরই যে মূল্য কত, তাহা অবধারণ করিবার লোক কোথা? তবে যে মহাত্মা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন —ভিতরে বাহিরে—আশে পাশে—সর্ব্বত্র সেই সুন্দরাদপি সুন্দর তদীয় প্রেমময় মূর্ত্তি সন্দর্শনে অনুক্ষণ কৃতার্থ হইতেছেন, তিনিই উক্ত বাণীর মূল্য বুঝেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণের প্রাণ, সারাৎসার, গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ শ্রীভগবানের হৃদয়বিহারিণী শ্রীগীতার মূল্যেরও পরিচয় পাইয়াছেন। পরন্তু যিনি যতটুকু তদীয় অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি ততটুকু পরিচয় পাইয়াছেন। তাই ঋষি বলিতেছেন—কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ স্বয়ম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ।

প্রবাদ আছেঃ—

> সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
> কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
> আদায়াথ করেণ শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ
> অস্থানে পততাং ভবেদ্ধি মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥

যাঁহারা রত্নবণিক, তাঁহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা মণি চিনেন—সুতরাং প্রাপ্তিমাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। শ্রীগীতা কৌস্তুভ মণি অপেক্ষাও মূল্যবান্; তাই, শ্রীভগবান্ উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—আর গীতা তাঁহার হৃদয়। একটি বাহিরের—অপরটি ভিতরের। পাছে শ্রীগীতা ভিল্লপত্নীর হস্তে গজমুক্তার ন্যায় অপাত্রের হস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তোমার এই প্রয়াস।

তোমার এই প্রয়াশ কীদৃশ সাফল্য লাভ করিয়াছে, যাঁহারা "গীতা পরিচয়" পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।

ঈদৃশ সদনুষ্ঠান যতই হয়, দেশের—ধর্ম্মের—সমাজের ততই মঙ্গল। অধুনা আমাদের মাতৃভূমি দিন দিন শ্রীগীতার অনুশীলনে ধন্য হইতেছেন। বঙ্গমাতার কৃতী সুসন্তানগণের অনেকেই অভিনব পরিচ্ছদে শ্রীগীতাকে সুশোভিত করিতেছেন। কিন্তু শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দানে এপর্য্যন্ত কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি। এই প্রকার পুস্তক যে দুই একখানি দেখি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমার বোধ হয়, তুমিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ—আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তুমি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছ এবং যাঁহারা গীতার অনুশীলনে আনন্দ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছ। অতএব তুমি ধন্য—তোমার জীবন সার্থক।

যে গ্রন্থ ভগবানের অতি আদরের বস্তু,—যাহা যোগীদিগের কণ্ঠহার—যাহা গৃহীদিগের চরিত্র-প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি—যাহা গৃহমেধিগণেরও মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শক—যাহা দেশকাল-পাত্র, সমাজ ও জাতিনির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেরই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও নীতির অদ্বিতীয় শিক্ষক—সেই ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষপ্রদ শ্রীগীতার পরিচয় সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তোমার "গীতা-পরিচয়" খানি ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে শ্রীগীতার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বগুলি যে বহুপরিমাণে সুখবোধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি শ্রীগীতা অধ্যয়ন করিতে চাহেন তিনি তোমার এই "গীতা পরিচয়" হইতে যে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তোমার দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী কঠোর সাধনা সিদ্ধ

হইয়াছে। তোমার সাধনার ফলে আজ গীতা পাঠার্থী পবিত্রচেতা সাধুগণ মহোপকার লাভ করিলেন—ইহা অল্পসৌভাগ্যের বিষয় নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীগীতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধন এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪৷৷০ টাকা মোট ১৩৷৷০ টাকা ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও

আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতা-পরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

ভদ্রা দ্বিতীয় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১৷৹ আনা বাঁধাই ১৸৹ মাত্র।

কৈকেয়ী দ্বিতীয় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের "কৈকেয়ী" চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরি-বর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-

পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্র-ভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।